জিহানের ম্যুরাল উদ্বোধন জেএফকে বিমানবন্দরে পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

8 February 2024, Thursday, 7th Year, Issue 360, 40 Pages

স্পাইওয়্যার অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠা ১৬

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ২৫ মাঘ ১৪৩০, ২৭ রজব ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৬০, পৃষ্ঠা: ৪০

দীর্ঘতম নির্বাচনি বিতর্কে উত্তপ্ত হচ্ছে আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মধ্যে আমেরিকার ইতিহাসে বিরল এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে যাচ্ছে।

■ ডেমোক্রেট দলে অন্য প্রতিযোগী না থাকায় জো বাইডেনই প্রার্থী থাকছেন। অপরদিকে রিপাবলিকান দলের প্রার্থীতায় নিকি হ্যালি টিকে থাকলেও তাকে নিয়ে তেমন আশা নেই।

■ বার্তা সংস্থা রয়টার্স পরিচালিত এক জনমত জরিপে দেখা গেছে , আমেরিকার ৬৭ শতাংশ মানুষ বাইডেন এবং ট্রাম্পকে আবারও প্রার্থী দেখতে চায় না।

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম নির্বাচনি প্রচারণা বিতর্কের মাঠ প্রায় প্রস্তুত। স্মরণাতীত কালের দীর্ঘতম নির্বাচনি বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক অঙ্গন সহসা আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এ উত্তাপ চলতে থাকবে আসছে নভেম্বরের নির্বাচন পর্যন্ত। ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে সহিংস ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচন পরবর্তী ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনা এখনও দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে আমেরিকানদের।

আসছে জাতীয় নির্বাচনে আবার খেলা হবে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে। আমেরিকার ইতিহাসে বিরল এ ঘটনা এখন প্রায় নিশ্চিত। যদিও আসছে আগস্টে অনুষ্টিতব্য উভয় দলের জাতীয় কনভেনশন না হওয়া পর্যন্ত আসল নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে না। ডেমোক্রেট দলের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে ইলিনয়েসের বিখ্যাত শিকাগো সিটিতে। রিপাবলিকান দলের এবারের জাতীয় কনভেনশন হবে উইসকন্সিনের মিলওয়াকি শহরে। উভয় দলের কনভেনশন থেকেই দলীয় প্রার্থীর নাম অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হবে।

ডেমোক্রেট দলের প্রার্থীতায় অন্য কোনো প্রতিযোগী না থাকায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনই প্রার্থী থাকছেন। যদি কোন নাটকীয় ঘটনা না ঘটে। অপরদিকে রিপাবলিকান দলের প্রার্থীতায় এখনো নিকি হ্যালি টিকে থাকলেও তাকে নিয়ে কোন আশা নেই সমর্থকদের মধ্যেও। এরমধ্যে কোন মিরাকল ঘটিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তিনি টপকাতে পারবেন, এমন কোন সম্ভাবনাও নেই। দলীয় জনপ্রিয়তায় বিরাট ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিশ্চিত প্রার্থী হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মামলার কারণে বা মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী ব্যবহার করে ট্রাম্পকে নির্বাচন থেকে সরিয়ে রাখা যাবে, এমন মনে করেন না উদারনৈতিক আইনজ্ঞরাও।

আমেরিকার নিকট অতীতের নির্বাচনে রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল ভিন্ন। ২০২০ সালে জো বাইডেনকে বা ২০২৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বছরের শুরু থেকে লড়তে হয়েছে নিজেদের দলের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে। ২০১৬ সালে ডেমোক্র্যাট দলের বারাক ওবামা এবং হিলারি ক্লিনটনের মধ্যকার লড়াই ছিল দীর্ঘ। নিজেদের দীর্ঘ লড়াই সামাল দিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে এবার দুই বুড়ো'র নির্বাচন?

শিতাংশু গুহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্ভবত: বাইডেনের জন্ম ২০ নভেম্বর ১৯৪২ এবং ট্রাম্প ১৪ই জুন ১৯৪৬। নভেম্বরে নির্বাচনকালে বাইডেন হবেন ৮২, ট্রাম্প ৭৮। মার্কিন জনগণ চায়না বাইডেন-ট্রাম্প প্রতিদ্বন্ধিতা, কিন্তু হচ্ছেটা তাই? বাইডেনকে নিয়ে ডেমোক্রেটরা অস্বস্থিতিতে, ট্রাম্পের নাম আদৌ ব্যালটে থাকবে কিনা তা অনিশ্চিত, অথচ ভোটার তাকেই চাচ্ছে। হয়তো এ সংশয়ের কারণেই নিকি হেলি এখনো রেসে থাকছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, নিকি হেলি কতদিন রেসে টিকতে পারবেন! ট্রাম্প যদি ফৌজদারি মামলায় দোষী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

'ঈদ ফর নিউইয়র্ক'

ডেস্ক রিপোর্ট

বড়দিনের মতো দুই ঈদের দিনকে নিউইয়র্ক স্টেটে সাধারণ ছুটি ঘোষণার দাবিতে চলমান আন্দোলনের সমর্থনে স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলীর ৩৮ জন সদস্য প্রস্তাবিত বিলে স্বাক্ষর করেছেন।

৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর আলবেনীর পার্লামেন্ট ভবনে এ ব্যাপারে 'ঈদ ফর নিউইয়র্ক' স্লোগানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের ছুটির দাবিতে সোচ্চার সংগঠনগুলোর অন্যতম স্যাফেস্ট'র প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মাজেদা এ উদ্দিন জানান, ইতিমধ্যেই ২ ফেব্রুয়ারি উত্থাপিত বিলের কো-স্পন্সর হিসেবে ১২ সিনেটর (এস৬১৭৯) এবং ২৬ অ্যাসেম্বলীমেন (এ৩০৬৮) স্বাক্ষর করেছেন। আলবেনী পার্লামেন্ট ভবনে অপর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত আমাদের সংগঠনের কর্মীরা দেন-দরবার করেছে।

সমাবেশে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিগণের উদ্দেশ্যে দাবির সমর্থনে বক্তব্য দেন 'সাউথ এশিয়ান ফান্ড ফর এডুকেশন, স্কলারশিপ অ্যান্ড ট্রেনিং' তথা স্যাফেস্ট'র যুব বিষয়ক চেয়ারপার্সন সোহানা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, এই স্টেটে ১০ লক্ষাধিক মুসলিম রয়েছি।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

সরকারের মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

মিয়ানমার সংকট

মিয়ানমার সীমান্তে গত এক সপ্তাহ ধরে থেমে থেমে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এতে ওই এলাকার বাসিন্দারা।

তানভীর সিদ্দিকী

এমনিতে ১৫ থেকে ১৬ লাখ রোহিঙ্গা নিয়ে বিপাকে আছে বাংলাদেশ। তাদের খাদ্য বস্ত্র সামাল দিতে দারুন বেগ পেতে হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে। শুধু তাই নয়, রোহিঙ্গাদের খাবার জোগাতে বিশ্বব্যাংকের কাছে ঋণ চেয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে ব্যক্তিদের উখিয়া সীমান্তের একটি স্কুলে রাখা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

নিকি হ্যালির মন্তব্য

আমেরিকাকে দুর্বল ভেবে ভারত রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিকি হ্যালি

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল হিসাবে দেখে এবং রাশিয়ার কাছাকাছি এসে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে স্মার্টলি খেলছে। ২০২৪ এর ৫ই নভেম্বর হতে চলা মার্কিন নির্বাচনের আগে এই মন্তব্য করলেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নিকি হ্যালি। তার মতে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদার হতে চায়, কিন্তু

এরপর পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ১

'যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের বন্ধু'

জনতায় জনতায় সংযোগ

ড. দিলওয়ার আরিফ

সম্প্রতি বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে বাক বিতণ্ডা চলছে তা আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ইতিহাসে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মলগ্নের পর সবচেয়ে কঠিন সময়। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের এই টানাপূরণ চলা সত্ত্বেও আমেরিকার জনগণ ১৯৭১ সালের মতই বাংলাদেশের উন্নয়নকে সমর্থন করে। নানাভাবেই মার্কিনীরা বাংলাদেশের জনগণকে সমর্থন করে যাচ্ছে।

এই সময়ে যেকোনো ভুল রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক বক্তব্য (rhetoric) বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মনোভাবকে আরও উস্কে দিতে পারে। এমনিতেই ধর্মীয় মৌলবাদীরা বাংলাদেশের সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বন্ধুরাষ্ট্রদের সহযোগিতামূলক অংশিদারিত্তকে ভালো চোখে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

সহিংস নির্বাচন শেষে নওয়াজের জয়ের আভাস

পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিডিয়ার মতে নওয়াজ শরীফ চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসছেন।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের বহুল আলোচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন বোমা হামলা ও গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এখন চলছে ভোট গণনা। তবে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নওয়াজ শরীফ চতুর্থ মেয়াদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো।

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ পাকিস্তানে ৮৫৫টি আসনে বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচন হয়।

বার্তা সংস্থা এপি বলছে, 'পাকিস্তানে ফেরার পর আদালত কর্তৃক তাঁর সাজা বাতিলের পর চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তার পথ পরিষ্কার রয়েছে।'

বিবিসি, গার্ডিয়ান, এএফপিসহ আরও কিছু আন্তর্জাতিক মিডিয়াও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো দেশটির নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসবেন।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের দিন দেশটির জিও নিউজের রিপোর্টে এমনটা বলা হয়েছে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের মতে, পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) এই শীর্ষ নেতা যদি আজ ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ী না হন তাহলে তা অবাক করারই বিষয় হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৩

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

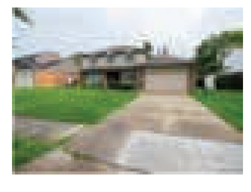

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

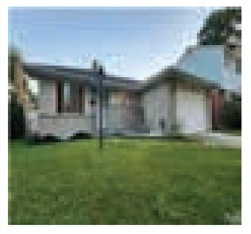

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

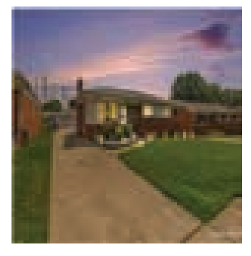

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

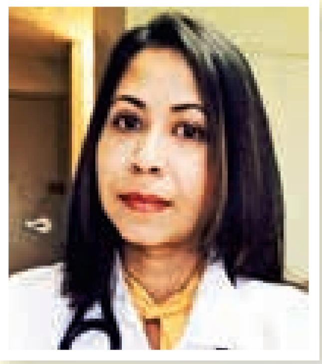

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

ABRAMS LAW GROUP

ABRAMSLAWGROUPPC
ABRAMSLAWGROUPPC

LET'S FIGHT TOGETHER FOR YOUR JUSTICE

ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

718-997-9797

OUR SERVICES

- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন

CONTACT US

718-997-9797
ABRAMSLAWGROUPNY.COM
HTTPS://G.CO/KGS/IC36XA

ABOUT US

LET US PROTECT YOUR RIGHTS AND RECOVER THE FULL AMOUNT DUE FROM THE INSURANCE COMPANIES AND RESPONSIBLE PARTIES.

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

‘হতাশ’ বিএনপি নিয়ে চিন্তার কিছু দেখছেন না ওবায়দুল কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

আন্দোলনে ব্যর্থতা, নির্বাচনে অংশ না নেওয়াসহ নানা কারণে বিএনপি হতাশ। এই হতাশা থেকে আবোল-তাবোল বলছে দলটি। তবে বিএনপির অবস্থা নিয়ে আওয়ামী লীগের চিন্তার কিছু নেই। এমনটাই জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বুধবার দুপুরে বনানীর সেতু ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘বিএনপির মন্তব্য নিয়ে কথা বলার সময় আমার নাই। তাদের নিয়ে আমাদের চিন্তা করার কিছু নাই। তাদের মধ্যে ব্যর্থ আন্দোলন, নির্বাচনে অংশ না নেওয়া—এসব কারণে তাদের মধ্যে একটা হতাশা আছে।’

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, ‘তারা (বিএনপি) বিরোধিতা করেছে, করবে এবং করছে। তারা তো বিরোধী দল, তাদের কিছু তো বলতেই হবে। বললে সরকারের খারাপটাই বলতে হবে। কারণ, তারা এখন কোনো কিছু ভালো চোখে দেখছে না। তারা হতাশার মধ্যে আছে। এই হতাশা থেকে তারা এসব আবোলতাবোল বলছে। এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই, এগুলো নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।’

এর আগে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘দেশের জনগণও বিএনপির সঙ্গে নেই, বিদেশি বন্ধুরা তাদের ছেড়ে এখন চলে গেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লম্বা চিঠি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে বিশেষভাবে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। পিটার হাসও মার্কিন নীতি কৌশলের প্রতিধ্বনিই করছেন।’

এদিকে, মিয়ানমার সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আজ ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘নতুন করে আমরা কোনো রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ করতে দেব না।

নিউইয়র্কে হাউজিং অথরিটির ৭০ কর্মচারী গ্রেপ্তার

ঘুষের অভিযোগ

এনওয়াইসি হাউজিং অথরিটির বর্তমান এবং প্রাক্তন ৭০ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে ঘুষ ও চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয়েছে।

এইচ বি রিতা

ঘুষের দায়ে নিউইয়র্ক সিটির কয়েক ডজন পাবলিক হাউজিং কর্মচারীকে ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ফেডারেল দুর্নীতি তদন্তে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের অংশ হিসেবে এনওয়াইসি হাউজিং অথরিটির বর্তমান এবং প্রাক্তন ৭০ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে ঘুষ ও চাঁদাবাজির অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে একদিনে এতো লোকজন আর কখনো গ্রেফতার হয়নি। নিউইয়র্কসহ কয়েকটি রাজ্য জুড়ে ৭০০ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক এ গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করেছে।

কর্মীদের বিরূদ্ধে নির্মান কাজের জন্য কন্ট্রাক্ট দেয়ার বিনিময়ে ঠিকাদারদের কাছ থেকে নগদ অর্থ গ্র হণ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেন, সুপারিনটেনডেন্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট যারা প্রতিযোগিতামূলক বিডিং প্রক্রিয়া ছাড়াই চুক্তি করতে ক্ষমতা রাখেন, তারা লাভবান হতে গোপনে একটি সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্কে কাজ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করা হয়।

যেসব ঠিকাদাররা ১০ হাজার ডলারের কম মূল্যে কাজ পাবে তাদের কাছ থেকে এমন ঘুষ আদায় করা হয়েছে। অসৎ কর্মচারীরা দশ বছরের মেয়াদে ১৩ মিলিয়ন ডলারের কাজের জন্য মোট ২ মিলিয়ন ডলারের কাজে এমন দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সাওদার্ন ডিস্ট্রিক্ট এর সংবাদ সম্মেলনে অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেন, “সুপারিনটেনডেন্ট বা সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে কাজে সাইন অফ করার প্রয়োজন ছিল, যাতে ঠিকাদারকে হাউজিং অথরিটি অর্থ প্রদান করে। আমরা দেখেছি যে অপরাধীরা নগদ ঘুষের বিনিময়ে তাদের নিজস্ব কাজ দাবি করেছিল। অবৈধ এমন কর্ম একটি নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং এ কাজে কয়েক ডজন হাউজিং বিভাগের কর্মচারী জড়িত ছিল।”

সাস্ট এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠান ১৮ ফেব্রুয়ারি রোববার

উত্তর আমেরিকা অফিস

শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের : সাস্টিয়ান নাইট এন্ড ইনাগুরেশন সিরিমনি’ অনুষ্ঠিত হবে ১৮ ফেব্রুয়ারি রোববার। কুইনসের আগ্রা প্যালেসে জমকালো অনুষ্ঠানমালা শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে নৈশ ভোজসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। সাস্ট এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের শক্তিশালী সংগঠন সাস্ট এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বনভোজনসহ নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে থাকা সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ রেখে আসছেন। অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

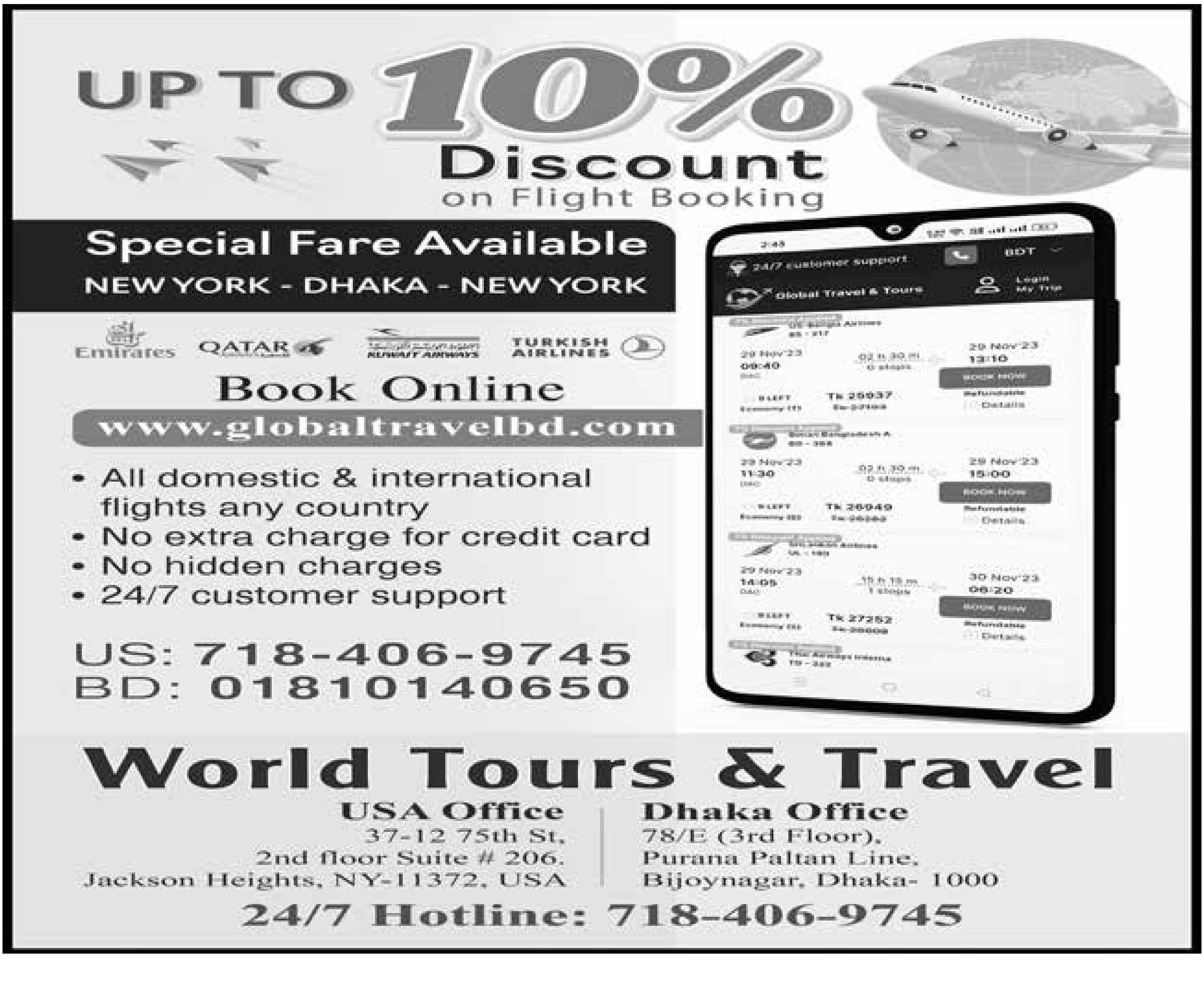

সম্পাদকীয়

একুশ এক অহর্নিশ অনির্বান শিখা

শুরু হলো ভাষার মাস। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাজপথে যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের অমলিন স্মৃতি স্মরণের মাস এই ফেব্রুয়ারি। আজ সকালে যে সূর্যের উদয় হলো, তাতে মিশে আছে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি'র করুণ সুর। বাঙালির কাছে এই মাস ভাষার মাস; দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার মাস। তাই তো বাঙালি জাতি পুরো ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাবে ভাষাশহীদদের।

ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ফেব্রুয়ারি ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম প্রতিরোধ এবং জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষকাল।১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে দুর্বার আন্দোলনে সালাম, জব্বার, শফিক, বরকত ও রফিকের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি পায় মাতৃভাষার মর্যাদা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেরণা। তারই পথ ধরে শুরু হয় বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন এবং একাত্তরে নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বস্তুত ফেব্রুয়ারি মাস একদিকে শোকাবহ হলেও অন্যদিকে আছে এর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কারণ পৃথিবীর একমাত্র জাতি বাঙালি যারা, ভাষার জন্য এ মাসে জীবন দিয়েছিল।ভাষার জন্য বাংলার দামাল সন্তানদের আত্মত্যাগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর। এদিন ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। এর মধ্যদিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এখন বিশ্বের দেশে দেশে পালিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকেই শুরু হচ্ছে নানা কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আবার হয়ে উঠবে জমজমাট।

আমাদের সবচাইতে বড় স্বস্তি এইখানে যে, নূতন প্রজন্মের মধ্যে এখনো প্রতিবছর একুশ আসে নূতন এক শিহরনে। এই শিহরন যেন প্রজন্ম হতে প্রজন্ম বয়ে বেড়াচ্ছে, তা কখনো পুরাতন হবার নয়। কোনো ভাষার ফ্রেমে যেন যথার্থভাবে আটকানো যায় না কিংবা প্রকাশ করা যায় না এর অভাবিত নবতর অনুভবকে। কী বিস্ময়! বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মানুষ একুশের চেতনার ভিতর হতে তার শৈশব-কৈশোর-যৌবন পার করে বাঙালি-বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশকে ভালোবাসে এক অদৃশ্য শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে । এই কারণে একুশ এখনো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে রুখবার সবচাইতে বড় শক্তি।

একুশ এক অহর্নিশ অনির্বাণ শিখা, যার কারণে ঘোর কালো অমানিশাতেও পথভ্রষ্ট হয় না বাংলাদেশ। তারপরও গুরুতর একটি আক্ষেপ যে রয়ে যায় তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই আক্ষেপটি হলো, দেশ স্বাধীন হবার ৫২ বছর কেটে গেছে ; কিন্তু আজও অফিস-আদালত ও উচ্চশিক্ষাসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন হয়নি। বলা আবশ্যক যে, সর্বস্তরে বাংলা চালুর অর্থ কোনোভাবেই ইংরেজি বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা নয়। প্রতিযোগিতাময় এই বিশ্বে আমাদের অবশ্যই বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। কিন্তু নিজেকে—নিজের শিকড়কে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া তা কখনোই সম্ভবপর নয়।

একুশ এখন মহিরুহ। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, একুশ প্রতি বছর ছাপিয়ে যাচ্ছে নিজের উচ্চতাকে। একুশে আমাদের ঐক্যবদ্ধই শুধু করছেনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতেও শিখাচ্ছে। একুশের আরও এক বড় শিক্ষা হলো, জনগণের আন্দোলন ও আত্মত্যাগ কখনোই বিফলে যায় না।

বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে, জাতির স্বকীয়তা, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ভাষা আন্দোলন সব সময় আলোকবর্তিকার মতো মূর্ত হয়ে ওঠে। এখনো জাতির যেকোনো ক্রান্তিকালে ভাষা আন্দোলন আমাদের প্রেরণা হয়ে দেখা দেয়।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ভাষা আন্দোলন জাতির বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের পরিচয় তুলে ধরে। ভাষা আন্দোলন তাই বাঙালির কাছে চির প্রেরণার প্রতীক।

বায়ান্নর আগুনঝরা সেই দিনগুলো বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, থাকবে। ভাষাশহীদদের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারি এ দেশের মানুষের চেতনায় এক অনির্বাণ বাতিঘর। এই আলোর স্পর্শে অন্যায়ের কাছে মাথানত না করার এবং প্রবল দেশাত্মবোধের অন্যরকম এক আবেগ ও উদ্দীপনায় জেগে ওঠে সর্বস্তরের মানুষ। ফেব্রুয়ারির সবচেয়ে বড় কর্মযজ্ঞ মাসব্যাপী বইমেলা শুরু হচ্ছে আজ। এই মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকেই শুরু হবে নানা কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে হয়ে উঠবে মুখর। এই মাসেই আয়োজিত হয় জাতীয় কবিতা উৎসব। প্রকাশিত হয় অনেক স্মরণিকা, শুধু রাজধানী ঢাকায় নয়; জেলা শহরগুলোতেও। সংবাদপত্রগুলোতে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষাবিষয়ক লেখালেখি শুরু হয়। সম্প্রচারমাধ্যমেও শুরু হয় নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার। এসব উদ্যোগ-আয়োজনের বাহ্যিক আড়ম্বরের পাশাপাশি চিন্তাভাবনার জগতে কিছুটা হলেও সাড়া পড়ে। ফেব্রুয়ারি শুধু ভাষার মাস নয়, আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জীবিত হওয়ারও মাস। এই মাসে আমাদের চেতনাকে শানিত করতে হবে, মাতৃভাষার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা জাগিয়ে তুলে আলিঙ্গন করতে হবে বাঙালিত্বকে। শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, প্রাত্যহিক জীবনেও তার প্রয়োগ ঘটানো জরুরি।

পবিত্র হজ শুধু আকাঙ্ক্ষাই থেকে যাবে

সেলিম খান

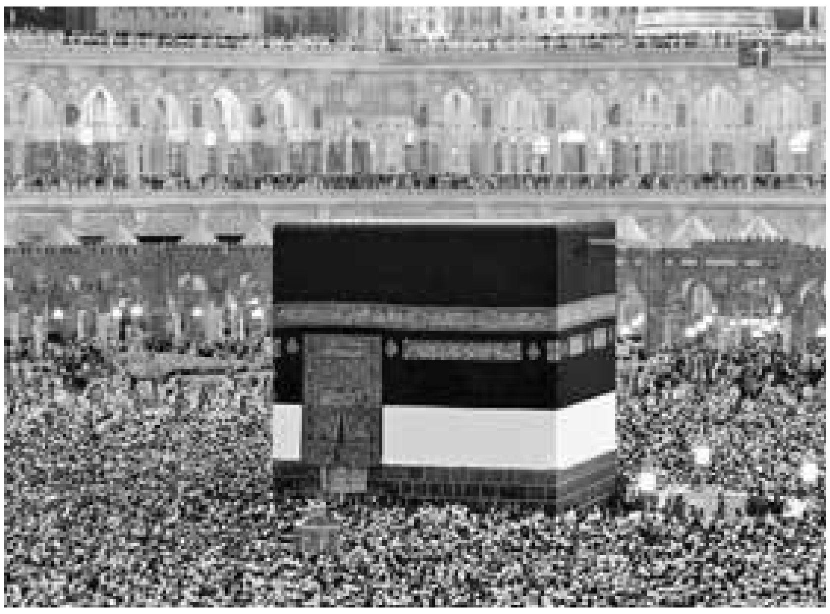

পবিত্র হজ পালনের জন্য নিবন্ধনের সময়সীমা চতুর্থবারের মতো বাড়িয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। এ বছর বাংলাদেশ থেকে হজ পালনে ইচ্ছুক মুসলমানদের জন্য ১ লাখ ২৭ হাজারের সামান্য বেশি কোটা বেঁধে দিয়েছে সৌদি আরব। যদিও এ পর্যন্ত নিবন্ধন ৬০ শতাংশের বেশি হয়নি। তাই ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় বাড়ানো। এই সময়ের মধ্যে ২ লাখ ৫ হাজার টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন করা যাবে। এবং বাকি অর্থ পরিশোধ করতে হবে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তবেই নিবন্ধন চূড়ান্ত হবে।

এখন প্রাথমিক প্রশ্ন হলো, ১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশে, যেখানে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান সেখানে কেন কোটা পূরণ হচ্ছে না? তাহলে কি খরচটা সাধারণের সাধ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে? পরপর চার বার নিবন্ধনের জন্য সময় বাড়ানো, নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। যেসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো সবটা সরকারের কাছেও নেই।

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম পবিত্র হজ। আর সেটা সামর্থ্যবানদের জন্য করা হয়েছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মানুষ সাধারণত হজে যান একটু বেশি বয়সে। সংসারের দায়িত্ব থেকে কিছুটা অব্যাহতি পাওয়ার পর। এজন্য তাঁরা সারা জীবন ধরে একটু একটু করে পয়সা জমান। কারও কারও সন্তানেরা সাহায্য করেন। এভাবেই গড়ে উঠেছে পবিত্র হজ বা ওমরাহ পালনের সংস্কৃতি। বর্তমান সময়ে এসে সেই সামর্থ্য কি আসলেই কমছে? না হলে গত ১৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া নিবন্ধন কেন ১ ফেব্রুয়ারি এসেও ৬০ শতাংশের বেশি হয় না?

এই বাংলা থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিক হজ কাফেলা রওনা হয় ১৮২২ সালে। সৈয়দ আহমেদ বেরলভির নেতৃত্বে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে এই কাফেলা শুরু হয়। সেখানে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা অংশ নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর, হাজি শরিয়তউল্লাহ ও তাঁর ছেলে মহসীন আলাদিন আহমেদ ওরফে দুদু মিয়া। ইতিহাস বলছে, হজ পালন শেষে কাফেলা কলকাতায় ফেরে ১৮২৭ সালে, অর্থাৎ ৫ বছর লেগে গিয়েছিল হজ পালন শেষে ফিরতে। এই কাফেলায় অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ আর সৌদি আরব থেকে ফিরে আসেননি। এরপর সময় পাল্টেছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যাতায়াত সুগম হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে এক সময় বাংলা থেকে ট্রেনে চেপে বোম্বে, অধুনা মুম্বাই যেতে হতো। সেখান থেকে জাহাজে করে পবিত্র হজের উদ্দেশ্যে হাজিরা সৌদি আরব যেতেন। অনেকে এই ট্রেনের কারণে জাহাজ মিসও করতেন। তাঁরা বিফল মনোরথ হয়ে বোম্বে থেকে আবার বাড়ি ফিরতেন। এই ছিল ব্যবস্থা।

এখন তো অনেক সহজ হয়ে গেছে সব কিছু। ঢাকা থেকে প্লেনে চেপে বসলে ছয় ঘণ্টায় জেদ্দা। তারপর আনুষ্ঠানিকতা সেরে আল্লার ঘরের কাছে পৌঁছাতে সময় লাগে না তেমন একটা। কিন্তু আসল কথা হলো সময়ের সাথে সাথে সামর্থ্যও কি কমলো বা কমছে আমাদের? হজে যাওয়ার জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে গেলে খরচ কিছুটা কমে, এমনটাই দস্তুর। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এ জন্য নানা ধরনের প্যাকেজ আছে। সামর্থ্যবানদের নিয়ে কথা নেই। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষ, যারা শেষ ইচ্ছা হিসেবে বৃদ্ধ বয়সে হজ পালনে যান তাঁদের কী হবে? ২০১৫ সালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দুটি প্যাকেজ ছিল। একটির খরচ ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৪৫ টাকা; অন্যটি ২ লাখ ৯৬ হাজার ২০৬ টাকা। আট

মক্কা ও মদিনা—এই দুই শহরে ইতিমধ্যে যে পরিমাণ পাঁচ তারকা হোটেল হয়েছে তাতে বোঝাই যায়, আস্তে আস্তে বিষয়গুলো অতি সম্পন্নদের জন্যই সীমিত হতে চলেছে। আর সে কারণে আমাদের মতো দেশগুলোতে নিবন্ধনের সংখ্যা হয়তো দিন দিন আরও কমবে।

বছরের ব্যবধানে এসে ২০২৩ সালে সর্বনিম্ন খরচ দাঁড়ায় ৬ লাখ ৮৩ হাজার ১৫ টাকা। অর্থাৎ প্রায় আড়াই গুণ বেশি। এ বছর অবশ্য সরকার এক লাখ টাকার কিছু বেশি খরচ কমিয়েছে। কিন্তু সেটা কি খুব কমানো হলো?

সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর। আর এই দুটি শহরই হচ্ছে সৌদি আরবে। খেলাটা আসলে সেখানে। তামাম মুসলমানদের কাছে পবিত্র হলেও এর নিয়মকানুন ঠিক করে সৌদি রাজ পরিবার। পবিত্র হজ ও ওমরাহ থেকে সৌদি আরবের বছরে আয় ২০ বিলিয়ন ডলার। আপনি কি জানেন, এই আয় তেলের পর তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়। মক্কা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির হিসাব মতে বেসরকারি খাতের মোট আয়ের ২৫–৩০ শতাংশ আসে মক্কা ও মদিনা– এই দুই শহরের পূণ্যার্থীদের কাছ থেকে।

মনে রাখতে হবে, যেদিন থেকে মোহাম্মদ বিন সালমান (যিনি এমবিএস নামে বেশি পরিচিত) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, সে দিন থেকে তিনি সৌদি আরবকে আমূল পাল্টে দেওয়ার কাজ শুরু করেন। জ্বালানি তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এসে দেশের অর্থনীতির গতিমুখ অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছেন তিনি। আর এর প্রধান হাতিয়ার হলো পর্যটন। দুবাইসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ/ শহর এ শিক্ষা দিয়েছে যে, পর্যটন থেকে মরুভূমিতেও মরুদ্যান তৈরি সম্ভব। এর প্রথম কাজ হিসেবে সৌদি এয়ারলাইন্স ও বিমানবন্দরগুলোকে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে। সেখানে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে সৌদি সরকার ভবিষ্যতের আশায়। কারণ পশ্চিম ও দূর প্রাচ্যের মধ্যে সংযোগ সাধনে মধ্যপ্রাচ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণ করে দিয়েছে দুবাই, শারজাহ, দোহা, কুয়েত সিটির মতো শহরগুলো। এখন এ কাজে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে চলেছে সৌদি শহরগুলো।

সৌদি আরবে পর্যটনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে মক্কা ও মদিনা, অর্থাৎ পবিত্র হজ ও ওমরাহ, এটা এমবিএসের চেয়ে ভালো কেউ জানেন না। এ কারণে হজের সময় যাতে বেশি পূণ্যার্থী নিরাপদে ও কম কষ্টে পবিত্র কাবা শরিফ তাওয়াফ ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করছে সৌদি সরকার। পাশাপাশি মক্কা ও মদিনার মধ্যে অতি দ্রুতগামী ট্রেন চালু করা হয়েছে। ২৭৬ মাইল এই রেললাইন তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ছয় শ কোটি ডলার। জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের পরিসর বাড়ানো হচ্ছে। এটা শেষ হলে বছরে ৮ কোটি লোক এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। এসবেরেই লক্ষ্যই হলো পূণ্যার্থীরা যেন তাঁদের সব ধর্মীয় আচার পালন করে দ্রুততম সময়ে দেশে ফিরতে পারেন। আর ফিরতে পারলে আরও লোক যেতে পারবে।

ধর্মীয় পর্যটনের ব্যাপারে এমবিএসের মূল লক্ষ্যই হলো পবিত্র ওমরাহ। হজের সময়টা বাদ দিয়ে সারা বছর ওমরাহ পালন করতে পারেন মুসলমানেরা। এমবিএসের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ওমরাহ পালনকারীর সংখ্যা তিন কোটিতে নিয়ে যাওয়া। এই সংখ্যা যত বাড়বে সৌদি এয়ারলাইন্স থেকে শুরু করে সব ব্যবসার পরিমাণ ততই ফুলে ফেঁপে উঠবে। সারা বিশ্বে প্রায় দু শ কোটি মানুষ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এটা দিন দিন বাড়বে। ফলে ওমরাহ পালনকারীর সংখ্যাও বাড়বে। এজন্য নুসুক নামে একটি অ্যাপও চালু করা হয়েছে। যেখানে নিবন্ধন করে যেকোনো মুসলমান ওমরাহ পালনে যেতে পারবেন।

মক্কা ও মদিনা—এই দুই শহরে ইতিমধ্যে যে পরিমাণ পাঁচ তারকা হোটেল হয়েছে তাতে বোঝাই যায়, আস্তে আস্তে বিষয়গুলো অতি সম্পন্নদের জন্যই সীমিত হতে চলেছে। আর সে কারণে আমাদের মতো দেশগুলোতে নিবন্ধনের সংখ্যা হয়তো দিন দিন আরও কমবে। সময় বাড়িয়েও তখন লাভ হবে না। নজরুলের মতো হয়তো অনেককে বলতে হবে, 'আমি হজে যেতে পাইনি বলে কেঁদেছিলাম রাতে।/ তাই হজরত এসে স্বপ্নে মাগো ধরেছিলেন হাতে।'

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

বন্দী বলেই আমরা সব সত্য বলতে পারি না

এইচ বি রিতা

স্বাধীন- শব্দটার অর্থ ব্যাপক বিস্তৃত কিছু। স্বাধীন মানেই তো পরের অধীন নয় এমন কিছু। এই স্বাধীন এর সংজ্ঞায় নারী পুরুষ কেউ-ই উপযুক্ত নয়। আমরা কেউ স্বাধীন নই, না নিজের কাছে, না পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে। যখন আমরা সব কথা প্রকাশ করতে পারি না, যখন আমরা সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি না, যখন আমরা নিজের সব ভুল প্রকাশ্যে বলতে পারি না, নিজের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলতে পারি না, তখন আমরা পরাধীন। স্বাধীনতা-ভাবনার সাথে লালিত একটি শব্দ বলে মনে হয় আমার কাছে। আমরা মুক্ত হওয়ার ধারণাটি পছন্দ করি। আমরা মুক্ত হওয়ার চিন্তায় ক্ষুব্ধ হতে পছন্দ করি। এই মুক্ত হওয়াটা প্রায়শই আমাদের কাছে একটি মেরুতা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়: একদিকে স্বাধীন মতপ্রকাশ, স্বাধীন পছন্দ এবং গণতন্ত্র - এবং অন্যদিকে দমন, কঠিন সংকল্প, এবং স্বৈরাচার। পরের অধ্যায়ে যাবার আগে আমাদের পূর্বের অধ্যায় রক্ষা করতে হয়, যা করতে আমরা আজীবন ব্যর্থ।

স্বাধীন শব্দের অর্থ কেবল বলতে জানা বা প্রকাশ করতে জানা নয়, এর অর্থ 'করে দেখানো, হয়ে দেখানো'। স্বাধীন শব্দের বিপরীত শব্দ হলো বন্দীত্ব, দাসত্ব, কারাবরণ-এবং আমরা মানুষেরা 'স্বাধীন' না হয়ে বরং এসবের মধ্যেই আমাদের সম্পূর্ণ একটা জীবন কাটিয়ে দিই।

যখন আমরা কোথাও খুব শক্তভাবে আটকা পড়ে যাই, কোনো কিছুতে আবদ্ধ থাকার শর্তে চলে যাই, তখন সেটাই বন্দিত্ব। যেমন, চিড়িয়াখানায় রাখা প্রাণীরা বন্দী। আপনি যখন একটি ফায়ারফ্লাইকে ধরে একটি বয়ামে রাখেন, যতক্ষণ না আপনি তাকে ছেড়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার জীবন বন্দী। বন্দিত্ব মূলত আমাদের মধ্যে ভয়ের একটি স্বায়ত্তশাসন অনুভূতি জাগায় এবং দীর্ঘমেয়াদী বন্দিত্বের ক্ষেত্রে, আমরা কখনো নিজের মতো করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলি। বন্দিত্ব একটি কঠিন মানব অভিজ্ঞতা। একবার যখন আমরা বন্দী হয়ে যাই, তখন আমরা অন্যের ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টার ক্রিয়াকলাপে দাসত্ব করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।

আমরা কি সব কথা বলতে পারি? পারি না। এই যেমন, আপনি ভয়ানক একটি দাম্পত্ত সম্পর্কে জড়িত যেখানে আপনি সুখী নন এবং প্রতিনিয়ত আপনাকে লড়াই করতে হয় সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে। ধরুন, আপনি গোজামিলে সংসার টানছেন লোকলজ্জার ভয়ে, আপনার হয়তো পাশের মানুষটির সাথে কোনো সম্পর্কই নেই কেবল চুক্তি-শর্তের কারণে লোক দেখানো সম্পর্ক ধরে রেখেছেন, কিংবা ধরুন, আপনার সন্তান বিপথে আছে যাকে নিয়ে আপনি প্রতিদিন লড়াই করছেন-এসব কথা কি বলা যায়? সব কথা কি প্রকাশ করা যায়? যায় না। আমরা এখানেও বন্দী।

ধরুন, আপনার পরিবারের কেউ আপনার প্রতি অন্যায় করছে, আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা করছে। আপনাকে আঘাত করছে ব্যবহার করছে। আপনি কি পারছেন তার নামে প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলতে? কিংবা পুলিশে দিতে? পারছেন না। আপনি প্রতিবাদ করতে পারছেন না। এখানেও আমরা বন্দী।

ধরুন, আপনি নিজের কাছে কিছু কাজের জন্য অপরাধী, হয়তো আপনি এমন কিছু ভুল করেছেন যা ক্ষমাযোগ্য নয় বা লজ্জাকর। হয়তো আপনি অন্যের প্রতি এমন কিছু করেছেন যা অমানবিক ও অনৈতিক। আপনি কি সেগুলি জনসম্মুখে তোলে ধরতে পারছেন? পারছেন না। আমরা এখানেও বন্দী।

ধরুন, আপনি নিজ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের এমন কিছুতে বিচলিত বা এমন কিছু তাদের দ্বারা করা হচ্ছে যা আপনার ব্যক্তি ও মৌলিক অধিকারকে খর্ব করছে। আপনি কি লড়তে পারছেন নিজের অধিকারের পক্ষে? আওয়াজ তুলতে পারছেন পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে? পারছেন না। আমরা এখানেও বন্দী।

আসলে আমাদের জীবনে এমন কিছু পরিস্থিতি থাকে যেখানে সত্য বলা কঠিন হয়ে উঠে। সব সত্য বলতে গেলে সাহসের দরকার হয় যা সবার থাকে না। তাছাড়া, আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে ব্যক্তিগত সব কথা প্রকাশ করতে গেলে আমাদেরকে পরিবার ও সমাজের মুখে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয়, লজ্জায় পড়তে হয় এবং প্রায়শই বিপদে পড়তে হয়। আমরা অনেক সময় সত্য কথা বলি না কারণ আমরা অন্যকে আঘাত করতে চাই না বা বিপদে ফেলতে চাই না। আমরা সব সত্য বলি না কারণ আমরা সত্য সম্পর্কে লজ্জাবোধ করি। এমন কিছু কথা আছে যা বলতে গেলে আমাদের নিজেদের কিছু অংশ উন্মোচন হয়ে যাবে যা গোপনীয় এবং লজ্জাজনক বা ভীতিকর। আমরা সব সত্য কথা বলি না কারণ সত্য বলার ফলে কী হবে তা নিয়ে আমাদের ভয় থাকে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজের কাছে সত্য বলার কল্পিত ফলাফলের কারণে অনেক সময় আমরা সত্যকে লুকিয়ে রাখি কিংবা এড়িয়ে যাই।

আর এই সত্যকে লুকিয়ে রেখেই আমরা বন্দিত্বের সাথে বাস করতে শুরু করি এবং আমরা একটা সময় অভ্যস্ত হয়ে যাই। কিন্তু ক্ষতি যা ঘটে, তা অন্য কারো নয় বরং তা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের। আমরা কেন বন্দী থাকি? কারণ মুক্ত হতে আমাদের ভয়। আমাদের মনের বিরুদ্ধে ভয়, আমাদের জীবনিশক্তির বিরুদ্ধে ভয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে ভয়, পরিবার-সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস, রাজনীতি, রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ভয়।

এই ভয় কোথা থেকে আসে? "ভয় আমাদের বেঁচে থাকার একটি প্রতিক্রিয়া"-বলেছেন নর্থওয়েস্টার্ন মেডিসিন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট জাচারি সিকোরা। ভয় আমাদের মনের অনুভূতি কিন্তু এটি আমাদের শরীরে একটি শক্তিশালী শারীরিক প্রতিক্রিয়া ট্রিগার করে। ভয় আসা মানেই আমাদের অ্যামিগডালা কাজ করতে শুরু করে। এটি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে সতর্ক করে, যা আমাদের শরীরের ভয়ের প্রতিক্রিয়াকে গতিশীল করে। তখন কর্টিসল এবং অ্যাড্রেনালিনের মতো স্ট্রেস হরমোন নিঃসৃত হয়। আমাদের রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন বাড়তে থাকে। আমরা দ্রুত শ্বাস নিতে শুরু করি, এমনকি আমাদের রক্তের প্রবাহও পরিবর্তিত হয়। রক্ত আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের লিম্বস-এ প্রবাহিত হয়, যা আমাদেরকে দৌঁড়ুতে উত্তেজিত করে তোলে। আর তখন আমাদের শরীর 'ফাইট অর ফ্লাইট' এর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। ফাইট অর ফ্লাইট-প্রতিক্রিয়া হল একটি ঘটনার স্বয়ংক্রিয় শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া যা চাপ বা ভীতিজনক হিসাবে বিবেচিত হয়। হুমকির উপলব্ধি আমাদের সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে এবং একটি তীব্র চাপের প্রতিক্রিয়া ট্রিগার করে যা শরীরকে এই ভয়ের সাথে লড়াই করতে বা পালিয়ে যেতে প্রস্তুত করে। অর্থাৎ এটি শরীরকে শক্তির বিস্ফোরণ প্রদান করে যাতে এটি অনুভূত বিপদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

মনোবিজ্ঞান বলে, ভয় হল একটি প্রাথমিক আবেগ যা একটি সর্বজনীন জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এবং একটি উচ্চ স্বতন্ত্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত। ভয় আমাদের বিপদের উপস্থিতি বা ক্ষতির হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করে, সেই বিপদ শারীরিক বা মানসিক হোক না কেন। কখনও কখনও ভয় প্রকৃত হুমকি থেকে উদ্ভূত হয়, আবার কখনো কল্পনা করা বিপদ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। যদিও ভয় কিছু পরিস্থিতিতে একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, তবে এটি চরম বা প্রকৃত হুমকির অনুপাতের বাইরে চলে গেলে, যন্ত্রণা এবং ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ভয় কিছু মানসিক স্বাস্থ্য অবস্থার উপসর্গও হতে পারে, যার মধ্যে প্যানিক ডিসঅর্ডার, সামাজিক উদ্বেগজনিত ব্যাধি, ফোবিয়াস এবং পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার জড়িত। মনোবিজ্ঞানের মতে, ভয় হুমকির দুটি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত: জৈব রাসায়নিক এবং মানসিক।

মূলত আমাদের সবার ভেতরেই একটি মানসিক দাসত্ব আছে, যা নিজের দ্বারা তৈরি হয়। সহজ কথায়, যখন আমাদের মন আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমরা সম্পূর্ণ অসহায় ও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ি, কী করবো সে সম্পর্কে বুঝতে পারি না, সেটাই মানসিক দাসত্ব। যখন আমাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাভাবনাগুলো আমাদের যুক্তি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, ধারণা, মৌলিক মূল্যবোধ, নীতি এবং নৈতিকতাকে পরাভূত করে এবং আমাদেরকে এমন কিছু করতে বাধ্য করে যা আমরা করতে চাই না, তখন এটি মানসিক দাসত্ব হিসাবে পরিচিত। নিজের মনের স্বেচ্ছাচারীতা মেনে নিয়ে আমরা অনেক সময় দাস হই নিজের মনের কাছে।

যাই হোক, ভয় নিয়েই বেশির ভাগ মানুষ আমরা পুরো একটা জীবন কারাগারে কাটিয়ে দিই - শারীরিকভাবে নয়, সেটা মানসিকভাবে। এটি আমাদের নিজস্ব সৃষ্টির একটি কারাগার, যেখানে আমরা বন্দী থাকতে মেনে নিয়েছি। এই কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় আমাদের আছে। আমাদের যা করতে হবে তা হল, সামনের দিকে তাকাতে হবে এবং একজন স্ব-নির্মিত উদ্যোক্তা হয়ে উঠে আমাদের যা করার, তা করতে হবে। আমরা যা করতে চেয়েছিলাম, সবসময় যা হতে চেয়েছিলেন সেই ব্যক্তি, সেই দৃষ্টি, সেই স্বপ্ন—পুনরুদ্ধার করতে পারলে এটাই আমাদেরকে মুক্ত করবে।

প্রশ্ন হলো, মানসিক এই শক্তি ক'জনের আছে? আমরা নিজের কাছে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে এতোটাই দায়বদ্ধ, এতোটাই আবদ্ধ যে, পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে আমাদের মানসিক শক্তিও কখনো কখনো তাদের কাছে বন্দী হয়ে যায়; ঠিক কারাগারে বন্দী কয়েদির মতো। তবু সকল বাধা বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। নিজের কাছে নিজেকে স্বাধীন করতে হবে। জীবন একটাই, এই এক জীবনে আমাদের নিজেকে, নিজের চাহিদাগুলোকে, ইচ্ছা ও স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করার, উপভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

শুভ উদ্বোধন
Khalil Biryani House
حلال
Halal
GRAND OPENING
JACKSON HEIGHTS BRANCH
21ST FEB. 2024
6PM
74-10 Broadway
Jackson Heights
NY 11373
929. 328.0680
All Are Invited
www.KHALILSFOOD.com

মডেল মসজিদ-মন্দির আছে, মডেল লাইব্রেরি নেই

ইমরান ইমন

ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার মাস, বইমেলার মাস। ফেব্রুয়ারিজুড়ে চলে আমাদের প্রাণের বইমেলার কর্মযজ্ঞ। আবার এ মাসেই আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির দ্বার উন্মোচিত হয়। এ দিনটিকেই জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করা, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা করেন। ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ বছর জাতির গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য 'গ্রন্থাগারে বই পড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি'।

জ্ঞানের আধার হলো বই, আর বইয়ের আবাসস্থল হলো গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। একটি জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গঠনে গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরির ভূমিকা অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকেই পুঁথি সংরক্ষণের প্রথা ছিল। এসব পুঁথি লেখা হতো তালপাতায়, গাছের বাকলে, পশুর চামড়ায়, আবার কখনো পাথরে ও টেরাকোটা পদ্ধতিতে। সাধারণত এই পুঁথিগুলো সংরক্ষণ করা হতো বিভিন্ন ধর্মগৃহে বা বিহারে অথবা উপসনালয়ে। তবে বিশ্বের প্রথম লাইব্রেরির ধারণা শুরু করা হয়েছিল প্রাচীন মিসরে। তখন উপাসনার পাশাপাশি তাত্ত্বিক আলোচনা বা জ্ঞান প্রসারের জন্য পুরোহিতদের নিজেদের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস বা তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সে থেকে মিসরের এক মন্দিরে শুরু এই লাইব্রেরি। সভ্যতার ক্রমশ অগ্রসর হওয়ার পথে মানুষ তার সৃষ্টিশৈলিকে সংরক্ষণ করা শুরু করল। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাকের বাগদাদ, দামেস্ক, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া উপমহাদেশের তক্ষশীলা ও নালন্দায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেছিল।

আব্বাসীয় ও উমাইয়া শাসনামলে 'দারুল হকিমা' নামক গ্রন্থাগার ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে। সমকালীন মিশরের 'বাইতুল হিকমা'ও অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছে। যুগে যুগে গ্রন্থাগারগুলো গড়ে উঠেছিল রাজদরবার ও ধর্মীয় উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে।

পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে প্রথমেই আসে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে'র নাম। আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত এই লাইব্রেরিতে রয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ বইয়ের এক বিশাল সমাহার। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামও পৃথিবীর বিখ্যাত লাইব্রেরির মধ্যে অন্যতম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বডলিন লাইব্রেরি'তে রয়েছে ১ কোটিরও বেশি গ্রন্থ।

এছাড়া পৃথিবীর প্রাচীনতম লাইব্রেরির মধ্যে রয়েছে 'ভ্যাটিকান লাইব্রেরি'। এ ছাড়াও ফ্রান্সের বিবলিওথিক লাইব্রেরি, মস্কোর লেনিন লাইব্রেরি ও কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি উল্লেখযোগ্য। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিও পৃথিবীর প্রাচীন লাইব্রেরির মধ্যে অন্যতম। যেটি একসময় পৃথিবীর সপ্তাচার্যের মধ্যেও ছিল।

লাইব্রেরির বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার অন্যতম। জাতীয় গ্রন্থাগার সাধারণত দেশের সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। অন্যান্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পেছনে যে সকল কারণ বিদ্যমান, এ ক্ষেত্রেও তার সবগুলো কারণ বিদ্যমান। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর এটি হয় এজন্য যে, জাতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাগার অন্য আর দশটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জাতীয় গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সংগ্রহের পরিধি জাতীয় ভিত্তিক, গুরুত্ব আন্তর্জাতিক এবং দেশ ও জাতি সম্পর্কে দেশী-বিদেশী সকল প্রকাশনা সংগ্রহ করে জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭২ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ৫ লাখেরও অধিক বইয়ের সংগ্রহশালা রয়েছে। এ ছাড়াও ১৯৫১ সাল থেকে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং আঞ্চলিকসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালা রয়েছে এ গ্রন্থাগারে।

২০১৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর দেশব্যাপী জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য দেশের মানুষকে, বর্তমান প্রজন্মকে বইপড়ায়, জ্ঞানচর্চায়, মুক্তচিন্তার চর্চায় কতটুকু উদ্বুদ্ধ করতে পারছে; সার্বিকভাবে এ দিবস কতটুকু ফলপ্রসূ—সে প্রশ্ন না উঠে পারে না। দেশের বেশিরভাগ মানুষই এ দিবস সম্পর্কে অবগত নন। এ দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী সে সম্পর্কে দেশের মানুষ এখনও জানেন না।

দেশের বর্তমান প্রজন্মের মাঝে দিনদিন বইবিমুখতা বেড়েই চলছে।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও নেই বইপড়ার চর্চা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা। নেই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কার্যকর কোনো উদ্যোগ বা পদক্ষেপ। শুধু গাইড মুখস্থ নির্ভর আর সরকারি আমলা হওয়ার প্রতিযোগিতায় বিভোর হয়ে আছে প্রজন্ম।

জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গঠন ব্যতিত আমাদের পরিপূর্ণ মুক্তি বা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। বইবিমুখ সৃজনশীলতা বিবর্জিত একটা প্রজন্ম গড়ে উঠছে। এমন প্রজন্ম পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবার জন্যই অকল্যাণকর। যা অবশেষে সবার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বই ছেড়ে আমাদের তরুণ প্রজন্ম এখন নানা অকাজ কুকাজে লিপ্ত। অথচ বিপুল সংখ্যক এ প্রজন্ম নিয়ে যেন ভাবার কেউ নেই! তরুণ প্রজন্মই দেশ ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ। তরুণ প্রজন্মের সঠিক পরিচর্যা ও তাদের বেড়ে ওঠার ওপর নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যত কেমন হবে।

গ্রন্থাগার আমাদের আলোর পথের নীরব পথপ্রদর্শক। সমৃদ্ধ জাতি গঠনে গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরির বিকল্প নেই। শূন্যতায় হাহাকার করা গ্রন্থাগারগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় আমাদের জ্ঞানচর্চার, মুক্তচিন্তার দৈন্যদশা। জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আলোকিত প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পুরোনো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করে গ্রন্থাগারগুলোকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করতে হবে। প্রজন্মকে বইপড়ায় জ্ঞানচর্চায় মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত করতে হবে এবং তার জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিটি জেলায় একটি মডেল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশে অবকাঠামোগত অনেক ঈর্ষনীয় উন্নয়ন হয়েছে, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটেছে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি ও মননশীলতার কি সে ধরনের কোনো উন্নয়ন হয়েছে? ওভাবে হয়ে ওঠেনি বলেই আমাদের আজ এই করুণ দশা। অথচ সাংস্কৃতিক জাগরণ ও মননশীলতার উন্নয়ন ব্যতীত জাতির সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়।

স্বাধীনতার দীর্ঘ ৫৩ বছরে দেশে অনেক মডেল মসজিদ-মন্দির স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু একটিও কি মডেল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? অথচ এই লাইব্রেরী আমাদের বাতিঘর। আমরা আমাদের বাতিঘরকে হারাতে বসেছি বিধায় আমাদের আজ এই করুণ দশা। আমাদের সমৃদ্ধির পথে এগোতে হলে, একটি সৃজনশীল প্রজন্ম ও মননশীল জাতি গড়ে তুলতে হলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশাপাশি এর কার্যকারিতায় আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

মিয়ানমারের পটপরিবর্তন কি আসন্ন

এ কে এম শামসুদ্দিন

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির সরকারের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয় মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। বর্তমানে সশস্ত্র বিদ্রোহী দলগুলোর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পড়ে তারা নাস্তানাবুদ হচ্ছে। জান্তা বাহিনী সীমান্ত শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে গিয়ে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে টিকে থাকতে পারছে না। বিদ্রোহী দলগুলো একের পর এক শহর দখল করে নিচ্ছে। তাদের এই অভিযানে সে দেশের তরুণেরাও অংশগ্রহণ করছে।

কাচিন, কারেন, চিন ও রাখাইনদের পাশাপাশি সু চির সমর্থক বামারদের একাংশ সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হয়েছে। মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিদ্রোহী সশস্ত্র দলগুলো হলো—তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি বা টিএনএলএ, মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি বা এমএনডিএএ এবং আরাকান আর্মি বা এএ। এই তিন সংগঠনই পৃথক জাতিসত্তার আঞ্চলিক সশস্ত্র সংগঠন। এই সংগঠনগুলো মিলেই 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' গড়ে তুলেছে। ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের মধ্যে প্রথম দুটি মিয়ানমার-চীন সীমান্তে সক্রিয়। এদের অবস্থান তাং ও ককং জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে। এএ বা আরাকান আর্মি বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন আরাকানের রাখাইন অঞ্চলে সরকারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা জারি রেখেছে।

এই মুহূর্তে মিয়ানমারের বেশ কিছু অঞ্চলে সম্মিলিত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে জান্তা বাহিনীর ব্যাপক যুদ্ধ চলছে। গত বছরের ২৭ অক্টোবর বৃহত্তর সশস্ত্র এই তিন দল সমন্বিতভাবে জান্তা সামরিক বাহিনীর ওপর সম্মিলিত আক্রমণের সূচনা করে। তার পর থেকেই তারা একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে চলেছে।

সর্বশেষ খবর হলো, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর হাত থেকে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এবং ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর পালতোয়া দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর একটি আরাকান আর্মি। পালতোয়া চিন রাজ্যে অবস্থিত। সমগ্র পালেতোয়া এলাকায় অবস্থিত সামরিক বাহিনীর সব ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে বলে আরাকান আর্মি দাবি করেছে। গত অক্টোবরে সম্মিলিত আক্রমণ সূচনার পর কয়েক ডজনেরও বেশি শহর দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহী জোট। এর মধ্যে মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর কয়েক শ সামরিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ আউটপোস্ট অন্তর্ভুক্ত আছে।

এ বছরের জানুয়ারির শুরুর দিকে চীন সীমান্তের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শহর লুয়াক্কাই দখল করে নেয় সশস্ত্র ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের যোদ্ধারা। সেই যুদ্ধে জান্তা বাহিনীর ২ হাজারেরও বেশি সেনাসদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উইলসন সেন্টার'-এর এক বিশ্লেষক খবরটি নিশ্চিত করে জানান, আত্মসমর্পণ করার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদের ছয়জন কর্মকর্তাকে সামরিক আদালতে সাজা দেওয়া হয়েছে। শাস্তি হিসেবে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড, নাকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে জান্তা বাহিনী এমন খবর নাকচ করে দিয়েছে। গত বছরের ২৭ অক্টোবরের অভিযানের পর এযাবৎ ৪ হাজারেরও বেশি সেনাসদস্য পালিয়ে গেছেন অথবা আত্মসমর্পণ করার তথ্য জানা গেছে।

২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর মোট ১৪ হাজার সেনাসদস্য বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে টিকতে না পেরে এত অধিকসংখ্যক সেনাসদস্যসহ অপারেশনাল কমান্ডারদের আত্মসমর্পণ মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। সশস্ত্র বিদ্রোহীদের কাছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের একের পর এক পরাজয়ের ঘটনা সাধারণ সৈনিকদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সামরিক বাহিনীর সব স্তরের সদস্যদের মনোবল চাঙা রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সৈনিকদের মনোবল যদি একবার ভেঙে যায়, তাহলে সেই সব সেনাসদস্য নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যেকোনো কমান্ডারের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

সশস্ত্র বিদ্রোহী দলগুলোর এই সমন্বিত আক্রমণের পেছনে চীনের ভূমিকা নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে। অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, চীনের সবুজ সংকেত পেয়েই ২৭ অক্টোবর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তাকে চীন যেমন নিরন্তর সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, তেমনি আঞ্চলিক সশস্ত্র দলগুলোর সঙ্গে তারা সদ্ভাব বজায় রেখেছে। এসব দলের অস্ত্রশস্ত্রের প্রধান উৎস হলো চীন। তবে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত কারেন ও চিন রাজ্যের সশস্ত্র দলগুলোর বিষয় ব্যতিক্রম ছিল। এসব অঞ্চলে পশ্চিমা বেসরকারি সহযোগিতার হার বেশি। ২০২১ সালে ক্ষমতা হারানোর পর অং সান সু চির দল পিডিএফ ২০২২ সাল থেকে যখন সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তখন তারা পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর অনেক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের চার্চ সমাজের যোগাযোগ আছে। এ ছাড়া পশ্চিমা সুশীল সমাজের নানা সংগঠন মিয়ানমারের এসব অঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে মানবিক সহায়তা করে থাকে। বিগত কয়েক বছরে মিয়ানমারের রাজনীতিমনস্ক তরুণসমাজের সঙ্গে পশ্চিমাদের সম্পর্ক আরও বেশি গভীর হয়েছে। ওই একই তরুণসমাজের মধ্যে চীনের বিষয়ে সন্দেহ ও অনাস্থা বেড়েছে কয়েক গুণ। পশ্চিমাদের এরূপ সম্পৃক্ততা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা দেখে চীনকে নতুন করে পরিকল্পনা আঁটতে হয়। পশ্চিমাদের প্রভাব থেকে সরিয়ে আনতে চীন সশস্ত্র বিদ্রোহী দলগুলোর দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। চীনের এমন সহযোগিতার মনোভাব পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স গত ২৭ অক্টোবর মিয়ানমার জান্তার বিরুদ্ধে সমন্বিত সামরিক অভিযান শুরু করে।

সশস্ত্র বিদ্রোহীরাও পশ্চিমাদের সহযোগিতার জন্য বসে নেই। এ জন্য পশ্চিমাদের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপকে দায়ী করা হয়। মিয়ানমার সামরিক জান্তার অভ্যুত্থানের পরে প্রতিরোধযুদ্ধে যখন ধীরে ধীরে গতি বাড়ছিল, তখন বিদ্রোহীদের প্রচুর অস্ত্রের দরকার ছিল। তারা আশা করেছিল, থাইল্যান্ডের মাধ্যমে ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর ন্যায় বিদ্রোহী দলগুলোকে অস্ত্র পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। জান্তাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণনৃশংসতার স্পষ্ট ও চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসহ পশ্চিমা দেশগুলো জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের 'বার্মা অ্যাক্ট' আক্ষরিক অর্থে কোনো কাজেই আসেনি। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিসরে জান্তাবিরোধী মিয়ানমার জাতীয় ঐক্য সরকার বা এনইউজির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর যে ভূমিকা পালন করার কথা ছিল, তা করতেও ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বিদ্রোহীরা পশ্চিমাদের সাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়েছে। চীন এই সুযোগই কাজে লাগিয়েছে। তারা আগের মতো এখনো মিয়ানমারের পরিস্থিতির ওপর প্রবলভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে চলেছে। চীন তাদের এই নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। এ মুহূর্তে উভয় পক্ষের সঙ্গে ভারসাম্য সম্পর্ক বজায় রাখার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধের এই পরিস্থিতির মধ্যে সম্প্রতি চীন উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির ব্যবস্থা করে। যদিও এই চুক্তি বেশি দিন টেকেনি। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও জান্তা বাহিনী আকাশ ও স্থল হামলা অব্যাহত রাখলে চুক্তি ভেঙে যায়। তবে পরিস্থিতি যেদিকেই মোড় নিক, নিজস্ব স্বার্থ সুরক্ষার জন্য চীন যেকোনো মূল্যে মিয়ানমারকে নিজ বলয়ের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহী দলের কাছে সামরিক জান্তার উপর্যুপরি মার খাওয়ার ফলে সে দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে। যখন কোনো জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন সেই অপশক্তির পরাজয় অনিবার্য। এ কথার প্রতিধ্বনি যেন শোনা যায় মিয়ানমারের চলমান সংকট নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে অনলাইনে যুক্ত হয়ে দেওয়া মিয়ানমার জাতীয় এনইউজির প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ও মুখপাত্র কিউ জর মুখে। তিনি বলেছেন, 'সামরিক জান্তাকে হটাতে মিয়ানমারের ইতিহাসে এই প্রথম জনগণ এত প্রবলভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তিন বছর আগেও মনে করা হয়েছিল, শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা যাবে না। এখন প্রমাণিত হয়েছে, মিয়ানমারের জনগণ বর্বর এই সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিতে সামর্থ্য রাখে। জনগণ যখন একবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তখন সেনাশাসকদের না হটিয়ে ঘরে ফিরে যাবে না।' কিউ জর বক্তব্যে যে শক্তির আভাস পাওয়া যায়, তাতে জান্তা সরকার এখনই সরে যাবে তা নয়। তবে মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ কথা বলা যায়, জান্তা সরকার আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তবে এ সময় বিদ্রোহী দলগুলোর সঙ্গে চীনের যদি বিশেষ কোনো বোঝাপড়া হয়, তাহলে মিয়ানমারের চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টেও যেতে পারে। তবে এমন কিছু হয় কি না, তা দেখার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন
আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী
নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law
গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং
এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬
ইমিগ্রেশন
পলিটিক্যাল এসাইলাম
বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)
IMMIGRATION
স্টুডেন্ট ভিসা
ডিপোর্টেশন কেইসেস
ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার
Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ ট্যাক্সি সোসাইটি অফ ফিলাডেলফিয়া

আরিফ ইসলাম

পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া শহরে সব থেকে বড় বাংলাদেশি সংগঠন বাংলাদেশ ট্যাক্সি সোসাইটি অফ ফিলাডেলফিয়া। সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয় ২০07 সালে। পরিশ্রমী পেশাজীবীদের এ সংগঠনটি বর্তমানে আমেরিকায় অন্যতম একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সংগঠনটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫০০ জনের বেশি। বাংলাদেশ ট্যাক্সি সোসাইটি অফ ফিলাডেলফিয়ার নিজস্ব একটি বাড়ি রয়েছে। প্রতি সদস্য মাসে ১০ ডলার করে চাঁদা দিয়ে থাকেন। সদস্যদের মাসিক চাঁদায় ব্যাংকে বর্তমানে সংরক্ষিত আছে ২ লাখ ৩০ হাজার ডলারের কাছাকাছি।

বিটিএসপির সদস্য এবং কমিউনিটির প্রিয়ভাজন ফয়সল আহমেদ সোহেল গত বছর বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যুকালীন অনুদানের একটি অংশের অর্থ মরহুমের মেয়ে সোমাইয়া এফ বেগম এবং ছেলে আদনান ইউ আহমেদের কাছে গত ২৮ জানুয়ারি হস্তান্তর অনুদানের বাকী অর্থ শীঘ্রই বাংলাদেশে মরহুমের পরিবারের কাছে পৌঁছানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যাক্সি সোসাইটি অফ ফিলাডেলফিয়ার সংবিধান অনুযায়ী কোন সদস্যের মৃত্যু হলে সাথে সাথেই সংগঠনের তহবিল থেকে তিন হাজার ডলার এবং প্রত্যেকটি সক্রিয় সদস্যকে একশত ডলার করে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে দেয়ার বিধান রয়েছে।

সংগঠনের ৪৩৩ জন সদস্যের প্রত্যেকেই একশত ডলার করে পরিশোধ করেছেন। সর্বমোট ৪৩,৩০০ ডলার, বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫১ লাখ ৯৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করে প্রয়াত ফয়সল আহমেদ সোহেলের পরিবারের নিকট যথাসময়ে হস্তান্তর করেছেন সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ। কোন সদস্যের বিপন্ন পরিস্থিতিতে বিটিএসপির প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব এবং আগ্রহ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রয়াত ফয়সল আহমেদ সোহেলের দেশের বাড়ি বাংলাদেশের বরিশালে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে, এক ছেলে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে প্রয়াত ফয়সল আহমেদ সোহেল সহ সর্বমোট ৭ জন বিটিএসপির সদস্য ইন্তেকাল করেছেন। এর পূর্বে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন (চট্টগ্রাম), জামাজ্জল হোসেন (রংপুর), তোজাম্মেল হক (দিনাজপুর) এবং ডাঃ মো এ এইচ তালুকদারের (ঢাকা) মৃত্যুবরণ করেন। তাদের প্রত্যেকের পরিবারকেও মৃত্যুকালীন ৪২ থেকে ৪৩ হাজার ডলার প্রদান করা হয়েছিল।এছাড়াও বর্তমানে আরও দুইজন মরহুম মোঃ ওয়াসিম শাহরিয়র পল্লব (ভেড়ামারা) যিনি বাংলাদেশ বেড়াতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (নড়াইল) যিনি দুর্বৃত্তের গুলিতে আপারডার্বী মদিনা মসজিদের পার্কিং লটে নিহত হন তাদের টাকাও সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

হবিগঞ্জে বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে মানববন্ধন ও পথসভা

তোফাজ্জল সোহেল, হবিগঞ্জ

এই শহরের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যবর্ধনের সাথে পুরাতন খোয়াই নদী একই সূত্রে গাঁথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল নদীটিকে অব্যাহতভাবে দখল করার কারণে এর শেষ চিহ্ন মুছে যেতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে ভূমি দখলদারীদের অবৈধ দখল, ভরাট ও দূষণের কারণে পুরাতন খোয়াই নদীর অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। বৃষ্টির পানির প্রধান আঁধার পুরাতন খোয়াই নদী ক্রমাগত ভরাট ও অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠার কারণে বর্তমানে অল্প বৃষ্টিপাতের ফলে বর্ষা মৌসুমে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতাসহ কৃত্রিম বন্যায় রূপ নেয়। অনেক বছর ধরে চলে আসা এসব সমস্যা দূরীকরণে কার্যকর কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত মানববন্ধন ও পথসভায় বক্তারা একথা বলেন।

ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার হবিগঞ্জ প্রেসক্লাব এর সামনে আজ ২ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) বেলা ১১ টায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

এতে অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাপা হবিগঞ্জের সভাপতি বৃন্দাবন সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ ইকরামুল ওয়াদুদ, হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক জাহান আরা খাতুন, দৈনিক হবিগঞ্জের মুখ পত্রিকার সম্পাদক হারুনুর রশিদ চৌধুরী, দৈনিক হবিগঞ্জ এক্সপ্রেস পত্রিকা সম্পাদক মোঃ ফজলুর রহমান, হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পাবেল খান চৌধুরী, শিশু সংগঠক বাদল রায়, রূপান্তর সিলেট বিভাগের ক্লাসটার সমন্বয়কারি হাসান তারেক।

খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল শুরুতে সূচনা বক্তব্যে হবিগঞ্জের পুরাতন খোয়াই নদীসহ অন্যান্য নদ-নদী ও জলাশয় গুলোর বর্তমানচিত্র তুলে ধরেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন, বাপা হবিগঞ্জের যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকী হারুন, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এর সিলেট বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন রুমি, কেন্দ্রীয় সদস্য ও খোয়াই থিয়েটার এর সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন খা, নাট্য সংগঠক বাবুল মল্লিক, সাংবাদিক আনিসুজ্জামান, পরিবেশকর্মী আব্দুল কাইয়ুম, ডা: বাহার উদ্দিন, মহিউদ্দন আহমেদ রিপন, সংস্কৃতিকর্মী বন্ধু মঙ্গল রায়, এডভোকেট শায়লা খান, জয়িতা চাঁদ সুলতানা চৌধুরী, মহিলা মেম্বার শামসুন্নাহার, মিতা রানী সাহা, গৌরাঙ্গ পাল, মো: ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ওয়াদুদ বলেন, ২০০৬ সাল থেকে বাপা এবং নাগরিক সমাজ পুরাতন খোয়াই নদীটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন করে আসছে। ২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে জেলা প্রশাসন নদী দখলমুক্ত কাজ শুরু করে। মাছুলিয়া থেকে উচ্ছেদ অভিযান সদর হাসপাতাল পর্যন্ত চলে। এই অংশে প্রায় এক কিলোমিটার নদীর উপর থেকে প্রায় ৪ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। তৎকালীন জেলা প্রশাসককে বদলি হওয়ার কারণে উচ্ছেদ অভিযান ভাটা পড়ে এবং একসময় তা বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই উচ্ছেদকৃত অংশ পুনরায় দখলের আওতায় চলে গেছে। জনমনে শঙ্কা তৈরি হয়েছে পুরাতন খোয়াই নদী দখলমুক্ত করার ব্যাপারে!

তোফাজ্জল সোহেল বলেন, এই শহরের ওয়াটার রিটেনশন পন্ড বা বারিপাত অঞ্চল হচ্ছে পুরাতন খোয়াই নদী, পুকুর, জলাশয় ও বাইপাস সড়কের খাল। পুরাতন খোয়াই নদীর অধিকাংশ সরকারি -বেসরকারি স্থাপনা ও প্রভাবশালীদের দখলে চলে গেছে। যেটুকু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে সেটুকুতেও ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। কচু গাছ, কচুরিপানায় ভরে আছে। এছাড়া পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়গুলো দখল, ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে কয়েক বছর ধরে শহর ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হচ্ছে অহরহ। ঘর বাড়িতে ঢুকছে বৃষ্টির পানি। জনগণকে ময়লা-আবর্জনা মিশ্রিত পানির সঙ্গে বসবাস করতে হচ্ছে। জলাবদ্ধতার শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে হবিগঞ্জ।

তিনি আরো বলেন, কলকারখানার মাধ্যমে এই অঞ্চলের বাতাস দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। হাওর অঞ্চলের জলজ প্রাণী, দেশি মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। সুতাং নদীসহ অন্যান্য খাল-বিলে নিক্ষিপ্ত বর্জ্য নদী এবং খালের তলদেশে স্তর পড়ে গেছে। মেঘনা হয়ে সারাদেশে বিস্তৃত হচ্ছে দূষণ।

কবি কাজী জহিরের জন্মদিন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১০ ফেব্রুয়ারি কবি কাজী জহিরুল ইসলামের ৫৭ তম জন্মদিন। ১৯৬৮ সালের এই দিনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খাগাতুয়া গ্রামে, মাতুলালয়ে, জন্মগ্রহণ করেন। কবি কাজী জহিরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৯০ এর ওপরে, এর মধ্যে কবিতাসমগ্র ১,২,৩ সহ মোট ৩৯ টি কবিতার বই। বাংলা কবিতায় তিনি ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তক। কবিতা ছাড়াও তার প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ রচনা ব্যাপকভাবে পাঠক নন্দিত। ২০২৩ সালে তিনি নিউইয়র্কস্থ শ্রী চিন্ময় সেন্টার কর্তৃক "পিস রান টর্চ বিয়ারার" অ্যাওয়ার্ডসহ দেশে বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। পুলিৎজার বিজয়ী মার্কিন কবি রে আর্মান্ট্রাউটের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ করেন তিনি, দ্বিভাষিক এই বইটি যৌথভাবে প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েজলিয়ন ইউনিভার্সিটি প্রেস ও বাংলাদেশের অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি। এ ছাড়া তিনি এজরা পাউন্ড ও জালালুদ্দিন রুমির কবিতা অনুবাদ করেন। তার রচিত "ক্রিয়াপদহীন ক্রিয়াকলাপ" গ্রন্থটি ভারত থেকে বাংলায় ও পরে উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলা কবিতার ছন্দ-প্রকরণের ওপর তার বিস্ময়কর নিয়ন্ত্রণ তাকে একজন প্রকরণ-বিশারদে পরিণত করেছে। বহু জ্যেষ্ঠ কবিও তার কাছে ছন্দ শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে যথাক্রমে "ভোরের হাওয়া" ও "শেষ বিকেলের গান" গ্রন্থ দুটি রচনা করে বাঙালি কবি ও আবৃত্তিশিল্পীদের উপকার করেছেন। এ-বছর বাংলা একাডেমির বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তার "ভ্রমণ সংগ্রহ", রয়েল সাইজের প্রায় ১১০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তার সব ভ্রমণরচনা একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া অনন্যা বের করেছে সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বই " হিলসাইডে শিল্পের আড্ডা", ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ বেশ করেছে "হেশেলের বিশ্বভ্রমণ" ও "রুমির রুবাইয়াত"। সাত ভাষাশহীদকে নিয়ে লেখা গল্পের বই " উত্থানপর্বের গল্প" গ্রন্থ রচনার জন্য বহুমাত্রিক লেখক হাসনাত আবদুল হাই তাকে "ভাষাশিল্পী" উপাধিতে ভূষিত করেন।

আগের মতো আর হয়রানির শিকার হচ্ছেন না প্রবাসীরা

প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

সিলেট প্রতিনিধি

'প্রবাসীরা এখন আর বিমানবন্দরে আগের মতো হয়রানির শিকার হচ্ছেন না। প্রবাসীদের দেশে আসা-যাওয়া আরও সুগম করতে সরকার কাজ করছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য গঠিত কল্যাণ সেলের কর্মকর্তাদের আরও তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

২৭ জানুয়ারী দুপুরে সিলেট জেলা প্রেসক্লাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এসব কথা বলেছেন। শফিকুর রহমান আরোও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে সংবাদমাধ্যম বিকশিত হয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অনেক প্রসারিত হয়েছে। শেখ হাসিনার উন্নয়ন জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযোদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের সকল ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করেছে সাংবাদিকদের শক্তিশালী লেখনী।

সুবিধাবঞ্চিততদের শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে প্রাকৃতজন

তোফাজ্জল সোহেল, হবিগঞ্জ

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর শীতের প্রকোপ অনেক বেশি। ঠান্ডা বাতাস আর কুয়াশাচ্ছন্ন এই সময়ে কষ্টে রয়েছেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষ। বিশেষ করে চা বাগানের বয়স্ক নারী-পুরুষ, শিশু ও ভাসমান মানুষজন শীতে বেশি কষ্ট পায়। শীতের শুরু থেকেই শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রাকৃতজন নামক সামাজিক সংগঠন। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার ভাসমান কিছু মানুষসহ দেউন্দী চা বাগানের বটতলায় বয়স্ক নারী- পুরুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রাকৃতজন সভাপতি তাহমিনা বেগম গিনি, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল, প্রতীক থিয়েটারের সভাপতি সুনীল বিশ্বাস, সহসভাপতি আমোদ মাল, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ ব্যানার্জি প্রমুখ

সরকারের ক্ষমতার উৎস বিদেশিরা : সাকি

ঢাকা অফিস

গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেছেন, বর্তমান সরকার জনগণের ভোটে নয়, বিদেশি শক্তির প্রভাবে ক্ষমতায় এসেছে। তারাই সরকারের ক্ষমতার উৎস। এ জন্য চলমান মিয়ানমার সংকট সমাধান করতে সরকার চীন-ভারতের সহায়তা চাইছে।

বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ভাসানী অনুসারী পরিষদ আয়োজিত 'কাগমারী সম্মেলন ও স্বাধীন বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জোনায়েদ সাকি বলেন, 'আজ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা নাই। সরকার কী অবস্থান নিচ্ছেন, এ নিয়ে আমরা আশ্বস্ত হওয়ার মতো কিছু জানতে পারছি না। জনগণকে তারা পাত্তা দেয় না। জনগণ আর ক্ষমতার উৎস নেই। ক্ষমতার উৎস যারা, সেই বিদেশিদের সঙ্গে তারা আলোচনা করছেন।'

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

ঢাকা অফিস

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসায় (ফিরোজা) ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় তিনি বাসায় ফিরেন বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার।

এরআগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা জন্য বিকাল সোয়া ৫টায় হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। হাসপাতালে পৌঁছান সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে। পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে রাত ১১টা ৩৮ মিনিটে হাসপাতাল থেকে বাসার উদ্দেশে রওনা দেন বেগম খালেদা জিয়া। দীর্ঘ ৫ মাস এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার পর গত ১১ জানুয়ারি গুলশানের বাসায় ফিরেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। বাসায় মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধায়নে তার চিকিৎসা চলছিলো। ৭৯ বছর বয়সী বেগম খালেদা জিয়া আর্থ্রাইটিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ডিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে নিজের বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়া এবং দেশের বাইরে না যাওয়ার শর্তে ২০20 সালের মার্চে সরকারের নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্তি দেয়া হয়। তার সেই সাময়িক মুক্তির মেয়াদ প্রতি ছয় মাস পরপর বাড়ানো হলেও তাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়ার অনুমতি দেয়নি সরকার। মুক্তি পাওয়ার পর লিভার জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে পাঁচ দফা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনকে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তার চিকিৎসা চলে।

সরকারের দিকে সন্দেহের তীর বিএনপির

মিয়ানমার যুদ্ধ

ঢাকা অফিস

মিয়ানমার ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের দিকে সন্দেহের তীর তুলেছে বিএনপি। এ ঘটনার অন্তরালে কী আছে, তা নিয়ে ভাবতে বলেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অবস্থান ব্যক্ত করেন।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'একদিকে ভারত সীমান্তে ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করে আমাদের বিজিবি সদস্য ও জনগণকে হত্যা করা হচ্ছে। আবার পূর্বদিকে মিয়ানমারের গুলিতে এ পর্যন্ত আমাদের দেশে কয়েকজন নিহত ও আহত হয়েছেন। ঝাঁকে ঝাঁকে সেখান থেকে লোকজন পলায়ন করে এখানে আশ্রয় নিচ্ছে।'

এ প্রসঙ্গে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় জনগণের উদ্দেশে করে আরও বলেন, 'এটা নিয়ে শুধু আমাদেরই নয়, আপনাদেরও ভাবতে হবে, কী ঘটতে যাচ্ছে এবং এর অন্তরালে কী আছে। যারা এ ঘটনা ঘটাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সরকারের গোপন সম্পর্ক আছে কি না। যদি না থাকে, তাহলে সরকার নিশ্চয়ই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, 'বার্মার (মিয়ানমার) মতো দেশ বাংলাদেশে গুলি ছোড়ে। এই শক্তি, সাহস ইতিপূর্বে কোনো দিন পায়নি, আজকে কেন পায়? সবাই ভাবেন, দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে। যদি কোনো ষড়যন্ত্র থেকে থাকে, দেশের মানুষকে প্রতিবাদী হতে হবে।'

সংবাদ সম্মেলনে সরকারপতনের আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচির বিষয়টি উল্লেখ করে জানতে চাওয়া হয়, বিএনপি আন্দোলন থেকে পিছু হটল কী না। জবাবে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'আমরা তো এমন কথা বলি নাই। আমাদের কিন্তু প্রতিশ্রুতি আছে। আবার ফিরে আসব।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আন্দোলনে আছি। আন্দোলনের গতিবিধি একেক সময় একেক দিকে রূপ নেয়। আপনারা অপেক্ষা করেন, আমরা আন্দোলনে আছি। আপনারা দেখতে পাবেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী।'

সীমান্ত-নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে ফেলেছে সরকার

মিয়ানমার সীমান্তে বিরাজমান পরিস্থিতি এবং এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মঙ্গলবার এ বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মিয়ানমার ইস্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানানো ও কার্যকর রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিবর্তে শুধু ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের অবস্থান গ্রহণ করেছে সরকার। একে সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ বলে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটি।

'কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রয়োজন'

ঢাকা অফিস

দেশে বর্তমানে ফ্যাসিস্ট শাসন চলছে উল্লেখ করে দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাসমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত 'বহুমুখী সংকট উদ্‌ঘাটন ও নিরসনকল্পে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা'—শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক নেতারা এমন কথা বলেছেন।

সামগ্রিক সংকট নিরসনে নতুন করে ভাবতে হবে জানিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, 'সবকিছুকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। মতাদর্শিক অবস্থান থেকে ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আমাদের কর্মকাণ্ড, কৌশল, নীতি ও পন্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।'

ইসলামী আন্দোলনের নায়েবে আমির বলেন, 'এই অবস্থায়ই সমাধান হতে পারে বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য সমর্থিত মানবতার মুক্তির পথ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। দুর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রাস মুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ কল্যাণ রাষ্ট্রই সকল শ্রেণি পেশা ও ধর্মের মানুষের রাজনৈতিক, নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। সময়ের একান্ত প্রয়োজন কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।'

বৈঠকে 'দেশের গণতন্ত্র আজ নির্বাসিত নয়, সমাহিত'—উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যারা সরকারের উচ্ছিষ্টভোগী তারা আমাদের সঙ্গে আসবে না।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের মনের ঐক্য হয়ে গেছে। কিন্তু জনগণের সামনে আমরা ঐক্যটা দৃশ্যমান করতে পারছি না। জনগণ আমাদের আহ্বানে সাড়াও দিচ্ছে। সরকারকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ দেখি না।'

জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার বলেন, 'আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের যে মেকানিজম তার বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করছি। মিয়ানমার সীমান্তেও লড়াই চলছে। সরকার আজ একই সঙ্গে চীন ও ভারতের ফ্লার্টিং করছে। তাই বাংলাদেশের এই অবস্থা।'

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

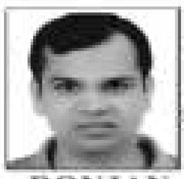

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোনো ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা ইত্যাদি ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ভার্জিনিয়ায় ৩৮তম ফোবানার সাক্ষাত ও অভিবাদন শনিবার
ঢাকায় ২৪ ফেব্রুয়ারি

ইমা এলিস

৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের আয়োজক সংগঠনের সাক্ষাত ও অভিবাদন (মিট অ্যান্ড গ্রিট) আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় এবং শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এবারের সম্মেলনের ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি সাক্ষাতে অভিবাদন সভার আয়োজন করেছে। ফোবানার চেয়ারপারসন মোহাম্মদ আলমগীর ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আবীর আলমগীর প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় চলতি বছর গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসিতে লেবার ডে উইকেন্ডে ৩০-৩১ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর ভার্জিনিয়া আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়টে অনুষ্ঠিত হবে ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন। এবারের সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি। আয়োজক সংগঠন এবং ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটি একটি সফল সম্মেলন করবার জন্য ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন। সম্মেলনের প্রস্তুতি ও আয়োজনের সকল পরিকল্পনার বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাতে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার ঢাকায় সাক্ষাতে অভিবাদন (মিট অ্যান্ড গ্রিট) অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ভার্জিনিয়ার মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানটি হবে হলিডে ইন এক্সপ্রেস এর বলরুমে এবং ঢাকার সাক্ষাত ও অভিবাদন মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানটি হবে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এর বলরুমে। ভার্জিনিয়ায় সাক্ষাত ও অভিবাদন (মিট অ্যান্ড গ্রিট) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে ফোবানার নেতৃত্ববৃন্দরা ভার্জিনিয়ায় যাচ্ছেন এবং একই সাথে ঢাকার অনুষ্ঠানটি সফল করতে ঢাকায় যাচ্ছেন হোস্ট কমিটি এবং এক্সিকিউটিভ কমিটিসহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র ফোবানার নেতৃত্ববৃন্দ।ঢাকার মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, সুধীজন, শিল্পী এবং বিভিন্ন মিডিয়ার কর্তা ব্যক্তিরাসহ বিভিন্ন স্পনসর প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ।

সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ চুনারুঘাটের এ্যানির

সিলেট অফিস

সংরক্ষিত মহিলা আসন (হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজার) নির্বাচনী এলাকা থেকে মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেছেন চুনারুঘাটের মেয়ে মাহমুদা জাহান এ্যানি লস্কর।

মাহমুদা জাহান এ্যানি চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদির লস্করের কনিষ্ঠ কন্যা ও জেলা আওয়ামী মহিলা লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। এ্যানির স্বামী জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাজমুল হোসেন।

ইউএসবিসিসিআই'র নতুন পরিচালক পর্ষদ গঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নতি এবং অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য নতুন পরিচালক পরিষদ গঠন করেছে।

দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ি, পেশাজীতি ও আর্ন্তজাতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত নতুন পরিচালক পর্ষদ চেম্বারের উন্নয়নে সুদুর প্রসাড়ি ভূমিকা রাখবে বলে সকলের বিশ্বাস। সময়োপেযোগি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আগামীতে চেম্বারের সাথে সাথে চেম্বারের সদস্য কোম্পানীসমূহের উন্নয়নে অগ্রণি ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বহুমাত্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি করতে ইউএসবিসিসিআই আরো কার্কর ভূমিকা পালন করবে। নব-গঠিত পরিচালক পরষদ তার যুগান্তকারী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে চেম্বার সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল নিশ্চত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

নতুন নেতৃত্বের নতুন যুগ

নতুন নেত্রীত্বের হাত ধরে ইউএসবিসিসিআই প্রবাসি বাংলাদেশী সম্প্রদায়কে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। নিজেদের ব্যবসায়িক উন্নতি ও সামগ্রিক অগ্রগতির পথে নতুন পরিচালক পর্ষদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরী করতে ইউএসবিসিসিআইকে আরো কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিচালক পরিষদের প্রধান উএসবিসিসিআই এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোঃ লিটন আহমেদ, উদ্বিগ্নতার সাথে বলেন, "আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, এবং আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমাদের নতুন পরিচালক পরিষদ ইউএসবিসিসিআইকে নতুন উচ্চতায় সমাসিন করবে। আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা, যুগের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের সাথে, আমাদের সদস্যদের এবং আমাদের দুই জাতির মধ্যের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।"

নতুন পরিচালক পরিষদের পরিচিতি: ১. মো. লিটন আহমেদ, সিইউ

দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ি, পেশাজীতি ও আর্ন্তজাতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত নতুন পরিচালক পর্ষদ চেম্বারের উন্নয়নে সুদুর প্রসাড়ি ভূমিকা রবখবে বরে সকলের বিশ্বাস।

ও প্রেসিডেন্ট, ইউএসবিডি গ্রুপ এলএলসি, প্রেসিডেন্ট ও সিইও, ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই), তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে দীর্ঘ দিন যাবত অবদান রেখে চলেছেন। তিনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি ইউএসবিডি ডিজিটাল সল্যুশন-এর প্রতিষ্ঠিতা ও সভাপতি। ২. বখত রুম্মান বিরতীজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ব্র্যান্ড মিনস বিজনেস-এর চিফ এক্সিকিউটিভ ও চিফ প্যাট্রন। ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই), তিনি একজন প্রখ্যাত প্রযুক্তিবিদ এবং স্কিলমেকার.অর্গ এর সিইও, তিনি ব্র্যান্ডমিনসবিজনেস.কম সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা। ৩. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ডিরেক্টর, ফাতিমা গ্রোসারি, ডিরেক্টর, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার একজন প্রখ্যাত সামাজিক কর্মী ও উদ্যোক্তা। নিউ ইয়র্কে জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি বহুল পরিচিত। ২০০০ সালের পর থেকে, তার নেতৃত্বে কুইন্সের বাংলাদেশী প্রবাসীরা সংজ্ঞবদ্ধ হয়। ৪. শেখ ফরহাদ, ইকোগ্রিন টেক্সট ইন্ক-এর প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, ইকোগ্রিন টেক্সট এলএলসি, ২০১২ সাল থেকে পরিবেশগত প্রকল্পের জন্য একটি ভৌত প্রযুক্তিগত সমাধান তৈরিতে অবদান রেখে চলেছে। ইকোগ্রিন টেক্সট ১০০% পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদন করে থাকে। ৫. আহাদ আলী, আহাদ এবং কো-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, আহাদ আলী একজন অভিজ্ঞ সিপিএ এবং ছোট ব্যবসার আয়কর ও শুল্ক পরামর্শক। তিনি এক দশকের বেশি সময় যাবৎ আহাদ এন্ড কো এর সিইও, যেখানে তিনি ২০ জন পেশাজীবির একটি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে ব্যাপক কর্মসূচী

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। আসছে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, এই দিবস পালনে নিউইয়র্কে এই বছরও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই জন্য বিভিন্ন সরকারী অফিস, রাজনৈতিক ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে চলছে নানা প্রস্তুতি।

অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশন, ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ, বিভক্ত জালালাবাদ এসেসিয়েশন অব আমেরিকা'র দুই গ্রুপ, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা), বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা) প্রভৃতি সংগঠন একুশ পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান হবে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা থেকে রাত ১২টা উডসাইডের তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএস এর অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান হবে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টা থেকে রাত ১২টা উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে।

বাঙালীর চেতনা মঞ্চ ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বরাবরের মতো এবছরও জাতিসংঘের সামনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এবারের অয়োজন হবে ৩৩তম।

একুশের প্রথম প্রহরে অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ২০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ১ মিনিট সময় হিসেবে নিউইয়র্কে ২০ ফেব্রুয়ারি বেলা ১টা ১ মিনিটে জাতিসংঘের সামনে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে কমূসূচী শুরু হবে বলে আয়োজক বিশ্বজিৎ সাহা জানান।

তিন মাসে মারা গেলেন ১৩ জন
কারাগারে বিএনপি'র আরেক নেতার মৃত্যু

ঢাকা অফিস

কারাগারে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন বিএনপি'র আরেক নেতা। তিনি হলেন-রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার লক্ষীটারি মহিপুর ইউনিয়ন বিএনপি'র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম (৩৫)। গতকাল রংপুর কারাগারে অসুস্থ হয়ে মারা যান তিনি। এ নিয়ে ৩ মাসে কারাগারে বিএনপি'র ১৩ জন নেতা মারা গেলেন।

এদিকে কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং সুচিকিৎসার অভাবেই মনোয়ারুল ইসলামের অকালমৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি বলেন, বর্তমান দখলদার ও জুলুমবাজ সরকারের নিরবচ্ছিন্ন জুলুম-নির্যাতনে গ্রেপ্তারকৃত বিএনপি নেতাকর্মীরা একের পর এক কারাগারে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছেন। তারই ধারাবাহিকতায় কারাগারে মনোয়ারুল ইসলামের মৃত্যু হলো। সরকারি অত্যাচারের আরও একটি মনুষ্যত্বহীন দৃষ্টান্ত এটি। কারাগারে বিএনপি নেতাকর্মীদের মৃত্যুর হিড়িক চলছে। সরকারি নির্যাতন ও কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে কারাগারে বিএনপি'র অসুস্থ নেতাকর্মীরা অহরহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার এটি একটি নতুন অধ্যায়, যা জনমনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। চিকিৎসা না পেয়ে কারাগারে বিএনপি নেতাকর্মীদের মৃত্যুর জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী। মনোয়ারুল ইসলামের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তিনি।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও ভূমি এখন অরক্ষিত: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষের জীবন এবং ভূমি এখন অরক্ষিত। পাশ্ববর্তী দেশ থেকে দলে দলে লোক এবং অস্ত্র বাংলাদেশে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। আর বাংলাদেশ সরকারের অভিসন্ধিপ্রসূত নীরবতা মূলত দেশের মানুষকে নতজানু করার এক গভীর চক্রান্ত। বৃহস্পতিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মফিজুর ইসলামের ইন্তেকাল

ডেস্ক রিপোর্ট

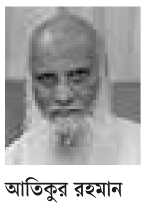

আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ সড়ক ও জনপদ বিভাগের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মফিজুল ইসলাম রাজখান ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন। ৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোর রাত সাড়ে চারটায় ঢাকার আনোয়ার খান মর্ডার্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

অবসরে থাকা মফিজুল ইসলাম রাজখান ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় পরিবারের সাথে বসবাস করতেন। চারদিন আগে ব্রেন স্ট্রোক করলে তিনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। রোববার মধ্যরাত থেকেই শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই ভাই ও দুই বোন সহ অসংখ্য সহমুক্তিযোদ্ধা, আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। সিলেট শহরের লামাবাজার এলাকার মরহুম রবিউল আলী রাজখানের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন মফিজুল ইসলাম। কলেজ ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালে মহান মক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কাজ করেছেন। বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সরকারি সংস্থাটির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর অবসরে যান।একজন বিনয়ী , দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।

মফিজুল ইসলাম রাজখানের মৃত্যুতে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জননেতা সদর উদ্দিন চৌধুরী, জননেতা লোকমান আহমেদ, আওয়ামী লীগ নেতা মিসবা উদ্দিন সিরাজ, বিজিত চৌধুরী, মরহুমের বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ইউনিট কমান্ডার মুকিত চৌধুরী, সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, মরহুমের জামাতা ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, রহমান মাহবুবসহ অসংখ্য ব্যক্তি শোক ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

সিলেট শহরের লামাবাজার এলাকার মরহুম রবিউল আলী রাজখানের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন মফিজুল ইসলাম। কলেজ ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালে মহান মক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কাজ করেছেন। বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সরকারি সংস্থাটির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর অবসরে যান।একজন বিনয়ী, দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।

মফিজুল ইসলাম রাজখানের মৃত্যুতে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জননেতা সদর উদ্দিন চৌধুরী, জননেতা লোকমান আহমেদ, আওয়ামী লীগ নেতা মিসবা উদ্দিন সিরাজ, বিজিত চৌধুরী, কাজী কয়েছ, মরহুমের বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ইউনিট কমান্ডার মুকিত চৌধুরী, সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, মরহুমের জামাতা ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, রহমান মাহবুবসহ অসংখ্য ব্যক্তি শোক ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইউএসএ ৯৭-৯৯ সংগঠনের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার হয়ে গেল জ্যামাইকার আশা পার্টি হলে ফেসবুক ভিত্তিক ইউএসএ ৯৭-৯৯ সংগঠনটির পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। গ্রুপটির অন্যতম এডমিন জামিল সারোয়ারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এর পরে মঞ্চে আসেন, এডমিন তানভীর আতাহারী। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে গ্রুপটি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেটা নতুন মেম্বারদের সাথে বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

মঞ্চে এসে আরেক এডমিন সাম শাহরিয়ার তার বক্তব্যে আলোকপাত করেন গ্রুপটির বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড যেগুলো তারা করে থাকেন। তারা নতুন বন্ধুদের চাকরির সহযোগিতা, বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ ভিত্তিক অনুষ্ঠান করে থাকেন, এছাড়াও বাংলাদেশে এবং প্রবাসে যখন বন্ধুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা দরকার হয় তখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাছাড়া শীত বস্ত্র প্রদান করেন বাংলাদেশে। এগুলো তুলে ধরেন তার বক্তব্যের মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে প্রায় শত লোকের সমাগম হয়। এখানে গ্রুপের সদস্যরা ছাড়াও তাদের পরিবার পরিজন ছিল এবং অন্যান্য স্টেট থেকেও বন্ধুরা আসেন। গ্রুপটির এডমিন জামিল সরোয়ার বলেন, তারা গ্রুপের শুরু থেকেই যেভাবে নতুন বন্ধুদের চাকরি সহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সাহায্য করে করে আসছেন, এভাবেই তারা তা অব্যাহত রাখবেন আগামী দিনগুলোতে এবং সবার সাথে সৌহার্দ পূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে এই আশা করেন। বর্তমানে চার শতাধীক সদস্য রয়েছে।

ইউএসএ ৯৭ এর পক্ষ থেকে কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য আসা হোম কেয়ারের এবং সোশ্যাল ডে কেয়ারের সিইও আকাশ রহমানকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় গ্রুপের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শুরু হলেও সময় গড়িয়ে রাত একটা পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি হয়। এতে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত কণ্ঠ শিল্পী প্রমি তাজ এবং রায়ান তাজ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ছিল রাফেল ড্র। রাফেল ড্র তে নিউইয়র্ক- মায়ামী- নিউইয়র্কের প্লেন টিকিট সহ আরো আটটি আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করেন ।

অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের সদস্য এবং তাদের পরিবার। এছাড়াও গ্রুপের মেম্বার মারুফ রানা, রাবু কেয়া

রাবেয়া হক, রাজভে খলিফা সাবরিনা শুমি, প্রীতি আক্তার, সোনিয়া হক, তানভীর হাসান, উমর জুন্নাহ, শোভন, আনোয়ার হোসেন, জোবায়ের জাহিদ, ইফতেখার আলম, রোমেনা আশরাফ, তেহেজিব গীতাঞ্জলি, ইকবাল হক, ইমাম হাসান তুষার, বিল্লাল তাহির, রমজান উদ্দীন। মোঃ মঈনুল, আফতাব জনি, মেরিনা আহমেদ প্রমুখ।

ওয়াশিংটন ডিসির ফোবানা সম্মেলনের মেম্বার সেক্রেটারি কাজলের পদত্যাগ

ইমা এলিস

মো. কাজল

চলতি বছর ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য ৩৮তম ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) সম্মেলন পরিচালনা কমিটি (স্বাগতিক) থেকে মেম্বার সেক্রেটারি মোঃ কাজল পদত্যাগ করেছেন। স্বাগতিক সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি)এর কর্মকর্তাদের সাথে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু ও কনভেনার রোকসানা পারভীন।

ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারপার্সন এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর ও এক্সেকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর জানান, তারা কাজলের পদত্যাগ খবরটি শুনেছেন। বিষয়টি নিয়ে স্বাগতিক সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি)এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা চলছে।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১.পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ, এস, এ জব
৫.এম, টি , এ জব
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার

বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব

এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------রবিবার ----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------মঙ্গলবার ----------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------ ------শনিবার----------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

টাইমস স্কয়ারে ১৪৩১ বর্ষবরণের ঘোষণা

নিউইয়র্ক

প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ আয়োজন করবে এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক টাইমস স্কয়ারে ১৪৩১ বাংলা বর্ষবরণের ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী অভিবাসীরা। সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা শত আলোকিত মানুষের উপস্থিতিতে ২৪ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের এক রেস্টুরেন্টে সবার পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেন প্রবীন সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান। আয়োজক সংগঠন এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ঘোষণা করে নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ার এবং জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজাতে ১৩ ও ১৪ এপ্রিল শতাধিক কন্ঠে বরণ করে নেয়া হবে বাংলা নতুন বছরকে। ঘোষণার পর হয়েছে গানের মহড়া।

এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর সভাপতি বিশ্বজিত সাহার সভাপতিত্বে ঘোষণা অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন। বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোসাইন কবির, অভিনেত্রী লুৎফুন নাহার লতা, শত কণ্ঠের মহড়া পরিচালক মহিতোষ তালুকদার তাপস প্রজন্ম'৭১ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি শিবলী ছাদেক এবং আয়োজক সংগঠনের সহ- সাধারণ সম্পাদক তানভীর কায়সার ।

অনুষ্ঠানে বর্ষবরণ ঘোষণা করার সময় সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ার এবং জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজাতে ১৩ ও ১৪ এপ্রিল শতাধিক কণ্ঠে বরণ করে নেয়া হবে ১৪৩১ বঙ্গাব্দকে। মঙ্গল শোভাযাত্রা, চিরায়ত বাংলার সংস্কৃতি পরিবেশনা এবং বৈশাখী মেলায় উপস্থিত থাকবেন দুই বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীরা।

বাঙালির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ককের টাইম স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ আয়োজন করা সংগঠন এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ১৪৩০ বঙ্গাব্দ বরণের শত কণ্ঠের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহীতোষ তালুকদার তাপস । এবারও হবে তার পরিচালনায়। মহড়া শুরুর প্রাক্কালে তিনি বলেন, নিউ ইয়র্ক টাইম স্কয়ারের পাদদেশে ১৪৩০ বাংলা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানটি আমাকে বিশ্ব বাঙ্গালীর কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে। এজন্য আয়োজক সংগঠন এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। এবার আমরা আশা করছি গত বছরকে ছাড়িয়ে যাবো ।

অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত অভিনেত্রী লুৎফুন নাহার লতা বলেন,

বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে থেকেও অভিবাসীরা হৃদয়ে ধারণ ও লালন পালন করেন বাংলা সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশ। নিউইয়র্কে প্রচন্ড ঠান্ডা ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে শত শিল্পীর উপস্থিতি প্রমাণ করে এখানে যারা এসেছেন তারা প্রত্যেকে প্রকৃত সংস্কৃতি কর্মী। তাদের হাত ধরেই বাংলা সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বব্যাপী।

এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সভাপতি বিশ্বজিত সাহা বলেন, এবার তিন স্তরবিশিষ্ট অংশগ্রহণকারী নিশ্চিত করার পরিকল্পনা করছি আমরা। অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে যুক্ত হবে পরিবারের শিশু এবং কিশোর কিশোরীরা। নিজেদের পরিবারে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। এবার নিউইয়র্ককের টাইম স্কয়ারকে সাজানো হবে রমনার বটমূলের আদলে।

এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন বলেন, গত বছরের ঐতিহাসিক বর্ষবরণ সারা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তৈরি করেছে। এবার আমরা প্রত্যাশা করছি যুক্তরাষ্ট্রের ৫২ ৫২ টি অঙ্গরাজ্যের বসবাসরত বাঙালি অভিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার। ইতোমধ্যে ২৫ টি অঙ্গরাজ্য বরণ অনুষ্ঠানের যুক্ত হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। বাঙালি সংস্কৃতি প্রেমী অভিবাসীরা শত কণ্ঠের এই আয়োজনকে সহস্র কণ্ঠে নিয়ে যাবেন সেই প্রত্যাশা করছি।

বিপন্ন ব্যক্তিকে সাবওয়ে ট্র্যাক থেকে রক্ষা করলেন আজহার

ডেস্ক রিপোর্ট

সাবওয়ে ট্র্যাকে বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করলেন নিউইয়র্ক পুলিশের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অফিসার আজহারুল চৌধুরী। নিউইয়র্ক পুলিশের অবমুক্ত করা বডি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা ধরা পড়েছে চৌকস এ অফিসার সাহসিকতার কাজ। ২৭ জানুয়ারি শনিবার সকালে একজন অসুস্থ ব্যক্তি ব্রুকলিনের লাফায়েত স্টেশনের ট্র্যাকে পড়ে যান। ৯১১ কল পেয়ে সকাল সাড়ে দশটার দিকে দুইজন পুলিশ অফিসার দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। ঘটনাস্থলে তখন আনুমানিক ৩৬ বছর বয়সের একজন লোককে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ট্র্যাকে পড়ে যাওয়া লোকটিকে অস্থির ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা যায়।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ৩০ ট্রানজিট ডিস্ট্রিক্টের অফিসার আজহার চৌধুরী ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করে ট্র্যাকের দিকে ছুটে আসা একটি ট্রেন থামিয়ে দিতে সক্ষম হন। অন্য একজন পুলিশ অফিসারসহ আজহার চৌধুরী ঘটনাস্থলে দ্রুত উপস্থিত হতে সক্ষম হন। এরমধ্যে একজন অফিসার ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে চলন্ত ট্রেন থামানোর চেষ্টা করছিলেন এবং অন্যজন ট্র্যাকে পড়ে থাকা ব্যক্তিটিকে টেনে উঠাতে চেষ্টা করেন। ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছিল। সর্বক্ষণ চলন্ত ট্রেনের ট্র্যাকে পড়ন্ত ব্যক্তিটি জীবন মৃত্যুর বেশ কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন। পুলিশের বডি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, অফিসার আজহারুল চৌধুরী বিপন্ন লোকটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ট্র্যাকে পড়ে থাকা লোকটিকে তার হাত ধরার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। এক পর্যায়ে বিপদমুক্ত বিপন্ন ব্যক্তিটি পুলিশ অফিসারদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, অডিওতে শুনা যায়। ট্র্যাক থেকে উদ্ধারের পর আহত ব্যক্তিটিকে নিউইয়র্ক প্রেসপেটেরিয়ান হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

বিপন্ন জনের পাশে দ্রুত উপস্থিত হয়ে জীবন রক্ষার এ মহৎ কাজের জন্য বাংলাদেশি আমেরিকান অফিসার আজহার চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গীকে নিউইয়র্কের লোকজন হিরো হিসেবে দেখছেন।

জর্জিয়ায় একুশে উদযাপনের প্রস্তুতি সম্পন্ন

মনজিলুর রহমান

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাদার সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া ।

দিবসটি উপলক্ষ্যে ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থানীয় গ্লোবাল মল হল রুমে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । সভা শেষে ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে রাত ১২ টা ১ মিনিটে হলে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের স্মরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়েই দিবসটির পরিসমাপ্তি হবে। জর্জিয়া প্রবাসী সকল বাংলাদেশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক , পেশাজীবী সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া।

ইলন মাস্ক ও জো বাইডেনকে হত্যার হুমকি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী ইলন মাস্ক ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে হত্যার হুমকি দেওয়ায় টেসলার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত জাস্টিন ম্যাককলেকে (৩১) টেক্সাস অঙ্গরাজ্য থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক্স প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে এ হুমকি দেন তিনি। ইলন মাস্ক বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা এবং মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স–এর মালিক।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, জাস্টিন ম্যাককলে সামাজিক মাধ্যম এক্স প্ল্যাটফর্মে (সাবেক টুইটার) পোস্ট করে বলেন, তিনি বাইডেন ও মাস্ককে হত্যা করার পরিকল্পনা করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর সন্ত্রাসী হুমকির অভিযোগ আনা হয়েছে।

এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘আমি টেক্সাসে আসব, যেখানে অনেকগুলো ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু হয়েছে।’ আরেক পোস্টে জো বাইডেন, এক্স, টেসলা এবং ইলন মাস্ককে ট্যাগ করে লেখেন, ‘আমি আপনাদের সবাইকে হত্যার পরিকল্পনা করছি।’

আদালতের নথি অনুসারে, ম্যাককলে যখন বলেন তিনি টেক্সাসের উদ্দেশে বের হচ্ছেন এবং আর কখনো ফিরবেন না তখন তাঁর স্ত্রী পুলিশে খবর দেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, নজরদারি এড়াতে ম্যাককলে মোবাইল ফোনও বাড়িতে রেখে যান।

গত ২৬ জানুয়ারি ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ম্যাককলেকে আটকায়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ম্যাককলে পুলিশকে জানান, তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চান। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আপনি যদি জানতেন আপনি আগামীকাল মারা যাবেন তাহলে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না?’

স্পাইওয়্যার অপব্যবহারকারী বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক স্পাইওয়্যারের অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িতদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে আমেরিকা। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন সোমবার এ সম্পর্কিত এক নতুন নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুসারে বাণিজ্যিক স্পাইওয়্যারের অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের এখতিয়ার পাবে মার্কিন প্রশাসন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য হিল জানায়, বাণিজ্যিক স্পাইওয়্যারের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই নীতি এল। এতে বলা হয়েছে, সাংবাদিক, অধিকারকর্মী, ভিন্নমতাবলম্বী ও প্রান্তিক বা দুর্বল সম্প্রদায়ের সদস্যদের ‘লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা, নির্বিচারে বা বেআইনিভাবে নজরদারি, হয়রানি, দমন বা ভয় দেখাতে’ বাণিজ্যিক স্পাইওয়্যার ব্যবহারে জড়িতদের বিরুদ্ধে ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে যারা বাণিজ্যিক স্পাইওয়্যারের অপব্যবহার থেকে সুবিধা বা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন, তারাও বিধিনিষেধের সম্মুখীন হতে পারেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে দ্য হিলের প্রতিবেদনে।

ট্যাক্স রিটার্ন শুরু ২৯ জানুয়ারী থেকে, চলবে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

IRS
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

আর্নড ইনকাম, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বেড়েছে

২৯ জানুয়ারী সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইলিং। কোনো জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে ২০২৩ সালের ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইলিং। তবে কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। যারা ট্যাক্স রিটার্ন-এর ঝক্কি-ঝামেলা , তারা আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করতে চাইছেন। এ জন্য তারা সিপিএ কিংবা ট্যাক্স ফাইল করেন এমন আইআরএস এনরোল এজেন্টদের সাথেও কথা বলে রেখেছেন। নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা শুরু করবেন। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলছেন। ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইল করা তারিখ ঘোষণাসহ এসংক্রান্ত ঘোষণা দিয়েছে আইআরএস গত ১০ জানুয়ারী। সেখানে ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইল করা সংক্রান্ত সকল নিয়ম কানুন বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ট্যাক্স সেশনে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ১২৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন ট্যাক্স ফাইলিং হবে বলে আশা করছে আইআরএস।

এদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরের মতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিসে বিপরীত হতে পারে। নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, আহমেদ এন্ড কোং, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হিলসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এম্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বেড়েছে। আইআরএস’র বরাত দিয়ে এনরোল্ড এজেন্টগণ জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৩ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

৩৮তম ফোবানা সম্মেলন পরিচালনা কমিটির দুই পদে রদবদল

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য ৩৮তম ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) সম্মেলন পরিচালনা কমিটির দু'টি পদে রদবদল করা হয়েছে। মেম্বার সেক্রেটারি পদ থেকে মোঃ কাজলের আকস্মিক পদত্যাগের ফলে কমিটিতে মেম্বার সেক্রেটারি ও কালচারাল কমিটির চেয়ারম্যান পদ দুটিতে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন এ কমিটিতে নুরুল আমিন নুরু প্রেসিডেন্ট, রোকসানা পারভীন কনভেনার ও আবু রুমিকে মেম্বার সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়াও কমিটিতে অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন-চিফ কোঅর্ডিনেটর এন্থনি পিউস গোমেজ, কালচারাল কমিটির চেয়ারম্যান তাসকিন বিনতে সিদ্দিক, ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম স্বপন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কচি খান ও চিফ প্যাট্রন পারভীন পাটোয়ারী নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত এ কমিটি ওয়াশিংটন ডিসির স্বাগতিক সংগঠন ‘বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি’র (বাগডিসি)-এর আয়োজনে আগামী ২০২৪ সালের ফোবানা সম্মেলন পরিচালনা করবেন।

কমিটিতে দুটিতে পদে পরিবর্তনের ফলে সম্মেলন সফল করতে কোন বিঘ্ন ঘটবে না বলে উল্লেখ করেন প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু ও কনভেনার রোকসানা পারভীন। তারা বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা যেভাবে ফোবানার টিমকে সাজিয়েছি আশা করে আগামী বছরের ফোবানা সম্মেলন হবে সর্বকালের সেরা ফোবানা। আমাদের টিমে রয়েছে অনেকে অনেক দক্ষ ব্যক্তিবর্গ। সকলে মেধা পরামর্শেই আমরা একসাথে কাজ করবো।

গত ৩৭ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম যে, যে এলাকায় ফোবানো অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানকার প্রতিনিধিরাই চেয়ারম্যান এবং ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার ও এক্সেকিউটিভ অর্গানাইজেশন হিসেবে নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকার বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। বিশেষ করে সেজন্যই ২০২৪ সালের ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন নিয়ে আয়োজকদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারকে ২১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে পুলিশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গ নারী ও চার অপ্রাপ্তবয়স্ককে বন্দুকের নলের মুখে আটক করায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১৯ লাখ ডলার দিতে হচ্ছে পুলিশকে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২০ কোটি ৮৭ লাখ টাকা।

বিবিসির প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২০ সালে ব্রিটনি গিলিয়ামকে একটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় বেআইনিভাবে আটকায় পুলিশ। ওই সময় ব্রিটনির সঙ্গে তাঁর ছয় বছর বয়সী মেয়ে, ১৪ ও ১৭ বছর বয়সী বোনের মেয়ে ও ১২ বছর বয়সী বোন ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনার ভিডিও ইন্টারনেটে পোস্ট করলে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়। গিলিয়াম ওই পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গভীর ও পদ্ধতিগত বর্ণবাদের অভিযোগ এনে মামলা করেন।

কলোরাডোর অরোরা শহরের পুলিশ জানায়, গিলিয়ামের গাড়িটি চুরি করা বলে ধারণা করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা এ ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং শিশুদের মানসিক থেরাপির জন্য আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাবও দেন। ২০২০ সালে গ্রেপ্তারের দিন গিলিয়াম ওই মেয়েদের নিয়ে নখের সেলুনে যান। কিন্তু সেলুন বন্ধ পেয়ে তাঁরা ফেরত আসছিলেন। তাঁরা গাড়িতে উঠতেই পুলিশ বন্দুক তাক করে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে। ভিডিওতে দেখা যায়, গিলিয়াম ও ওই চার মেয়ে রাস্তার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। গিলিয়াম, তাঁর ১২ বছর বয়সী বোন ও ১৭ বছর বয়সী ভাগনির হাতে হাতকড়া পরানো ছিল। ভিডিওতে প্রত্যক্ষদর্শী যখন পুলিশকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন তখন শিশুদের কান্নার আওয়াজ শোনা যায়।

এ ঘটনার পরে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএসকে গিলিয়াম বলেন, ‘এমন ঘটনার পর আপনার সন্তানেরা কি ঠিক থাকতে পারে! বন্দুক তাক করে তাদের মাটিতে শুইয়ে রাখার পর, বিশেষ করে ছয় বছর বয়সী শিশুকে?’

পুলিশ বলে, ওই গাড়িটির লাইসেন্স প্লেটটির সঙ্গে অন্য অঙ্গরাজ্যের চুরি যাওয়া একটি গাড়ির মিল ছিল। অরোরার পুলিশ প্রধান ভেনেসা উইলসন বলেন, পুলিশ ভুল বুঝতে পেরে তাৎক্ষণিক তাঁদের হাতকড়া খুলে দেয়।

সোমবার গিলিয়ামের আইনজীবী ডেভিড লেন নিশ্চিত করেন, অরোরা শহরের পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতা হয়েছে। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘সমঝোতায় সব পক্ষই সন্তুষ্ট।’ এ ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটে যখন অরোরা পুলিশ বিভাগ ২৩ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ এলাইজাহ ম্যাকক্লেইনের মৃত্যুর জন্য সমালোচিত হচ্ছিল। এলাইজাহ ম্যাকক্লেইন পুলিশ হেফাজতে মারা যান।

ডিসি বইমেলা জুন ১-২ প্রধান সমন্বয়ক শিল্পী নাসরিনা আমহেদ মুন্না

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ওয়াশিংটন ডিসিতে আগামী জুনের ১ ও ২ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে বইমেলা। এবারের বইমেলার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন শিল্পী নাসরিনা আমহেদ মুন্না এবং সহ-প্রধান হয়েছেন ইরাজ তালুকদার।

২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ভার্জিনিয়ায় একটি হলে ডিসি বইমেলা ২০২৪ প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নানা বিষয়ে পরিকল্পনা ও ডিসি বইমেলা ২০২৪ এর দায়িত্ব বন্টন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিদায়ী প্রধান সমন্বয়ক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড. নজরুল ইসলাম নতুন প্রধান সমন্বয়কে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান রোকেয়া হায়দার, বইমেলার আহ্বায়ক দস্তগীর জাহাঙ্গীর(তুঘরীল) সহ অনেকে।

বইমেলায় পুস্তক প্রদর্শনী ছাড়াও বইমেলায় লোকজ অনুষ্ঠান, ছোটদের পরিবেশনা ও চিত্রাঙ্কন আসর, ছড়া, কবিতা আবৃত্তি, গান, গানের ছোঁয়ায় কবিতা, নৃত্য, মনিপুরি নৃত্য, বই পরিচিতি, নাটক, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন থাকে। বইমেলায় ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড ও ওয়াশিংটন ডিসি এলাকাসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও কানাডা থেকে বিপুল সংখ্যক সাহিত্যপ্রেমী, পাঠক, প্রকাশকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আমেরিকা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড আর্কিটেক্টসের পিঠা উৎসব

জলি আহমেদ

পিঠা উৎসব বাংলাদেশের ঐতিহ্যের একটি অংশ। শীতকালে গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে হরেক রকমের পিঠার আয়োজন হয়ে থাকে।শুধু বাংলাদেশ নয়, এখন সুদূর প্রবাসে থেকেও বাঙালিরা পিঠা উৎসব আয়োজন করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জ্যামাইকায় গত ২ ফেব্রুয়ারি শনিবার এই প্রথমবারের মতো পিঠা উৎসবের ও ওইন্টার সেলিব্রেশন এর আয়োজন করেছে আমেরিকা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেকচার (আবিয়া)।

এতে পরিবার সহ অংশ নেন আবিয়া এর সদস্যরা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আবিয়ার হলো বাংলাদেশে যারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেছেন তাদের একটি সংগঠন। এই সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি স্টেটে আছে। নিউ ইয়র্ক চ্যাপ্টারের এটিই ছিলো প্রথম আয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এস কে আমজাদ হোসাইন এবং প্রেসিডেন্ট ইলেক্টেট মো. সাজেদুল মোনায়েম খান । অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতা করেন কালচারাল সেক্রেটারি আরিফ আহমেদ অর্ণব সহ সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম, সুজিত সাহা, ট্রেজারার নুরুল হক, নজরুল ইসলাম এবং মো. বেলাল হোসাইন। আরও ছিলেন আবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. সাদেক, ২০২১-২২ কমিটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. আব্দুস সালাম আজাদ, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হকসহ আবিয়ার বর্তমান ও সাবেক সদস্যরা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশের সুপরিচিত অভিনেতা সাইদ বাবু , শান্তনু ও শারমিন। এই উৎসবে শুধু যে পিঠা ও ডিনারের আয়োজন ছিল তা কিন্তু নয়, ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরমধ্য নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি ও নাটকসহ নানা আয়োজন ছিল। এছাড়া ছিল রাফেল ড্র। পিঠা উৎসব সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এস কে আমজাদ হোসাইন বলেন, এমন আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা হয় এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সহযোগীতা করে। কালচারাল সেক্রেটারি আরিফ আহমেদ বলেন, প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও খুব অল্প সময়ে দেশিয় সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসবের আয়োজন সুশৃঙ্খল ছিলো। উৎসবটি যেন প্রবাসীদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়।

আয়োজকরা জানান, মূলত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যেন বিদেশের মাটিতে থেকেও দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়ে থাকে এসব অনুষ্ঠান।

বাইট ড্রাইভিং স্কুল
BRIGHT DRIVING SCHOOL
LICENSED BY THE STATE OF NEW YORK
5 HRS Class
Road Test Appointment
Car for Road Test
45 Min Lesson
6 HRS DDS CLASS
TEL: (716-533-3686) (718-812-5061)
www.brightdrivingschool.com
959 BROADWAY ST, BUFFALO, NY 14212

আপনাকেই বলছি!!!
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)

DMV APPROVED EMPIRE SAFTY COUNCIL
BRIGHT DRIVING SCHOOL
ACCIDENT PREVENTION WORKSHOP
Save 10% on your Auto insurance for 3 years!
Reduce up to 4 points from your Driving Record
GROUP RATES AVAILABLE
We Offer Online & Class Room Course
ONLINE COURSE : www.brightdrivingschool.com
USE CODE : ALAM
GET $10 OFF DISCOUNT FOR ONLINE COURSE FEE
SHAFIQUL ALAM
CERTIFIED INSTRUCTOR
TEL: 716-533-3686
959 BROADWAY ST, BUFFALO, NY 14212

Bring your Product from Bangladesh to USA with Very affordable Price
Bangladesh to USA

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

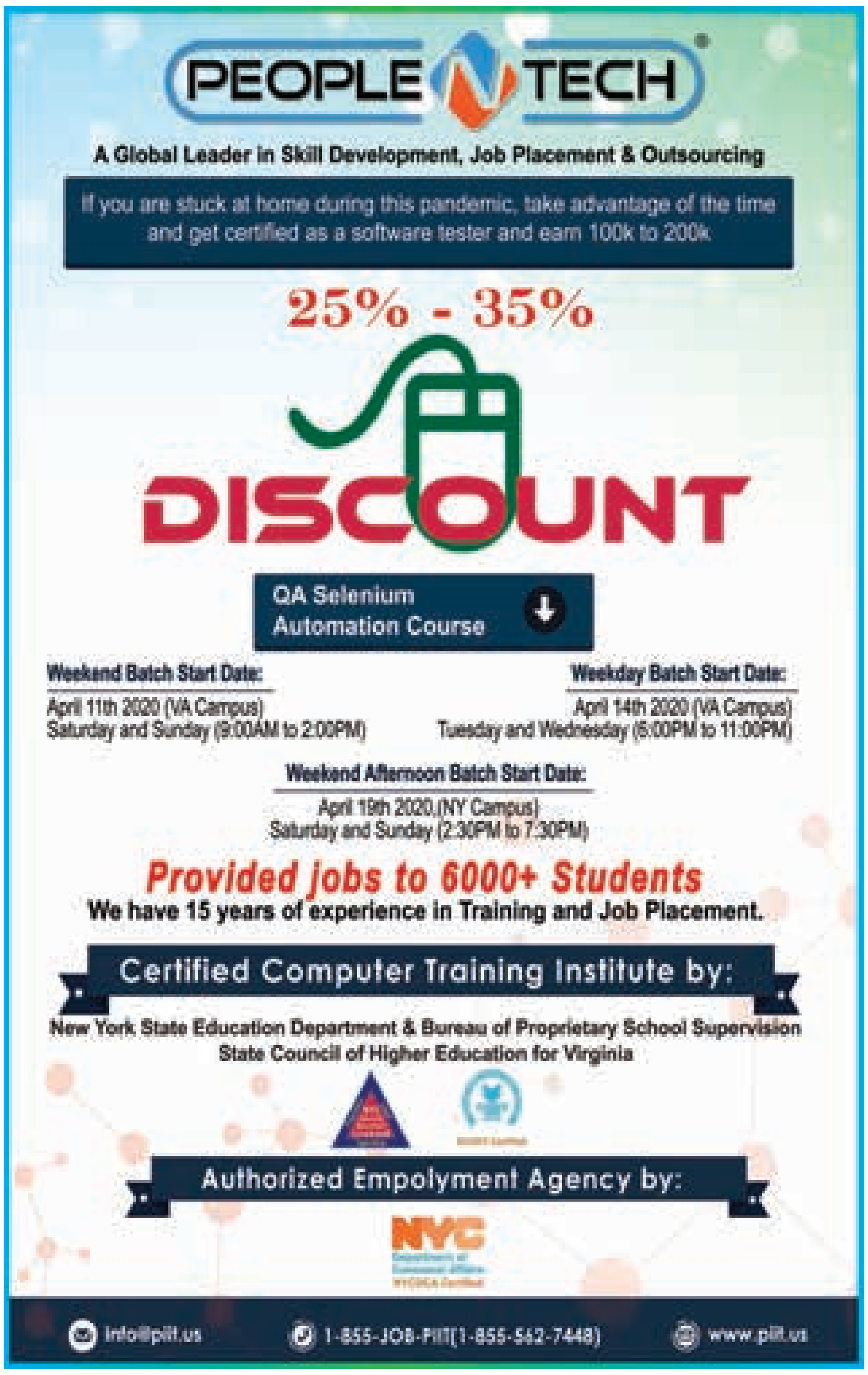
PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020 (NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারি গ্রুপের বার্ষিক ডিনার ও অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে বারি গ্রুপের বার্ষিক ডিনার ও অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় শেটল্যান্ড কোর্ট ডিক্স হিলের দ্যা বারি এস্টেটে আয়োজিত জমকালো এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র এরিক এডামস।

অনুষ্ঠানে মেয়র এরিক এডামসকে বারি গ্রুপের কর্ণধার আসিফ বারি টুটুল, মুনমুন বারিসহ পরিবারের সদস্যরা উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা প্রদান করেন। এসময় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বারি গ্রুপের কর্মকর্তা কর্মচারীদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন মেয়র এরিক এডামস।

এছাড়াও তিনি বারি গ্রুপের সাফল্য নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। বারি গ্রুপের বার্ষিক ডিনার ও অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত নিউইয়র্ক কমিউনিটিতে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে বারি গ্রুপ।

খলিল বিরিয়ানীর জ্যাকসন হাইটস শাখার উদ্বোধন ২১ ফেব্রুয়ারি

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে স্বদেশীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে খলিল বিরিয়ানী হাউজের ৩য় শাখার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবসে। নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস ও জ্যামাইকার পর এবার জ্যাকসন হাইটসের ৭৪-১০ ব্রডওয়ে এলাকায় যাত্রা শুরু হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালী মালিকানায় অন্যতম সেরা রেষ্টুরেন্টটির।

প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী শেফ মো. খলিলুর রহমান বলেন, সকলের দোয়ায় নিউইয়র্কসহ বাংলাদেশি অধ্যুষিত সব সিটিতেই খলিল বিরিয়ানী পরিচিত। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যবসা-বানিজ্য, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভা সমাবেশের প্রাণকেন্দ্র। আমেরিকার মধ্যে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশিদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দীর্ঘদিন ধরে অনেকেই বলে আসছিলেন জ্যাকসন হাইটসে একটি শাখা খোলার জন্যে। চেষ্টাও করছিলাম। কিন্তু ভালো একটি জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা জ্যাকসন হাইটসে শাখা চালু করতে যাচ্ছি। ২১ ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে নতুন শাখার ডেকোরেশনসহ প্রয়োজনীয় কাজ শেষের পথে। প্রস্তুতিও প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। ওইদিন সন্ধ্যে ৬টায় অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনের আনুষ্ঠাকিতা। খলিলুর রহমান জ্যাকসন হাইটসে তার বিরিয়ানি হাউস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিংয়ের বর্ণাঢ্য গ্র্যান্ড ওপেনিং নিউজার্সীর টটোয়ায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার নিউজার্সীর টটোয়ায় ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর বর্ণাঢ্য গ্র্যান্ড ওপেনিং হয়েছে। ২৭ জানুয়ার শনিবার টটোয়ার ৬৩ ইউনিয়ন বোলেভোর্ড বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হয়েছে বাঙালি মালিকানাধীন অন্যতম আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর নিউজার্সী শাখা। এটি তাদের ৪র্থ শাখা। প্যাটারসনের মেয়র আন্দ্রে সায়েগ ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন নতুন এই শাখা অফিসটি।

ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর সিইও আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্যাটারসনের মেয়র আন্দ্রে সায়েগ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্যাটারসনের কাউন্সিলম্যান শাহিন খালিক।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর কো-সিইও এবং আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামিসহ কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর সিইও আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি এবং কো-সিইও আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামি আগত অতিথিদের স্বাগত জানান।

নিউজার্সীতে বাঙালীদের প্রাণকেন্দ্র প্যাটারসনে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর শাখা উদ্বোধনে বাঙালী কমিউনিটিতে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। অফিসটি পেয়ে ভীষন খুশি প্রবাসী বাংলাদেশীরা। উপস্থিত কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করে বলেন, সেবার মাধ্যমে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং কমিউনিটিতে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। তাদের প্রত্যাশা নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্নে সহায়তা সহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার নিশ্চয়তা থাকবে এখানে।

ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর সিইও আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি বলেন, ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর অনন্য সেবা এবং সাফল্যের ধারাবাহিকতায় নিউজার্সীতে ৪র্থ শাখা যাত্রা শুরু করলো। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবায় প্রতিষ্ঠানটি গড়তে পেরে মহান আল্লার নিকট অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি বলেন, নিউইয়র্কে ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসের জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে কমিউনিটিতে সেবা দিয়ে আসছে। গ্রাহকদের সুবির্ধার্থে এখন থেকে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর সকল সেবা প্রদান করা হবে এ অফিস থেকে।

ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর কো-সিইও আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামি জানান, কাস্টমারদের বিপুল চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর নিউজার্সীতে শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নেন তারা। তিনি জানান, অনেক শুভাকাঙ্খী-কাস্টমার তাদেরকে নিউজার্সীতে শাখা খোলার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। তাদের প্রত্যাশা পূরণে কমিউনিটির সেবায় নিউজার্সী শাখাটি কাজ করে যাবে।

আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামি জানান, ট্যাক্স সিজন উপলক্ষে নিউজার্সী শাখাটি প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত গ্রাহকদের সেবায় খোলা থাকবে। শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড় থাকবে।

কর্তৃপক্ষ সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে তাদের নিউজার্সী শাখার গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে সময় স্বল্পতা এবং নানা ব্যস্ততার কারণে অনেককেই আমন্ত্রণ জানাতে পারেননি বলে গভীর দু:খ প্রকাশ করেন। অফিস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। নিউজার্সী অফিস : ৬৩ ইউনিয়ন বোলেভার্ড, টটোয়া, নিউজার্সী, যুক্তরাষ্ট্র। ফোন: ৬৪৬-২৯৫-৩৮১১।
www.dynamicsrv.com

WE ACCEPT EBT
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (February 09 - 15, 2024) | Promo Code : PSP18
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE
SALE $3.49/LB BEEF WITH BONE SINA MIX
SALE $6.99/LB WHOLE SHEEP
3 KG SALE $13.99/EA ROHU
SALE 2/$5.00 250 GM HAOR BRAND BAILA GURA
250 GM SALE $3.99/EA HAOR BRAND ROHU EGG BLOCK
SALE $4.99/EA 500 GM SHAHJALAL KOI BLOCK
SALE 3/$5.00 KESKI TRAY (HAOR)
SALE 2/$6.99 250 GM HAOR BRAND MOLA BLOCK
SALE $5.99/EA 500 GM SHAHJALAL LOTIA MIX
SALE $9.99/EA 21/25 2 LB BAG EZ PEELED SHRIMP
SALE $5.99/EA 500 GM PER PACK TAPOSHI LOOSE
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE 2/$13.99 25 PCS KAWAN PARATHA
SALE 3/$5.00 300 GM SHAHAJALAL KOCHUR LATI
SALE $3.99/EA 600 GM ALI MIA'S NOODLES
SALE 4/$5.00 106 GM BRUNSWICK OIL SARDINE
SALE 2/$6.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $14.99/EA 5 LTR PREEMA'S SUNFLOWER OIL
SALE 5/$5.00 14.01 OZ HOBBI CHICK PEAS
SALE 2/$6.99 REGULAR MILK GALLON
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (February 09 - 15, 2024) | Promo Code : PSP58
SALE $2.49/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $2.49/LB CHICKEN BREAST & THIGH
SALE $14.99/EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE $24.99/EA SIZE 10/12 HILSHA
SALE 2/$10.99 SIZE 1.5 KG ROHU
SALE $2.99/LB SIZE 5 KG ROHU
SALE $3.49/LB PANGASH WHOLE
SALE $2.99/LB SIZE 1-2 KG PUTI
SALE $3.49/LB SIZE 5/7 TILAPIA FILLET
SALE 2/$5.00 250 GM CF KOI BLOCK
SALE 2/$14.99 25 PCS KAWAN PARATHA FAMILY PACK
SALE $5.99/EA 16 PCS SAWERA TANDORI NAN FAMILY PACK
SALE $34.99/EA 50 LB With Additional Purchase of $100 DELTA PARBOILED RICE
SALE $29.99/EA 50 LB RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE $9.99/EA 10 LB PREEMA'S EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE
SALE $9.99/EA 2 LT LAXMI MUSTARD OIL
SALE $12.99/EA 1 GALLON CRISCO CANOLA / VEGETABLE OIL
SALE $11.99/EA 900 GM ANCHOR MILK POWDER
SALE $11.99/EA 1 KG RED LABEL TEA
SALE 2/$7.99 4 LB SHEHZADA BESAN
SALE 2/$6.99 24 OZ MEHERBAN PITTED DATES
SALE 2/$3.00 400 GM OVIJHAT PUFFED RICE
SALE $2.99/EA 6 PK SHEHZAN MANGO JUICE
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
WORK
AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

☑ BUSINESS INCOME TAX RETURN
☑ PERSONAL INCOME TAX RETURN

OTHER SERVICES

Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.

এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)

OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000

OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556

OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654

OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555

REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer

টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP

SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP

sunmanexpress.com
718-505-2224

GOLDEN AGE
HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

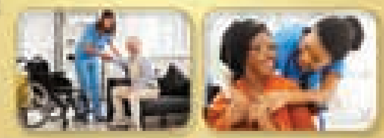

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন ’ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

INTERNAL MEDICINE · ASTHMA DIABETES CENTER · CARDIOLOGY · PHYSICAL THERAPY · UROLOGY · GYNECOLOGY · PODIATRY · GASTRO-ENTEROLOGY · ORTHO-PEDICS · HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি পরিবর্তন করেনি যুক্তরাষ্ট্র

নিউজ ডেস্ক

ভিসা নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে নীতির কোনো পরিবর্তন করেনি যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় ৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার বাংলাদেশ ইস্যুতে করা প্রশ্নে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানান স্টেট ডিপার্টমেন্টের উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল।

একই সঙ্গে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য শ্রম আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন।

তাঁর কাছে এক সাংবাদিক জানতে চান, বাংলাদেশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। এ নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষিতে যারা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করেছে তাদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির অধীনে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের বিষয়ে কি আমি জানতে পারি?

এ প্রশ্নের জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, এই নীতির কোন পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু জানি না আমি। আমার অনুধাবন হলো, এই নীতি অস্তমিত হয়নি। কারণ, নির্বাচন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। জানানোর মতো কোনো আপডেট নেই আমার কাছে।

বেদান্ত প্যাটেল

এ পর্যায়ে সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান- এখনও কি সেই নীতি বিদ্যমান?

জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, হ্যাঁ, নীতিতে কোনো পরিবর্তন নেই।

তার কাছে সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করেন। জানতে চান- বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীকে নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে নতুন করে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে বাংলাদেশ। আরেকটি আদালতের নির্দেশের মাধ্যমে তার বিদেশ সফরের সক্ষমতা বাধাগ্রস্ত করছে সরকার।

১২৫ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সহ ২৪৩ জন বিশ্বনেতার একটি জোট প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে বিচারিক হয়রানি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সিনেটর ডিক ডারবিনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের উভয় পক্ষের ১২ জন সিনেটর তার বিরুদ্ধে সব রকম হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়কে কোন দৃষ্টিতে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়?

জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, অন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের তোলা উদ্বেগ নিয়ে আমরাও অভিন্ন উদ্বেগ জানাই। সেটা হলো এই মামলাগুলো বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহারকেই ফুটিয়ে তোলে। এটা হলো ডক্টর ইউনূসকে ভীতি প্রদর্শনের একটি পন্থা। যেহেতু আপিল প্রক্রিয়া চলমান তাই ডক্টর ইউনূসের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আমরা উৎসাহিত করি।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগোলেন ট্রাম্প

রওশন হক

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা খেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার 'ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া'র আদালত রায় দিয়েছে, ক্যাপিটল হিলে হিংসার প্ররোচনার অভিযোগ থেকে মুক্তি পাননি তিনি। ওই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিচারপর্ব চলতে পারে বলেও জানিয়েছে আদালত। এর ফলে চলতি বছরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্প বাধার সামনে পড়তে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প পরাস্ত হয়েছিলেন তাঁর ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের কাছে। কিন্তু ট্রাম্প এবং তাঁর সমর্থকেরা ভোটের ফল মানতে পারেননি। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি আমেরিকার ক্যাপিটলে ট্রাম্পের সমর্থকেরা হামলা চালান। সেখানে ট্রাম্পের যে 'ভূমিকা' ছিল, তা এর আগে জানিয়েছিল কলোরাডো প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালত।

ওই রায়ের জেরে আমেরিকার ইতিহাসে ট্রাম্পই প্রথম প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী যাঁকে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের 'অযোগ্য' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। চলতি বছরের নভেম্বরে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আপাতত প্রদেশগুলি তৈরি হচ্ছে প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য। দেশের বর্তমান এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দু'জনেই আরও এক বার পরবর্তী নির্বাচনী দৌড়ে প্রার্থী হিসেবে নাম লিখিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই কয়েকটি প্রদেশের আদালত ঘোষণা করেছে, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্য নন।

সিটিজেন্স ফর রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড এথিক্স ইন ওয়াশিংটন' নামে একটি রাজনৈতিক নজরদারি সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারেও নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে কলাম্বিয়ার আদালতের ঘোষণা, বিদায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে সে দিন (ক্যাপিটল হিংসা) ট্রাম্প যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাতে ফৌজদারি মামলার হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া সাংবিধানিক কাঠামোয় সম্ভব নয়। আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, "২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট ভোটের ফল জোর কর পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ট্রাম্প।"

সব কিছু ছাপিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের প্রাথমিক (প্রাইমারি) নির্বাচনে জয় পেলেন তিনি। অন্যদিকে, সে ভাবে প্রচারে না নেমেও ওই একই আসনে ডেমোক্র্যাটদের হয়ে জয় পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।নিউ হ্যাম্পশায়ার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন। সেই আসনে প্রাথমিক নির্বাচনের জয়ের কারণে ট্রাম্প রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন পেতে এবং হোয়াইট হাউস দখলের জন্য বাইডেনের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তবে, নিউ হ্যাম্পশায়ারের আসনে জেতার পর তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তথা তাঁরই প্রাক্তন অধস্তন নিকি হ্যালি প্রতিযোগিতার বাইরে থাকলেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, ১৪ শতাংশ ভোট গণনা করার পর দেখা যায়, হ্যালির থেকে ট্রাম্প অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রহর যত এগিয়ে আসছে, ততই দিকে দিকে জমে উঠছে তরজা। নিকি না ট্রাম্প, রিপাবলিকান দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কে হবেন, সেই লড়াইও রীতিমতো জমে উঠেছে।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH)
UAE (DUBAI)
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
SCHENGEN VISA
EUROPE
BANGLADESH
CANADA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
UK (LONDON)
BRAZIL
CHINA
THAILAND
INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2
EB3
L1A
EB5
SIJS
VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812
টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে ঢাবিতে বিক্ষোভ

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের ২৩ জন নাগরিককে তুলে নিয়ে যাওয়া, বিজিবির সদস্য রইসউদ্দীনকে গুলি করে হত্যার মতো ঘটনাগুলোকে ‘ভারতীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একদল শিক্ষার্থী। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মুসাদ্দিক আলী ইবনে মুহাম্মদ, আইন বিভাগের সাখাওয়াত জাকারিয়া, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সামিয়া ইসলাম প্রমুখ। মুসাদ্দিক আলী ইবনে মুহাম্মদ বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে অনেক দেশের সীমানা রয়েছে, সেই সীমানাগুলোতে তো মানুষকে মারা হয় না।

‘ঈদ ফর নিউইয়র্ক’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমরা সকলেই জানি কোনটি খ্রিস্টমাস ডে। অথচ আপনারা কেউই জানেন না কোনটি ঈদের দিন।

তিনি উল্লেখ করেন, আমরা মুসলমান হিসেবে প্রতিটি দিন, ক্ষণ একটি বাজে অভিজ্ঞতায় অতিবাহিত করছি। আমাদের পোশাক নিয়েও বিব্রত হতে হচ্ছে চলতি পথে, ঘরের বাইরে, শ্রেণীকক্ষেও। এমন অবস্থায় ২০১৫ সালে কিছুটা হলেও স্বস্তি এসেছে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে ঈদের দিনকে ছুটি ঘোষণার বিল পাশ হওয়ায় মধ্য দিয়ে। সে আলোকে আমি সারা নিউইয়র্কে দুই ঈদের দিনকে ছুটি ঘোষণার প্রত্যাশা করছি আলবেনীর কাছে। এ বক্তব্যের পর সকলেই ‘ঈদ ফর নিউইয়র্ক’ স্লোগানে গোটা পার্লামেন্ট ভবনকে প্রকম্পিত করেন। অংশ নেন প্রস্তাবিত বিলে স্বাক্ষরকারিরাও। এই দাবির পক্ষে সোচ্চার সংগঠনগুলোর অন্যতম ‘সাউথ এশিয়ান ফান্ড ফর এডুকেশন, স্কলারশিপ অ্যান্ড ট্রেনিং’ তথা স্যাফেস্ট’র প্রতিষ্ঠাতা-সিইও মাজেদা উদ্দিন।

বিলে এখন পর্যন্ত স্বাক্ষরকারি সিনেটরদের মধ্যে রয়েছেন রোবার্ট জ্যাকসন, লুইসন সেপুলভেদা, মনিকা মার্টিনেজ, এ্যান্ড্রু গাউনারডেস, ডিন ম্যুরে, জেলনোর মাইরি, কেভিন এস পারকার, জুলিয়া সালাজার, টবি অ্যান স্টভিস্কি, কেবিন থমাস, জ্যাক এস মার্টিন্স, ব্র্যাড হোইলমেন-সিগ্যাল। অ্যাসেম্বলীম্যানের মধ্যে আছেন জোহরান মামদানী, নাদের জে সায়েঘ, সারাহানা শ্রেষ্ঠ্য, হারভে স্টাইন, জেফরিয়ন অব্রে, জন জ্যাকারো, ইউডেলকা তাপিয়া, ফিলিপ র‍্যামোস, ক্রিস ব্রডরিক, জেসিকা গঞ্জালেজ-রোজার্স, স্টিভেন রাগা, ডেভিড ওয়েপ্রিন, স্যাম বার্গার, উইলিয়াম কোল্টন, নাইলি রোজিক, এইলিন গুন্থের, জর্জ অ্যালভেরেজ, মিশেল সোলেজেস, স্টিভ স্টেম প্রমুখ।

‘যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের বন্ধু’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখেনা। বাংলাদেশি আমেরিকান হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান অবনিতশিল সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা যুক্তিসংগত কারণেই উদ্বিগ্ন। এই অবস্থা চলতে থাকলে তা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের যে দিরগস্থায়ি বন্দুত্তপুরন সম্পর্ক রয়েছে সেখানে চিড়ল ধরাতে পারে এবং তার ফলে পারস্পরিক অংশিদারিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমরা বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এবং গণমাধ্যমকে মার্কিন বিরুধী বক্তব্য বন্ধ এবং তা অনুৎসাহিত করার আহবান জানাচ্ছি।বাংলাদেশ সরকার এবং এ দেশের জনগণকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, এবং সামরিক সহযোগিতাসহ নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য নতুন প্রত্যয়ে পথ চলা শুরু করতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভু-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চলমান বৈশ্বিক কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সমজোতা রয়েছে তা পুনরুত্ততানের স্বার্থে উভয় দেশেরই পারস্পরিক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। দুই দেশের স্বার্থের জন্যই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ উভয় দেশই একটি নিরাপদ এবং উজ্জ্বল আগামীর জন্য এক সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রেই। ২০১৭ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ৪৬০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করেছে যা বাংলাদেশি টাকায় পাঁচ হাজার কোটী টাকা। একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা ৫.৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে আমেরিকার রফতানির পরিমাণ ছিল ১.৫ বিলিয়ন ডলার। সংখ্যা যেহেতু মিথ্যা বলেনা, ৪.২ বিলিয়ন ডলারের ব্যবধানের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যে বাংলাদেশের দিকেই পাল্লা ভারি।

বিদেশে শিক্ষার গন্তব্য হিসাবে বাংলাদেশি শিক্ষারথীদের পছন্দের শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকা হচ্ছে অন্যতম।যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থী প্রেরণের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩ তম এবং গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষারথি তিনগুন বেড়েছে। ২০১১-২০১২ শিক্ষা বছরে যেখানে ৩,৩১৪ জন শিক্ষার্থী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল সেখানে ২০২১-২০২২ শিক্ষা বছরে তা ছিল ১১,০০০।

আমেরিকা থেকেই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আসে। ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক অর্থ সময়ের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশিরা ৯৬৬.৮৯ মিলিয়ন ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১০ হাজার কোটী টাকা প্রেরণ করেছে। এই বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের পরিমাণ ছিল ২০২১ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক অর্থ সময়ের ১৬ ভাগ বেশি।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলসহ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ বিরুধী লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বস্ত এবং পরিক্ষিত বন্ধু।সর্বোপরি বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং সুন্দর আগামী বিনির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র সব সময় বাংলাদেশের মানুষের পাশে রয়েছে। স্নায়ু যুদ্ধকালীন বৈশ্বিক রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে থাকলেও এটি সর্বজনবিদিত যে সেসয় যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১লা অগাস্ট নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে কালজয়ী সংগীত শিল্পী জর্জ হেরিসন আয়োজিত কনসার্ট ফর বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষের ঢলই প্রমাণ করেছিল যে মার্কিন আপামর জনগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে রয়েছে এবং বাঙ্গালিদের দুর্ভোগের সময় তাদের পাশে রয়েছে।যুদ্ধকালীন সময় ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর টেড কেনেডি ভারতে বাঙ্গালি শরণার্থী শিবিরে ঘুরে ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে বাঙ্গালিদের দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরেছে এবং পাকিস্তানি নৃশংসতার বিরুদ্ধে মার্কিন মানুষকে সোচ্চার করে তুলেছেন।বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদানের এরকম হাজারটি উদারন রয়েছে।

১৯৭১ সালের এ উদারনগুলোর মতই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২ বছর পরেও আমেরিকার জনগণ বাংলাদেশের মানুষের সাথে রয়েছে এবং এ দেশের মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন এবং একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশি মানুষের জন্য একটি উজ্জ্বল এবং উন্নত আগামীর জন্য কাজ করতে বদ্ধ পরিকর। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা , সামরিক সহযোগিতাসহ নানা ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অংশিদারিত্ত এবং অবদানের হিসাব দেখেলে এটি দিবালোকের মতই স্পষ্ট দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বৈদেশিক নীতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার বাড়ানোর জন্য রাশিয়া এবং চীন হয়ত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের একটি দূরত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু, আমরা মনে করি বাংলাদেশকে অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার দিকটি মূল্যায়ন করে দুই দেশের দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পথকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

বাংলাদেশি আমেরিকান হিসাবে আমরা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সকল দলের নেতা কর্মী, এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের আপামর জনগণকে আমেরিকা বিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের মধ্যে কালিমা লেপন না করার জন্য আহবান জানাই। বাংলাদেশের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দদের ক্রমাগত আমেরিকা বিরোধী বক্তব্যের ফলে বাংলাদেশে ধিরগস্থায়িভাবে আমেরিকা বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশ সহ অনন্যা মুসলিম দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোতে ধিরগ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। এতে আর যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব দৃঢ় হবেনা। যদি যুক্তরাষ্ট্রের কোন বক্তব্য বা কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ অসন্তোষট হয়, তবে কূটনীতি এবং দুই দেশের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমেই তার সমাধান করতে হবে। ক্রমাগত মার্কিন বিরোধী বক্তব্য সম্পর্ক আরও খারাপ বৈ ভাল করবেনা।

ডঃ দিলওয়ার আরিফ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অ্যালাব্যামার ডিজিটাল সাংবাদিকতার সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাজুয়াট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, এবং ইউএসএ ফ্যাকাল্টি সিনেটের সদ্য বিদায়ি সভাপতি।

যুক্তরাষ্ট্রে এবার দুই বুড়ো’র নির্বাচন?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাব্যস্ত হ’ন তাহলে কিহবে?

নেভাদা ককাস পরবর্তী প্রাইমারি, নিকি’র নিজস্ব ষ্টেট সাউথ ক্যারোলিনা, শনিবার ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪। ডেলিগেট সংখ্যা ৫০। নিকি হেলি’র জন্যে অগ্নিপরীক্ষা। হেলিকে জিততে হবে, কিন্তু গভর্নর তাঁর বিপক্ষে, সাউথ ক্যারোলিনা অনেকটা রক্ষণশীল, অন্তত: নিউ-হ্যাম্পশায়ার থেকে রক্ষণশীল। আরো প্রশ্ন, নিকি কি পারবেন ট্রাম্পের আক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে? হেলি বলছেন, বাইডেনকে তিনি হারাতে সক্ষম, রিপাবলিকানরা তা শুনছেন না, কারণ ট্রাম্পও বাইডেনকে হারাতে সক্ষম। জরিপ বলছে, ট্রাম্প অথবা নিকি দু’জনই বাইডেনকে হারাতে সক্ষম।

নিকি’র যুক্তি: নিকি হেলি সর্বত্র জোরালোভাবে বলেছেন যে, গত ৮টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মধ্যে ৭টি-তেই রিপাবলিকানরা পপুলার ভোটে হেরেছে, এবং এটি কোন গর্বের বিষয় নয়। গত ডিসেম্বরে (২০২৩) ওয়াল ষ্ট্রীট জার্নাল জরিপে বলা হয়, নিকি ও বাইডেন সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে নিকি ১৭ পয়েন্টে প্রেসিডেন্টকে হারাতে সক্ষম। নিকি হেলি রিপাবলিকান ভোটারদের বোঝাতে চাচ্ছেন যে, ২০২০তে ডেমোক্রেটরা যেনতেন উপায়ে ট্রাম্পকে হারাতে সচেষ্ট ছিলো, তাই তাঁরা বাইডেনকে প্রার্থী করেন। ২০২৪-শে রিপাবলিকানরা মরিয়া হয়ে বাইডেনকে হারাতে চান, নিকি’র পক্ষে সেটি সম্ভব, তাই তিনিই হওয়া উচিত রিপাবলিকান প্রার্থী। এরপরও নিকি আইওয়া, নিউ-হ্যাম্পশায়ারে হেরেছেন, আইওয়াতে ট্রাম্পের সাথে ব্যবধান ৩০%’র ওপরে এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারে ১১%, নিজ রাজ্য সাউথ ক্যারোলিনায় তিনি হারবেন বলে মিডিয়া জানাচ্ছে। রিপাবলিকানরা নিকি’র যুক্তি এ কারণে মানছেন না যে, জরিপ দেখাচ্ছে, ট্রাম্পও এবার বাইডেনকে হারাতে সক্ষম।

এ মুহূর্তে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেট দল মোটামুটি স্বীকার করছে যে, ট্রাম্প

> **এ সময়ের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ট্রাম্প কি আদৌ নির্বাচন করতে পারবেন? তার নাম কি ব্যালটে থাকবে? এরচেয়েও ভয়ংকর প্রশ্ন, ৬ই জানুয়ারি ২০20 ক্যাপিটল হীল রায়টে তাঁকে কি বিদ্রোহী বা নৈরাজ্যসৃষ্টিকারী বলা যাবে?**

জিওপি প্রার্থী হচ্ছেন, এবং বাইডেন তো আছেনই। বাইডেনের রানিং মেট কমলা হ্যারিসও আছেন। ট্রাম্পের ভিপি কে হচ্ছেন? ওয়াসিংটন পোষ্টের লেখক এরোন ব্লেক একটি তালিকা বানিয়েছেন। তালিকায় স্থান পেয়েছেন, নিউইয়র্ক কংগ্রেসওমেন এলিজা স্টিফেনিক, সাউথ ক্যারোলিনার সিনেটর টিম স্কট, আর্কানসাসের গভর্নর সারাহ হাক্কাবি স্যান্ডার্স, ফ্লোরিডার গভর্নর রণ ডিস্যান্টিস, সাউথ ক্যারোলিনার সাবেক গভর্নর নিকি হেলি, সাউথ ডাকোটার গভর্নর ক্রিস্টি নোয়াম, ওহাইও’র সিনেটর জে.ডি.ভ্যান্স, ২০২২-এ আরিজোনার গভর্নর রেসে পরাজিত প্রার্থী, টিভি এঙ্কর কারী লেক এবং ব্যবসায়ী বিবেক রামস্বামী।

এ সময়ের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ট্রাম্প কি আদৌ নির্বাচন করতে পারবেন? তার নাম কি ব্যালটে থাকবে? এরচেয়েও ভয়ংকর প্রশ্ন, ৬ই জানুয়ারি ২০২০ ক্যাপিটল হীল রায়টে তাঁকে কি বিদ্রোহী বা নৈরাজ্যসৃষ্টিকারী বলা যাবে? ইউএস সুপ্রিমকোর্ট ফেব্রুয়ারিতে এনিয়ে যুক্তিতর্ক শুনবেন এবং রায় দেবেন। কলোরাডো সুপ্রিমকোর্ট ইতিমধ্যে রায় দিয়েছে যে, সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী অনুযায়ী ট্রাম্প বিদ্রোহী, এবং প্রার্থী হতে পারবেন না, অর্থাৎ ব্যালটে তার নাম থাকবে না? অপর ষ্টেট মেইন-এ ট্রাম্পের ভাগ্য ঝুলন্ত। ইউএস সুপ্রিমকোর্ট যদি ট্রাম্পকে অযোগ্য ঘোষণা করে তবে নিকি’র ভাগ্য খুলে যাবে। সুপ্রিমকোর্ট কলোরাডোর মামলার রায় বাতিল করে দিলে ট্রাম্পের ভাগ্য খুলবে। সুপ্রিমকোর্ট দায়িত্ব না নিয়ে বিভিন্ন স্টেস্টের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেও ট্রাম্পের জন্যে অসুবিধা, কারণ ডেমোক্রেট রাজ্যগুলো তখন তাঁকে ব্যালটের বাইরে রাখতে মামলা করবে।

রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি বৃহস্পতিবার (২৪জানুয়ারি) প্রাইমারি চলা অবস্থায়ই ট্রাম্পকে ‘আপাত দলীয় প্রার্থী’ ঘোষণার একটি খসড়া প্রস্তাব আনতে চাইলে ট্রাম্প তাতে বাঁধ সাধেন, এবং বলেন, দলীয় ঐক্যের স্বার্থে তিনি প্রথাগতভাবে ভোটে জিতে আসতে চান। এরপর প্রস্তাবটি আর উত্থাপিত হয়নি। ইউনাটেড অটো ওয়ার্কার্স প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে। ট্রাম্পের সাবেক দুই উপদেষ্টা পিটার নাভারো ও ষ্টিফেন কে.ব্যানন-কে কংগ্রেস অবমাননার দায়ে ৪মাসের কারাদন্ড দিয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টা নাভারো এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টা ব্যানন ৬ই জানুয়ারির বিদ্রোহ নিয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে সাক্ষী দিতে অপরাগতা জানিয়েছিলেন। সদ্য বাইডেন পুত্র হান্টার বাইডেন কংগ্রেসে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃতি জানান, দেখা যাক তার ভাগ্যে কি ঘটে?

ট্রাম্প শনিবার (২৭ জানুয়ারি) লাস-ভেগাসে (নেভাদা) বলেছেন, বাইডেনের ‘বর্ডার সিকিউরিটি বিল’ একটি ভয়ঙ্কর বাজে বিল, এটি অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট আগমন ঠেকানোর জন্যে নয়, বরং উল্টো। তিনি জানান, হাউস স্পিকার মাইক জনসন বলেছেন, কংগ্রেসে আসার সাথে সাথে এটি মারা পড়বে। ট্রাম্প টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ এবোট-কে সমর্থন জানিয়ে বলেন, আমি ইমিগ্র্যান্ট স্রোত ঠেকাতে গভর্নরকে সহায়তা দেবো। অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট ঠেকাতে টেক্সাস বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, বাইডেন প্রশাসন সেটি রোধে মামলা করে জিতেছে, কিন্তু টেক্সাস গভর্নর ছাড়বার পাত্র নন, সংগ্রাম চলছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রাম্প টেক্সাসকে সমর্থন জানালেন।

দীর্ঘতম নির্বাচনি বিতর্কে উত্তপ্ত হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরস্পর হামলা করার আবহ এবার নেই। এবারে আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে বাইডেন বনাম ট্রাম্প বিতর্ক। এ বিতর্ক যেমন সমর্থকদের মধ্যে, তেমনি আমেরিকার পুরো রাজনৈতিক বিতর্ক এখনই বাইডেন এবং ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে।

২০20 সালের নির্বাচন নানা কারণে ব্যতিক্রম ছিল। কোভিড মহামারির সময়ের নির্বাচন। জো বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি বেসমেন্ট থেকে প্রচারণা চালাচ্ছেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মহামারি সামাল দিতে তাঁর ব্যর্থতা নিয়ে রাজনৈতিক হামলা তুঙ্গে ছিল। ২০20 সালে আমেরিকার জাতীয় রাজনৈতিক বিতর্কে এবং ফলাফলে দেশটির রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপের আদল বদলানোটা প্রকাশ্য হয়ে উঠে। উদারনৈতিক , মধ্যপন্থি এবং চরম রক্ষণশীলদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠে।

আমেরিকার ভোটারদের কাছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স ও শারীরিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় টার্মে দেশ পরিচালনায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মানসিক শক্তি নিয়ে কথা উঠেছে। কোন প্রেসিডেন্টের সামান্য ভুল সিদ্ধান্ত দেশের জন্য কী মূল্য নিয়ে আসবে, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছে। সাবেক স্পীকার ন্যান্সি পেলোসির নাম নিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিকি হ্যালির নাম সম্প্রতি বারবার বলছিলেন। তাঁর এ বিভ্রান্তি রাজনৈতিক আলাপে, বাইডেনের কর্মক্ষমতা নিয়ে আলোচনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমেরিকার এখনকার রাজনৈতিক বিতর্ককে অনেকেই বোরিং বলছেন। দুই দলের বাইরে তৃতীয় কোনো প্রার্থীর কথাও আলোচনা হচ্ছে সর্বত্র। এরপরও আবারও বাইডেন-ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমেরিকার অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নানা সংশয় কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। জ বাইডেন আমেরিকার রাজনীতিতে বিরাজ করছেন অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় থেকে। অপরদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প এ প্রজন্মের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা, যিনি একটি মতাদর্শের আমেরিকানদের ঐক্যের চূড়ান্ত প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার পরিচালিত গত জানুয়ারি মাসের এক জনমত জরিপে দেখা গেছে , আমেরিকার ৬৭ শতাংশ মানুষ বাইডেন এবং ট্রাম্পকে আবারও প্রার্থী দেখতে চায় না। উভয় প্রার্থী নিয়েই অধিকাংশ মানুষ তাদের বিরক্তির কথা জানিয়েছে জনমত জরিপে। নতুন কোন প্রার্থীকে দেখার আকাঙ্ক্ষা থেকে কোন তৃতীয় প্রার্থী বা তৃতীয় দলের আবির্বাব হবে কি না, এ নিয়েও কথা বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। গত বছরের গালাপো জরিপে দেখা গেছে আমেরিকার ৬৩ শতাংশ মানুষ তৃতীয় পার্টিকে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখতে চায়। আমেরিকার গত ২০ বছরের ইতিহাসে তৃতীয় পার্টি নিয়ে এমন উৎসাহ আর দেখা যায়নি। এমন উৎসাহের মধ্যেই আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় কোন প্রার্থীর নির্বাচনে জয় নিয়ে কোন সম্ভাবনার কথা অবশ্য কাউকে বলতে শুনা যায়নি।

কেনেডি পরিবারের রোবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা চালাচ্ছেন। জনমত জরিপে সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্য যেকোনো প্রার্থীর চেয়ে বেশি মানুষের সমর্থন রয়েছে তাঁর প্রতি। কুইনিপিক ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে ১৪ শতাংশ লোকজনের সমর্থন রয়েছে তাঁর প্রতি। যদিও তাঁর এ জনপ্রিয়তা বাইডেন বা ট্রাম্পের চেয়ে ২০ শতাংশ কম।

নির্বাচনের চূড়ান্ত বিতর্ক শুরু হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে মামলা ও বিচার সংক্রান্ত নাটকীয়তা আরও জমে উঠবে। এরমধ্যেই যৌন পীড়নের এক মামলায় তাকে দায়ী বলে আদালত রায় দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধ আইনের মামলাগুলোও বেশ সক্রিয়। নির্বাচনের আগেই রিপাবলিকান দলের এ প্রার্থী আদালতে দণ্ডিত একজন অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। এমন বাস্তবতা রিপাবলিকান দলের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দলীয় নির্বাচনে একদিকে তাঁর প্রার্থীতা প্রায় নিশ্চিত। অপরদিকে আদালতে দণ্ডিত হলে ভোটের মাঠে দাপট দেখালেও রিপাবলিকান দলকে নৈতিক প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হবে। এ কারণেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অপরাধ মামলাগুলোর বিচারকাজ পিছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন তাঁর আইনজীবীরা।

আমেরিকার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ইসরাইল- গাঁজা যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন হামলা, ট্রাম্পের মামলা , সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে আগামী ৯ মাস আমেরিকার রাজনৈতিক মাঠে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। সুইং স্টেট সহ বিশেষ বিশেষ এলাকায় পরস্পরকে হামলা করে ব্যয়বহুল টিভি প্রচারণা সহ উত্তেজনাকর দীর্ঘ প্রচারণার জন্য উভয় প্রার্থীর প্রচারণা শিবির প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। প্রার্থীদের এমন উত্তেজনা ও প্রস্তুতিতে আমেরিকার জনগণ কীভাবে সারা দেবে , এ নিয়ে এখনই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছেন না কোন বিশ্লেষকরাই।

সরকারের মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সীমান্তে আবার যুদ্ধের দামামা। বান্দরবান, কক্সবাজার সীমান্তে প্রতিদিনি গোলাগুলি হচ্ছে। গত মঙ্গলবার মিয়ানমারের মর্টারশেলে মারা গেছে এক বাংলাদেশিসহ দুই জন। সীমান্তে অভ্যান্তরীণ যুদ্ধের কারণে বান্দবানের অনেক গ্রাম থেকে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছেন বাংলাদেশিরা। স্কুল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কমপক্ষে ৫টি। যুদ্ধের ধামামা আগামীতে কোথায় গিয়ে দাড়াঁয় তা কেউ বলতে পারছে না। যার উদাহরণ হচ্ছে গত তিন দিনে এ পর্যন্ত ৩২৭ বিজিপি, সেনা সদস্য বাংলাদেশের বিজিবির কাছে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যদিকে নতুন মোড় নিচ্ছে ভূরাজনীতির । এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সত্যি সত্যি “ মরার উপর খরার ঘাঁ” অবস্থায় আছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, মিয়ানমার সীমান্ত ছাড়াও সরকারের জন্য বড় মাথা ব্যাথা হচ্ছে ভারত –বাংলাদেশ সীমান্ত। কারণ এ সীমান্ত দিয়েও প্রায় সময় বাংলাদেশিদের হত্য করছে ভারতের বিএসএফ।

কি হচ্ছে সীমান্তে

২০২০ সালের পর মিয়ানমারে কমপক্ষে ১৪টি জাতি গোষ্ঠীর সাথে সেই দেশের জান্তা বাহিনীর যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধে বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং বান্দরবান সীমান্তে আরাকান আর্মির সাথে ক্ষমতাসীন জান্তা বাহিনীর যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ওপারে মিয়ানমার সীমান্তে গত এক সপ্তাহ ধরে থেমে থেমে মর্টার শেল ও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোলাগুলির শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন উখিয়ার পালংখালী এবং টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং, হ্নীলা ও সাবরাং ইউনিয়নের বাসিন্দারা।

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুম সীমান্তের পশ্চিম কূল গ্রামের আবুল কালামের বসতবাড়ি। গ্রামের সামনে ছোট একটি মুদি দোকান চালান তিনি। এ বাড়ি থেকে ২০০ শো ফিট দূরে মিয়ানমারের কাটা তারের বেড়া। তার পড়েই মিয়ানমারের বডার গার্ড পুলিশের তমব্রু ঘাঁটি।

ওই তমব্রু ঘাটি থেকে আরকান আর্মি ছোড়া একটি গুলি প্ল্যাস্টিকের দরজা ভেদ করে এসে লাগে ঘরের দেয়ালে আঘাত লাগে। আবুল কালামের বাড়ির পূর্ব দিকে কাটা তারের সীমান্ত লাগোয়া বাড়িতে থাকেন কৃষক নুরুল বাশার। সেখানে রোববার বিকেলে পড়ে মিয়ানমার থেকে আশা মর্টার শেল। এরপরই বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান তারা। এ সীমান্ত পরিস্থিতি এখন থমথমে। আতঙ্কে ছেড়ে যাওয়া এ গ্রামের কেউ ফিরতে শুরু করলেও। বেশিরভাগ এখনই রয়েছে উখিয়া কুতুপালং সহ আত্মীয়দের বাসায়। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮৩ কিলোমিটার। এর বড় অংশ পড়েছে বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায়। কয়েক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ জোরালো করেছে আরাকান আর্মিসহ কয়েকটি গোষ্ঠী। আর এ কারণে আতঙ্ক বাড়ছে তমব্রু সীমান্তে। এ সংঘাতের কারণে সীমান্ত এলাকায় সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বিজিবি)। এদিকে, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ২৬৪ জনকে মিয়ানমার ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।

কি হচ্ছে মিয়ানমারে

মিয়ানমার বললে অং সাং সুচিকে বিশ্ববাসী চিনেন। সেই মিয়ানমারে ২০২০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই রাজনৈতিক ঝামেলা শুরু হয়। নির্বাচনে সাবেক স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চির ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) সেনাসমর্থিত দলকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে। সংবিধান সংশোধনের যে প্রতিশ্রুতি এনএলডি দিয়েছিল, তা সেনাবাহিনী মেনে নেয়নি। ২০২১ সালে সেনাবাহিনী নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে মিয়ানমারের জনপ্রিয় নেতা অং সান সু চিসহ শীর্ষ এনএলডি নেতাদের কারাগারে পাঠায়। ২০২১ সাল থেকে দেশটির প্রধান ১৪টি জাতিগত গোষ্ঠীর দলগুলো মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী বা তাতমাদো সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম জোরদার করে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র তৈরি ও বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

এসব জাতিগত গোষ্ঠীর অধিকাংশই দেশটির পশ্চিম-উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। একসময় তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কথিত থ্রি ব্রাদার্স অ্যালায়েন্স (থ্রি বিএইচএ)। এদের মধ্যে জনবল, সামরিক শক্তি ও কৌশলের দিক থেকে সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন হচ্ছে আরাকান আর্মি (এএ)। বাকি দুটি হচ্ছে কাচিন ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মি ও তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি।এ আরাকান আর্মি রাখাইনের ম্রাউক ইউ ও কিয়াকতাও শহরে জান্তা বাহিনীর আরও দুটি ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর দখলে নেওয়ার দাবি করেছে তারা । গত মঙ্গলবার থাইল্যান্ডভিত্তিক মি আরাকান আর্মি বলেছে, ২ ফেব্রুয়ারি কিয়াকতাও শহরে এলআইবি-৩৭৬ সদর দপ্তর দখলে নিয়েছে। এ ছাড়া মিনবিয়া, কিয়াকতাও ও ম্রাউক ইউ শহরের অন্যান্য জান্তা ঘাঁটিতে হামলা চলমান রয়েছে।

আরাকানজুড়ে রাখাইন গেরিলা-সুনামি মিজোরাম, মণিপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও বহুমাত্রিক চাঞ্চল্য তৈরি করবে। উদ্বাস্তু মানুষের আসা-যাওয়ার বাইরেও ওই চাঞ্চল্যের বাড়তি ভূরাজনৈতিক তাৎপর্য আছে।এদিকে , ২০২১ সালের ডিসেম্বরে আরাকান আর্মির প্রধান ওয়াং ম্রা নাইংয়ের বিভিন্ন মিডিয়াতে সাক্ষাৎকালে বলেছেন, তাঁরা বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলতে চান এবং সেটা উভয়ের স্বার্থে;রোহিঙ্গাদের স্বার্থেও। আরাকান আর্মি যদি এ দফায় তাদের সদর দপ্তর রাখাইনে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে বাংলাদেশকে দক্ষিণ সীমান্তে ‘সবকিছু’র জন্য তাদের সঙ্গেই কথা বলতে হবে। বর্তমান বিশ্বে অনেক রাষ্ট্রকে এভাবে ‘নন-স্টেট-অ্যাক্টর’দের বিবেচনায় নিতে হয় বাধ্য হয়ে।

ভারত এবং চীন ও জড়িয়ে পড়ছে

ভারত এবং চীনের জন্য আরাকানের ঘটনাবলি বেশ দুর্ভাবনা তৈরি করতে পারে। ভারতভূমির বাইরে আরাকানে রয়েছে তাদের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগ প্রকল্প: ‘কালাদান মাল্টি-মডেল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট’। বাংলাদেশকে এড়িয়ে জলপথে কলকাতা ও আরাকান হয়ে মিজোরামের ভেতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতকে সমৃদ্ধ করার উচ্চাভিলাষী এই প্রকল্পে কলকাতা থেকে আইজলের দূরত্ব নেমে আসতে পারত মাত্র ৯০০ কিলোমিটারে।

আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন মিডিয়ার খবরে বলা হয়, চীন সেনা শাসক এবং বিভিন্ন যুদ্ধরত গোষ্ঠী দুই গ্রুপকে অস্ত্রসহ বিভিন্নভাবে মদদ দিচ্ছে। অর্থাৎ তার যেখানে দরকার সেখানে চীন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু চিন্তার ভাজ পড়ছে বাংলাদেশের। কারণ এ ভূরাজনীতির কারণে আগামীতে বাংলাদেশের উপর কি প্রভাব পড়বে তা কেউ বলতে পারছে না। এদিকে বিষয়টি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লিতে গিয়ে ভারতের প্রধান সিকিউরিটি উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, মিয়ানমারের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ ভারতের সাথে কাজ করবে।

আমেরিকাকে দুর্বল ভেবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখনও পর্যন্ত নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমেরিকানদের বিশ্বাস করে না। ফক্স বিজনেস নিউজকে দেয়া একটি সাক্ষাত্কারে ৫১ বছর বয়সী রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নিকি বলেছেন -সমস্যা হল, ভারত বিশ্বাস করে না যে আমেরিকা জিততে পারে। তারা আমাদের নেতৃত্বকে বিশ্বাস করে না। তারা আমাদেরকে দুর্বল হিসেবে দেখে। ভারত সবসময়ই স্মার্টলি খেলেছে। তারা রাশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কারণ সেখান থেকে তারা তাদের প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম পায়। কয়েক দশক ধরে মস্কোর থেকে অস্ত্র কিনছে দিল্লি। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের অন্তর্গত ভারতেই এবার অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করতে চলেছে রাশিয়া।

গত বছরের ডিসেম্বরে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। বৈঠক করেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে।

উল্লেখ্য, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের হয়ে মনোনয়নের দৌড়ে রয়েছেন নিকি। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে ট্রাম্পের থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছেন নিকি। নেভাডা আসনের প্রাইমারি নির্বাচনেও হেরে গিয়েছেন তিনি। নিকি বলেন, আমি ভারতের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার কথা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও। ভারত আমাদের অংশীদার হতে চায়। তারা রাশিয়ার সাথে অংশীদারত্ব চায় না।

হ্যালি আরও বলেন, জাপান চীনের উপর কম নির্ভরশীল হওয়ার জন্য নিজেদের এক বিলিয়ন ডলার বাজার তৈরী করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার জোট গঠন শুরু করতে হবে বলে মনে করেন নিকি। ভারতীয়-আমেরিকান বংশোদ্ভূত এই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বলেছেন যে, চীন অর্থনৈতিকভাবে ভাল করছে না এবং আমেরিকার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গ্র্যামির আসরে তিনটি পুরস্কার জেতার পরই গ্রেফতার কিলার

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে বড় আসর গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে ৪ ফেব্রুয়ারি রোববার রাতে বসেছিল ৬৬তম আসর। এদিন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাফল্যের মুকুটে জুটল তিন তিনটি নয়া পালক। পর পর তিনটি গ্র্যামি পুরস্কার জিতলেন মার্কিন র‍্যাপ সঙ্গীতশিল্পী কিলার মাইক। কিন্তু সাফল্যের স্বাদ সম্পূর্ণ উপভোগ করার আগে হাতকড়ায় দেখা যায় সঙ্গীতশিল্পীকে। অনুষ্ঠান চলাকালে কিলারকে হাতকড়া পড়িয়ে থানায় নিয়ে যায় লস অ্যাঞ্জেলসের পুলিশ।স্থানীয় সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, হঠাৎ কেন কিলারকে আটক করা হল সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু জানায়নি পুলিশ। র‍্যাপারকে ভিআইপি গেটের কাছে একটি নিরাপত্তা কক্ষে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভিডিও প্রকাশ করেছে হলিউড রিপোর্টার।

সহিংস নির্বাচন শেষে নওয়াজের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর আগে দেশটিতে ২০১৮ সালে নির্বাচন হয়। সেবারের তুলনায় এবারের নির্বাচনে অনেক পরিবর্তন ছিল। এবারের নির্বাচনের জন্য ৪৮ বিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি বরাদ্দ করা হয়েছিল। এ ছাড়া এবার দেশটির মোট নাগরিকের মধ্যে ৫০ শতাংশ ভোটার ছিলেন। এমনকি এবারের নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ১৮ হাজার স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচন করেছেন। ব্যালট পেপার ছাপাতে ব্যবহার করা হয়েছে ২০ কোটি ৬০ লাখ কাগজ।

পাকিস্তানে এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনটি আলাদা মামলায় কারাদণ্ড পেয়ে তিনি এখন জেলে বন্দি আছেন। তবে ইমরান খান জেলের ভেতর থেকেই নিজের ভোট প্রদান করেছেন।

নির্বাচন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। এদিন সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। যা বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে। সবমিলিয়ে ৯০ হাজার ৬৭৫টি বুথে ভোট দেন সাধারণ ভোটাররা। এসব ভোট কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন ১৪ লাখ কর্মী।

এদিকে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভোটের দিন পাকিস্তানে ইন্টারনেট ও মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন করে দেওয়া হয়। ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফসহ বেশ কয়েকটি দল মোবাইল সংযোগ চালু করার দাবি জানায়।

পাক সংবাদমাধ্যম জিও টিভি জানিয়েছে, মধ্যরাতের পর ভোটের ফলাফল জানা যাবে। আর পূর্ণ ফল জানতে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে ফলাফল জানা যাবে।

ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার এক ঘণ্টা পর থেকেই ফলাফল প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলোকে।

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ ষ্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের আকর্ষনীয় এলাকায় এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের কোলাহলের কেন্দ্রবিন্দু জ্যাকসন হাইটসে (35-35 75th St Unit 105, Jackson Heights, NY 11372) এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতা, মালিকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। ফোনঃ 917-257-3580

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে(মাঝারী)একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে। $৯০০ (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট,কিচেন শেয়ার।মোবাইল :৯৭০৮১৭৭৬৫৭

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What’s App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ্ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ইরানপন্থী কমান্ডারকে হত্যার দাবি আমেরিকার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরাকে ড্রোন হামলা চালিয়ে ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীর একজন সিনিয়র কমান্ডারকে হত্যার দাবি করেছে আমেরিকা। মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, গতকাল বুধবার এই হামলা চালানো হয়। মার্কিন সেনাদের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত থাকায় ওই কমান্ডারকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আমেরিকা। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়েছে।

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বলেছে, আমেরিকার সেনা সদস্যদের ওপর হামলা ঘটনায় নিহত ওই কমান্ডারের সংশ্লিষ্টতা ছিল। হামলার জবাব দিতে গতকাল বুধবার কমান্ডারকে লক্ষ্য করে হামলা চালান হয়। তাদের দাবি, মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলার পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণের জন্য দায়ী ছিল কাতায়েব হিজবুল্লাহর ওই কমান্ডার।

সেন্টকম জানিয়েছে, হামলায় ওই এলাকার এবং কোনো বেসামরিক নাগরিকের কোনো ক্ষতি কিংবা হতাহত হয়নি। আমেরিকা জনগণের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে। তাদের সেনাবাহিনীর নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে এমন কিছুই তারা মেনে নিবে না।

কাতায়েব হিজবুল্লাহর একজন সদস্য জানিয়েছেন, জর্ডান হামলার পর মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করেছে তারা। তারা নিশ্চিত করেছে, যে আবু বকর আল-সাদি নামে তাদের একজন কমান্ডার নিহত হয়েছেন।

ইরানপন্থী আধাসামরিক বাহিনীর একটি জোটের প্রধান হাশেদ আল-শাবি এক বিবৃতিতে সাদির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আটলান্টিক সিটি ডেমোক্রেটিক কমিটির সভা

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাট কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার আটলান্টিক সিটির একটি ভেন্যুতে এই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাটিক কমিটির চেয়ারওমেন কনস্ট্যানস ডেয়েস চ্যাপম্যান।

সভায় আটলান্টিক সিটির কাউন্সিলওম্যান এট লারজ

স্টিফেনি মার্শাল, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, ডেমোক্র্যাট নেতা ওয়ালটার জনসন, আব্দুর রফিক, জাকিরুল ইসলাম খোকা, সৈয়দ মোঃ কাউসার, মো: মোক্তাদির রহমান, ডোনাল্ড হ্যারিস, জেফ ডরসি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপস্হিত ডেমোক্র্যাটিক দলীয় নেতৃবৃন্দ আগামী ১৭ মার্চ, রোববার অনুষ্ঠিতব্য আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক কমিটির ৪৯তম বার্ষিক কনভেনশন সফল করার লক্ষ্যে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত পেশ করেন এবং তারই আলোকে সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় নেতৃবৃন্দ আগামী জুন মাসে অনুষ্ঠিতব্য প্রাইমারি নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

এছাড়া সভায় ডেমোক্র্যাটিক দলীয় নেতৃবৃন্দ সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন এবং তারই আলোকে সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভার সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

জিহানের ম্যুরাল উদ্বোধন জেএফকে বিমানবন্দরে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দর নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দর।

বাংলাদেশী আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ নিউইয়র্কের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনায় মূর্যাল এঁকে মূলধারার শিল্পকর্মে নিজের অবস্থান সংহত করার পাশাপাশি কুঁড়িয়ে চলেছেন সুনাম। তারই ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আকর্ষণীয় একটি মুর্যাল একেঁছেন জিহান। ২৬ জানুয়ারি সকালে

বিমান বন্দরটির চতুর্থ টার্মিনালে আঁকা জিহানের মূর্যালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে । টার্মিনালের অফিস ভবনের চারতলার মিলনায়তনে ফিতা কেটে মুর্যালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেএফকে বিমানবন্দর এবং নিউইয়র্ক-নিউজার্সি পোর্ট অথরিটির শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ। শিল্পী জিহান ওয়াজেদ, তার পিতা সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান ও মা পারভীন আকতার অন্যান্য অতিথিদের সাথে এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিমান বন্দরের সিনিয়র ম্যানেজার কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স-জুলিয়া মরিসের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন জেএফকে আইএটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রোয়েল হাইনিক, জেএফকে বিমানবন্দরের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জন এরানসিও, আউটরিচ এন্ড রিডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার র‌্যাচেল অ্যান্টেনিও, ক্র্যাডল মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্ট এন্ড্রো পারটন, চতুর্থ টার্মিনালের ফটোগ্রাফার শোভম সিং, জেএফকে বিমানবন্দরের এ্যাসিসট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার এডিলসন নুরেনা, জেএফকে আইএটি এয়ারসাইড ম্যানেজার ম্যারি ডিক্সন ও ব্রঙ্কস জো'র প্রধান সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। ফিতা কাটার পূর্বে কর্মকর্তাগণ ও জিহান ওয়াজেদ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দিত করা হয় তাকে। কর্মকর্তাগণ জিহানের শিল্পকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, জিহানের আঁকা মুর্যাল জেএফকে বিমানবন্দরের চতুর্থ টার্মিনালের সৌন্দর্য্য বহুগুনে বৃদ্ধি করেছে। বক্তাগণ বলেন, চতুর্থ টার্মিনালের আর্টকালচার কার্যক্রমের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে জিহানের চিত্রকর্মটি। এই মুর্যাল প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর দৃষ্টি কাড়ছে বলে মন্তব্য করেন তারা। বক্তাগণ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ৬ষ্ঠ ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির নামে নামকরণ করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত বিমানবন্দরটিতে জিহানের আঁকা মূর্যালে স্থান পেয়েছে স্থানীয় ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো। যাত্রীদের মানসিক সন্তুষ্টির জন্য জেএফকে কতৃপক্ষ এধরণের আরো শিল্পকর্মের সংযোজন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানে জিহান ওয়াজেদ তার বক্তব্যে জেএফকে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ স্থাপনায় মূর্যাল আঁকার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষে চতুর্থ টার্মিনালের বিভিন্ন শিল্পকর্ম পরিদর্শন করেন অতিথিগণ। চতুর্থ টার্মিনালের অভ্যন্তরে ডেলটা এয়ারলাইন্স এরিয়ায় জিহান ওয়াজেদের মুর্যালটি স্থাপিত হয়েছে। মুর্যালের পাশে জিহানের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত শোভা পাচ্ছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কোনো শিল্পীর আঁকা এটিই প্রথম শিল্পকর্ম। জিহানের শিল্প কর্মের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি হেলথ এন্ড হসপিটাল বিভাগের কুইন্স হাসপাতালে বারোশ পঞ্চাশ বর্গফুটের বিশালকায় 'রুটস অফ মেডিসিন' ম্যুরাল, নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার ইস্ট রিভার তীরে 'এ সিটি ইন মোশন' নামে একটি ম্যুরাল এঁকেছেন জিহান। হল্টারস পয়েন্ট মেগা ডেভেলপমেন্টে ৭৫০ ফুটের এই ম্যুরালটির স্থিরচিত্র সচল হয়ে উঠে মোবাইল অ্যাপসে। আকর্ষনীয় ভিন্নমাত্রিক আঙ্গিকে আঁকা দৃষ্টিনন্দন মুর্যালটি ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত টিভি চ্যানেল সিবিএস মূর্যালটি নিয়ে জিহান ওয়াজেদের একটি সাক্ষাতকার প্রচার করেছে। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ ম্যুরাল 'ওয়েলকাম এস্টোরিয়া' মুর্যাল এবং সিটিতে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় 'বাংলাদেশ ম্যুরাল' অন্যতম।

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা হামলায় নিহত ৪০

জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটি

বিশেষ প্রতিনিধি

জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে আগের সপ্তাহে হামলায় তিন সেনা নিহতের ঘটনার জবাবে প্রথম এ হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ইরাক ও সিরিয়ায় ৮৫টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ওই লক্ষ্যবস্তুগুলোর সঙ্গে ইরানের এলিট ফোর্স ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড (আইআরজিসি) এবং বাহিনীটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে দাবি করেছে ওয়াশিংটন। এসব হামলায় প্রায় ৪০ জন নিহত হয়েছেন।

বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন, এ হামলা ইতিমধ্যে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনকে কেন্দ্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়া মধ্যপ্রাচ্যকে আরও অস্থির করে তুলবে। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত বয়লারের সঙ্গে তুলনাও করে কেউ কেউ বলছেন, যেকোনো সময় এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার সঙ্গে ইরানপন্থী একটি গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে দাবি যুক্তরাষ্ট্রের। এর জবাবে ইরানের স্থাপনার হামলার ঘোষণা আগেই গিয়ে রেখেছিল ওয়াশিংটন। হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, এমন হামলা আরও চালানো হবে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এর জের ধরে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেনসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এরই মধ্যে দুই দেশে ইরানের স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলা চলমান পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় করে তুলল।

গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকেই হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছে ইরান। হামলা বন্ধে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে ইরানসমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো। আর শুক্রবার হামলার পর এক বিবৃতিতে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলা দেশটির কৌশলগত আরেকটি ভুল। এর মধ্যে শুধু উত্তেজনা ও অস্থিতিশীলতাই বাড়বে। আর হামাস বলেছে, এই হামলা আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো।

ইরাকে হামলার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাগদাদ। এ হামলার মাধ্যমে ইরাকের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে নিন্দা জানিয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্টের কার্যালয়। বাগদাদে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব করে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ইরাকের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, হামলায় তাদের ১৬ সদস্য নিহত হয়েছেন।

শুক্রবারের হামলায় সিরিয়ায় ২৩ জন নিহত হয়েছেন। হামলার নিন্দা জানিয়ে সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের হামলার মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হয়েছে বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এ হামলা মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত আরও বাড়িয়ে তুলবে। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে 'উত্তেজনা উল্লেখযোগ্য হারে' বেড়েছে বলে মনে করেন ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর আমেরিকান প্রোগ্রেসের জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক নীতি বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যালিসন ম্যাকমানুস। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে উত্তেজনা এড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি এখন উত্তপ্ত বয়লারের মতো, যেকোনো সময় এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

গাজায় সংঘাত শুরুর পর লেবানন, ইয়েমেন, ইরাক ও সিরিয়ায় অবস্থান করা ইরান–সমর্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ওপর হামলা চালিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না জড়ানোর কথা বারবার বলে আসছে তেহরান। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র বড় পরিসরে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ুক, তা চান না বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও। শুক্রবারের হামলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেছেন, এই হামলার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র জবাব দেওয়া শুরু করল। তবে মধ্যপ্রাচ্য বা অন্য কোথাও সংঘাত চায় না ওয়াশিংটন।

ইরাক ও সিরিয়ায় হামলার আগে শুক্রবারেই ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেছিলেন, তাঁর দেশ কোনো যুদ্ধ শুরু করতে চায় না। তবে কোনো হামলা চালানো হলে তার 'শক্ত জবাব' দেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ইরাক ও সিরিয়ার কমান্ড সেন্টার এবং রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের মজুতাগার লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। মাত্র ৩০ মিনিটের অভিযানে ৮৫টি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এসব হামলা সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন সামরিক বাহিনীর জয়েন্ট স্টাফের পরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডগলাস সিমস। হামলার পর জো বাইডেন বলেছেন, 'আজ থেকে আমাদের জবাব দেওয়া শুরু হলো। আমাদের পছন্দের সময়ে ও স্থানে হামলা চলতে থাকবে।'

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র আসলে এসব হামলা চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের ঘাঁটিগুলো সুরক্ষিত করতে চাইছে। ৭ অক্টোবর থেকে জর্ডান, সিরিয়া ও ইরাকে মার্কিন সেনাসদস্যদের ওপর ১৬০ বারের বেশি হামলা হয়েছে। জবাবে আগেও পাল্টা হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের আড়াই হাজার ও সিরিয়ায় ৯০০ সেনা অবস্থান করছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকার সাধারণ সভা

স্বপন সভাপতি ও সাকির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকার সাধারণ সভা ২৭ জানুয়ারী শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। লং আইল্যান্ডের ৭৭৪ বারকেলী এভিনিউর সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনার খান।

আতাউর রহমানের কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে সভা শুরু হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন পেশ করেন মোহাম্মদ আনার খান। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর বিশদ আলোচনার পর উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়।

নির্বাচন কমিশন উপস্থিত সকলের সাথে পরামর্শ করে ২০২৪-২৫ সালের নতুন কমিটির সভাপতি পদে মোহাম্মদ

আনোয়ার হোসেন

সাকিরুল ইসলাম

আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন) ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাকিরুল ইসলাম (সাকির) এর নাম ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশন, নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সকলের সাথে পরামর্শ করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে পরে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানাবেন।

সাধারণ সভায় সংগঠনকে গতিশীল করার বিভিন্ন পরিকল্পনার পাশাপাশি সংগঠনের ব্যানারে নিউইয়র্ক/ নিউজার্সীতে কবরস্থান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হন। সবশেষে সদ্য বিদায়ী ও নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি করেন।

ইসরায়েলকে ১৭৬০ কোটি ডলার সহায়তার বিল বাতিল

মার্কিন পার্লামেন্ট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলকে ১৭৬০ কোটি ডলার সহায়তা দেওয়ার বিল বাতিল করে দিয়েছে মার্কিন পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলেছে, গতকাল মঙ্গলবারের অধিবেশনে নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রিপাবলিকান পার্টি এ সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপন করলে ভোটের পর তা বাতিল হয়ে যায়। ডেমোক্র্যাটরা বলেছেন, তারা শুধু ইসরায়েলকে নয় বরং, আরও বড় ব্যাপ্তিতে সহায়তার প্রস্তাব চায়—যার অধীনে ইউক্রেন, আন্তর্জাতিক মানবিক তহবিল এবং সীমান্ত নিরাপত্তার জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

বিলটি পাসের জন্য হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। ২৫০ জন সদস্য এই বিলের বিপক্ষে ভোট দেন এবং পক্ষে ভোট দেন ১৮০ জন সদস্য। পক্ষে-বিপক্ষে ভোট দেওয়া সদস্যদের মধ্যে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় প্রতিনিধিই ছিলেন। ১৪ জন রিপাবলিকান বিলটির বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। অন্যদিকে, এই বিল সমর্থন করেছেন ৪৬ জন ডেমোক্র্যাট।

মার্কিন হাউসের স্পিকার মাইক জনসন অবশ্য আগেই এই সহায়তা বিল প্রত্যাখ্যান করেছেন। গত রোববার তিনি বলেছিলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং ইউক্রেনকে সাহায্য নিয়ে নতুন করে উন্মোচিত বিলটি রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসে পৌঁছালেই তা খারিজ হয়ে যাবে।

মিশিগানে ভাষা আন্দোলন ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নানা আয়োজন

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ দিবসটি পালনের জন্য অস্থায়ী শহিদ মিনারে শহিদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনাসভা, বইমেলা, নৃত্য, নাটক, ছোটদের চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি রোববার বিকেলে ওয়ারেন সিটির সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এতে থাকবে আলোচনাসভা, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটকসহ বিভিন্ন পরিবেশনা। বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ এর উদ্যোগে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি রোববার দুপুরে হ্যামট্রাম্যাক সিটির মদিনা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এতে থাকবে শিশু কিশোর, কিশোরীদের বয়স ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য থাকবে পুরস্কার। থাকবে আলোচনা অনুষ্ঠান। সংগঠনটি বইমেলার আয়োজন করবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের একজন কর্মকর্তা হারান কান্তি সেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে মেডিসন হাইটস সিটির সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৩০ মিনিটে মিশিগানের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠনের সবাইকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। রাত ১২টা ১মিনিটে অস্থায়ী শহিদ মিনারে শহিদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা থাকবে।

সিম্ফনি ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, আলোচনা অনুষ্ঠান করবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। 'মিশিগান দর্পণ' পত্রিকার উদ্যোগে পত্রিকার অস্থায়ী কার্যালয় অস্টিন ড্রাইভে আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, আলোচনা অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল মেটলাইফ স্টেডিয়ামে!

বিশেষ প্রতিনিধি

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের চূড়ান্ত খেলা নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্ক সিটি থেকে হাডসন নদী পেরিয়ে এ দৃষ্টিনন্দন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেলার আসর। ৪ ফেব্রুয়ারি ফিফা এমন সিদ্ধান্তের কথা জানালে নিউইয়ইর্ক, নিউজার্সি এলাকায় আনন্দ শুরু হয়েছে। ফিফা তাদের বিবৃতিতে বলেছে মেট লাইফ স্টেডিয়ামটি ম্যানহাটনের মিডটাউন থেকে সহজেই ট্রেনে যাওয়া যাবে। আমেরিকা ন্যাশন্যাল ফুটবল লীগের নিউইয়র্ক জায়ান্টস এবং নিউজার্সি জেটস এর হোস্ট স্টেডিয়াম হচ্ছে মেটলাইফ স্টেডিয়াম।

নিউজার্সি রাজ্যের গভর্নর ফিল মারফি এবং নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস এ স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠানের জন্য ফিফার সাথে লবিং করেছেন। ফিফার এ সিদ্ধান্তের ফলে ২০২৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে নিউইয়র্ক সব কোলাহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।

সম্প্রতি টেইলর সুইফট এবং বিয়ান্সের মতো তারকাদের দুইটি সোল্ড আউট কন্সার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে মেটলাইফ

> ফাইনাল খেলা আয়োজনের জন্য নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সিকে টেক্সাসের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। টেক্সাসের ডালাস এটি এন্ড টি স্টেডিয়ামে এ আসর বসানোর জন্য ডালাস কাউ বয়ের মালিক জেরি জোন্সসহ প্রভাবশালীরা ব্যাপক লবিং করেছিলেন।

স্টেডিয়ামে। কয়েক বছর আগে সুপার বল(supar Bowl) গেইম এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ গেইমটিকে আমেরিকার ইতিহাসে টেলিভিশনে দেখা সবচেয়ে বেশি দর্শকের দেখা অন্যতম গেইম বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বিলাসবহুল ক্লাব মেবারের এলাকা রয়েছে মেট লাইফ স্টেডিয়ামে। যেখান থেকে স্টেডিয়ামের ভেতরসহ নিউইয়র্ক সিটির স্কাইলাইন দেখা যায়। স্টেডিয়ামটির ধারণ ক্ষমতা ৮২ হাজার ৫০০ জনের।

২০২৬ সালের বিশ্ব ফুটবল যৌথ ভাবে আয়োজন করছে ম্যাক্সিকো ও কানাডা। যদিও বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সব গেইমই অনুষ্ঠিত হবে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে।

ফাইনাল গেইমের জন্য নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সিকে টেক্সাসের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। টেক্সাসের ডালাস এটি এন্ড টি স্টেডিয়ামে এ আসর বসানোর জন্য ডালাস কাউ বয়ের মালিক জেরি জোন্সসহ প্রভাবশালীরা ব্যাপক লবিং করেছিলেন। সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার রোজ বল স্টেডিয়ামকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি স্টেডিয়াম বলে মনে করা হয়। ১৯৯৪ সালে যখন আমেরিকায় ফুটবলের আসর বসেছিল, তখন এ স্টেডিয়ামে ফাইনাল হয়েছিল।

ফাইনাল খেলা ছাড়াও মেট লাইফ স্টেডিয়াম থেকে ফ্যান ফেস্ট সাইটস চালু করা হবে। যেখানে ফুটবল প্রেমীরা সরাসরি যুক্ত হতে পারবে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম স্থগিত

ডেস্ক রিপোর্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল বদলে দেয়া সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছেন ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালতের বিচারক।

এই মামলার বিপরীতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করা একটি আপিল এখনো অমীমাংসিত থাকায় মামলার কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছেন ওয়াশিংটন ফেডারেল আদালতের বিচারক তানিয়া চুটকান।

আগের নির্দেশ অনুসারে, আগামীর মার্চের ৪ তারিখ এই মামলার কার্যক্রম শুরুর কথা ছিল। ২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার তানিয়া চুটকান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ দেন। তবে এই মামলার কার্যক্রম আবার কবে শুরু হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেননি বিচারক। মার্কিন বিচার বিভাগ বা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ এই মামলা দায়ের করেছিলেন।

এর আগে, ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালতের বিচারক তানিয়া চুটকান এই মামলার শুনানির তারিখ হিসেবে ২০২৪ সালের ৪ মার্চকে নির্ধারণ করেছেন। মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারণ করতে গিয়ে বিচারক তানিয়া চুটকান বলেন, 'এ বিষয়ে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার বিষয়ে জনগণের অধিকার রয়েছে।' উল্লেখ্য, এই মামলা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি মামলার একটি।

গত বছরে আগস্টের শুরুতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করা হয়। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৪৫ পৃষ্ঠার ওই অভিযোগনামায় মোট ৪টি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—মিথ্যা তথ্য দিয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে জয়ী ঘোষণা করা থেকে কংগ্রেসকে বাধা দেওয়া এবং ভোটার দেওয়া রায় থেকে তাদের বঞ্চিত করা। মামলার কৌঁসুলিরা বলেছেন, সেসময় নির্বাচনের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ইচ্ছা করেই নিজের মিথ্যা দাবিকে সত্য বলে প্রচার করতে তৎকালীন ভাইস পেন্সসহ শীর্ষ ফেডারেল কর্মকর্তাদের চাপ দিয়েছিলেন।

সাউথ ক্যারোলিনা প্রাইমারিতে বাইডেন বিপুল জয়ী

শিতাংশু গুহ

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

সাউথ ক্যারোলিনা ডেমোক্রেট প্রাইমারী অনুষ্ঠিত হয় ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪। যদিও ডেমোক্রেট প্রাইমারি উত্তেজনাহীন, তবু বাইডেনকে নিয়ম রক্ষার খাতিরে প্রাইমারি জিততে হবে, এবং ১৯৬৯ ডেলিগেট জয়ী হয়ে দলীয় মনোনয়ন পেতে হবে। প্রাইমারিতে মোট ডেমোক্রেট ডেলিগেট ৩৯০০। সাউথ ক্যারোলিনায় ডেমক্রেট ডেলিগেশন ৫৫টি, বাইডেন সবগুলো পেয়েছেন। বাইডেন ভোট পেয়েছেন ৯৬.২%, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মারিয়ান উইলিয়ামসন (২.১%), তৃতীয় ডিন ফিলিপস (১.৭%)।

প্রাইমারি নিয়ে রিপাবলিকানদের মধ্যে এখনো উত্তেজনা রয়েছে, ট্রামকে ১২১৫টি ডেলিগেট জিততে হবে, এদের মোট ডেলিগেট ২৪২৯। শনিবার ২৪শে ফেব্রুয়ারি সাউথ ক্যারোলিনা প্রাইমারি। সাউথ ক্যারোলিনায় ট্রাম্প ৫৮-৩২% এগিয়ে। ট্রাম্প জিতলে তিনি পরপর ৪টি টেস্টে জয়ী হবেন, নিকি হেলি যদি ৫%-র ভোটে সাউথ ক্যারোলিনায় পরাজিত হন, তবু রেসে টিকে থাকবেন। সুপার টুইসডে ৫ই মার্চ, ১৬টি ষ্টেটে একযোগে প্রাইমারি। ডেলিগেট প্রায় ৯০০।

ট্রাম্প সুপার টুইসডে-তে ১২১৫ ডেলিগেট জিতে গেলে নিকি হেলি'র ক্যাম্পেইন শেষ হবে। একজন রিপাবলিকান নির্বাচন বিশেষজ্ঞের মতে তাই ঘটতে যাচ্ছে। মার্চের শেষদিকে হয়তো ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে প্রথম ফৌজদারি মামলা শুরু হবে? মামলাটি ২০১৬-তে নির্বাচনের আগে তিনি স্টরমি ড্যানিয়েলকে যে প্রক্রিয়ায় টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করেছিলেন, সেটি আইনানুগ ছিলোনা। এটি ফৌজদারি মামলা, তবে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়?

নিউইয়র্কের একজন ফৌজদারি আইনজ্ঞ রোনাল্ড কুবি ওয়াশিংটন পোষ্টকে বলেছেন, ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে বাইডেনের অবস্থান কিছুটা ভাল হবার সম্ভবনা থাকবে। ট্রাম্প দোষী হলেও হয়তো জেলে যাবেন না, কারণ এটি তাঁর প্রথম অপরাধ, এবং এটি ভয়ঙ্কর মামলা নয়। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে সকল ফেডারেল মামলায় নিজেকে ক্ষমা করে দিতে পারবেন। ডেমক্রেটরা একের পর এক মামলা দিয়ে তাঁকে রুখতে চাইলেও তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন।

ট্রাম্পের ফৌজদারি মামলাগুলো

ওয়াশিংটন ডিসি-তে ২০২০ নির্বাচনের ফলাফল বানচালের ষড়যন্ত্র দায়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা পিছিয়ে যাচ্ছে? এ মামলার তারিখ ছিলো ৪ঠা মার্চ। আদালতের মার্চ-এপ্রিলের কর্মসূচিতে তা নেই। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, ট্রাম্প আপিলে দাবি করেছেন যে, ৬ই জানুয়ারি তিনি যা করেছেন, তা প্রেসিডেন্ট হিসাবে করেছেন, সুতরাং এটি বিচারের আওতায় পড়েনা। ৯ই জানুয়ারি ২০২৪ আপিলের শুনানিতে তিনি বলেছেন, ক্যাপিটল হিল আক্রমণে অভিযুক্ত করে তাকে অভিশংসিত করা হয়, সিনেটে তাঁর বিচার বসে, তিনি নির্দোষ ও খালাস পান। সুতরাং একই অপরাধে নুতন করে বিচার হতে পারেনা। ৩-সদস্যের বিচারক প্যানেল এ বিষয়ে এখনো রায় দেননি।

ট্রাম্পের অপর মামলা নিউইয়র্কের ম্যানহাটন সুপ্রিমকোর্টে ব্যবসায় জালিয়াতি, ২০১৬'র নির্বাচনকালে তিনি স্টোর্‌মী ড্যানিয়েলকে অর্থ দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করেছিলেন। এই মামলার তারিখ আছে ২৫শে মার্চ ২০২৪। ১৫ই ফেব্রুয়ারি এর একটি প্রাথমিক শুনানি রয়েছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মোট ৪টি ফৌজদারি মামলা ঝুলছে। ট্রাম্পের অন্য দু'টি ফৌজদারি মামলার একটি হচ্ছে ফ্লোরিডায়, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর ক্লাসিফাইড ডক্যুমেন্ট অযত্নে নিজের কাছে রাখা এবং তাঁর মার্‌-এ-লগো বাসস্থান থেকে সেগুলো উদ্ধারে বাধা দেয়া। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অন্য মামলাটি হচ্ছে, জর্জিয়া ষ্টেট নির্বাচনে বাঁধা সৃষ্টি।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জর্জিয়ার মামলা ঝুলে গেছে। ২০২০-র নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেয়ার অভিযোগে

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মলের "স্টেট অব দ্য সিটি" ভাষন অনুষ্ঠানে বিএএসজের অংশগ্রহন

সুব্রত চৌধুরী

গত দুই ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির মাননীয় মেয়র মার্টি স্মল তাঁর বার্ষিক "স্টেট অব দ্য সিটি" ভাষন প্রদান করেন।

ওইদিন দুপুরে মেয়র মার্টি স্মল হার্ডরক ক্যাসিনোর বলরুমে মেট্রোপলিটান বিজনেস এন্ড সিটিজেনস এসোসিয়েশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে "স্টেট অব দ্য সিটি" ভাষন প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্‌হিত ছিলেন নিউ জারসি রাজ্যের কমিউনিটি এফেয়ার্স বিভাগের অস্‌হায়ী কমিশনার মিসেস জ্যাকুলীন এ সুয়ারেজ।

মাননীয় মেয়র তাঁর ভাষনে চলতি বছর আটলান্টিক সিটির অগ্রযাএা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা ,নগর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগের লক্ষ্য ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।এছাড়া তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরনও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, সিটি কাউন্সিলরগণ, নগর কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ বিভিন্ন কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্‌হিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী,বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা , ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক, বিএএসজে কর্মকর্তা গিয়াসউদদীন পাঠান, মো. আইয়ুব, মোঃ মনিরুজামান, বেলাল হোসেন ভূঁইয়া, আব্দুর রহিম,আবু নসর উপস্‌হিত ছিলেন।

মাননীয় মেয়রের "স্টেট অব দ্য সিটি" ভাষন সম্পর্কে বিএএসজের নেতৃবৃন্দ এই প্রতিবেদকের কাছে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তাঁরা বলেন, মাননীয় মেয়র মার্টি স্মলের বার্ষিক "স্টেট অব দ্য সিটি" ভাষন আটলান্টিক সিটির অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক। তাঁরা আরো বলেন, মাননীয় মেয়রের বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্বে আটলান্টিক সিটি তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাচ্ছে।এজন্য বিএএসজে নেতৃবৃন্দ প্রবাসী বাংলাদেশি বান্ধব মেয়র মার্টি স্মলকে টুপিখোলা অভিনন্দন জানান।

ট্রাম্পের দায়মুক্তির আবেদন খারিজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২০২০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়মুক্তির আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। এর ফলে নজিরবিহীন এই মামলার বিচারের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালত এ রায় দেন বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল বদলে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনে মামলা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাপ্তরিক দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণ দেখিয়ে মামলার বিরুদ্ধে আপিল করেন ট্রাম্প।

গতকাল মঙ্গলবার ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া সার্কিটের ইউএস কোর্ট অব আপিলসের তিন বিচারকের প্যানেল ট্রাম্পের এ দাবি খারিজ করে দেন।

তাঁদের সর্বসম্মত রায়ে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ফৌজদারি অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে পারে এমন কোনো নির্বাহী দায়মুক্তি এখন আর তাঁকে বিচারের মুখে পড়া থেকে রক্ষা করবে না।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

কলকাতায় কবিতা সন্ধ্যা ও বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

আজিজুল আম্বিয়া, লন্ডন

সম্প্রতি বিশ্ব কবিমঞ্চের (কলকাতা শাখা) উদ্যোগে কলাভৃতে আয়োজিত হল একটি কবিতা সন্ধ্যা ও বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিবর্গকে। সেদিন যাঁরা গানে অপূর্ব পরিবেশ রচনা করেন ও কবিতা পাঠে যাঁরা কবিতা সন্ধ্যাকে পরিপূর্ণ করে তোলেন, প্রত্যেকে ছিলেন পরিবেশনায় অসাধারণ। কলাভৃতের অপূর্ব মঞ্চসজ্জা পরিবেশটিকে মধুময় করে তোলে। সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসে অনুষ্ঠানে যোগ দেন সম্প্রীতি বাংলাদেশের

সদস্য সচিব ও বিশ্ব কবিমঞ্চ, বাংলাদেশ মূল কমিটির উপদেষ্টা কবি, অধ্যাপক ডাঃ মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল এবং বিশ্ব কবিমঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক কবি পুলক কান্তি ধর। এদিন সম্মাননা জানানো হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অভয়া প্রসাদ দাস, বিশিষ্ট কবি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি, লেখক, প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ সৈয়দ হাসমত জালাল, কবি অধ্যাপক ডাঃ মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, কবি পুলক কান্তি ধর, বিশিষ্ট সাংবাদিক, গায়ক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

ফোবানার কিক অব গালা ১০ ফেব্রুয়ারি

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্বাগতিক সংগঠন ‘বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি’র (বাগডিসি)-এর আয়োজনে আগামী ২০২৪ সালের ফোবানা সম্মেলন পরিচালনা করবেন।

গত সপ্তাহে হোস্ট কমিটি ভেন্যু পরিদর্শন করে হোটেলের দ্বিতীয় চেক হস্তান্তর করে এসেছেন । অসাধারন ভেন্যু এবং অনেক বড় হোটেল, ফোবানার সবাই একই হোটেলে থাকতে পারবেন বলে জানা গেছে। সামনে রোজা ও ইদ, বৈশাখ সহ নানা সময় চলে যাবে, ৩৮ তম ফোবানার হোস্ট কমিটি পূর্ণ জোরালো ভুমিকা না রাখলে সময়মত গোছাতে পারবে না বলে জানান ফোবানার সংশ্লিষ্টরা।

ফোবানার চেয়ারম্যান হিসাবে এবার আছেন ফোবানা ভেটারান এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর ও মেম্বার সেক্রেটারী সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব আবীর আলমগীর, সহ সভাপতি হিসাবে আছেন ফোবানা ভেটারান মাসুদ রব, জয়েন্ট সেক্রেটারি খালেদ রউফ, কোষাধ্যক্ষ ডক্টর প্রিয়লাল কর্মকার। এরা সবাই ৩৮ তম ফোবানার সফলতার সাথে সংযুক্ত।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ফোবানার কেন্দ্রীয় কমিটির মিডিয়া সাব কমিটির একটি ফলপ্রসূ মিটিং সম্পন্ন হয়। ফোবানাকে আরও গতিশীল করা, ফোবানার পজেটিভ দিকগুলো তুলে ধরা, সর্বোপরি ফোবানার ৩৮ তম আসরকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধারার জন্য মিডিয়ার ভুমিকা নিয়ে আলোচনা করেন ফোবানার চেয়ারম্যান এটর্নী মোহাম্মদ আলমগীর, ফোবানার মেম্বার সেক্রেটারী আবীর আলমগীর, ফোবানার সহ সভাপতি মাসুদ রব, ৩৮ তম ফোবানার হোস্ট কমিটির কনভেনর রোকশানা পারভীন, হোস্ট প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু, হোস্ট কমিটির সেক্রেটারী আবু রুমি, মিডিয়া কমিটির প্রথম আলোর জুয়েল সাদত, বাংলা প্রেস এর সাবেদ সাথী, এন টিভির পুলক মাহমুদ, মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব এন্থনী পিউস গোমেজ, ওয়াশিংটন বাংলার সাদিয়া সাথী। সভাটি আবীর আলমগীর সমন্বয় করেন।

সভায় ৩৭ টি সফল কনভেনশন পর ৩৮ তম ফোবানা যাতে আরো গতিশীল হয়। ফোবানা বর্তমানে নানা মানবিক কাজে জড়িত, দেশে বিদেশে স্কলারশীপ চালু রয়েছে। ফোবানা এখন অনেক পরিশোধিত ও নানা কমিটমেন্ট এ আবদ্ধ। ৩৮ তম ফোবানার নির্বাহী সংসদ ও বাগডিসির হোস্ট কমিটি সকল প্রবাসী দের ফোবানায় আসার আমন্ত্রণ জানান।

লেখক, কবি, সাহিত্যিক লেখায় থাকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে আসে। আমিও যখন লিখি, তখন মুক্ত বিহঙ্গয়ের মতো মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখি"-কবি শামসুর রহমানের 'কবর খোঁড়ার গান' নিয়ে ড.মোস্তফা সারোয়ার চমৎকার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথা বলেন। তিনি শামসুর রহমানকে আধুনিকতার কবি বলে আখ্যায়িত করেন।

গত বৃহস্পতিবার পহেলা ফেব্রুয়ারি, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোস্তফা সারোয়ার। তিনি ভূপদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ নিউ অরলিয়েন্সে এমেরিটাস প্রফেসর। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অনার্স প্রোগ্রামের ডিরেক্টর, একাডেমিক ডিরেক্টর, অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত ইউএনও ইন্সব্রুক সামার প্রোগ্রামের একাডেমিক ডিরেক্টর। ড. মোস্তফা সারোয়ার ভূ-পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভূ-পদার্থবিজ্ঞান রিসার্চ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর এবং ভূ-পদার্থবিজ্ঞানের প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্বে ছিলেন। তিনি, আইভি লীগের 'ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া' এবং অস্ট্রিয়ার 'ইউনিভার্সিটি অব ইন্সব্রুক' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত ছিলেন, 'রয়াল ডাচ শেল অয়েল' কোম্পানির গবেষণাগারে এবং নাসার 'স্টেনিস স্পেস সেন্টারে।' তিনি প্রায় চার বছর লুইজিয়ানার দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডেলগাডো কমিউনিটি কলেজের সাতটি ক্যাম্পাসে প্রথমে ডিন এবং পরে ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রভোস্ট পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি নিউ 'রিজিওনাল ট্রানজিট অথরিটি'র কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তার ভূ-পদার্থবিজ্ঞানে বই ছাপিয়েছেন জার্মানির স্প্রীংগার ভিউয়েগ, বিজ্ঞান বিষয়ক তার গবেষণামূলক অসংখ্য প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে পৃথিবীর বিখ্যাত জার্নালগুলোতে।

ড. মোস্তফা সারোয়ারের নতুন বই- 'ডোনাল্ড ট্রাম্প: উলঙ্গ সম্রাট।' বইয়ের শিরোনাম মূলত পাঠকদের মূল আকর্ষণ। এমন শিরোনাম কেন হলো এবং বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য কি, জানতে চাইলে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার বইয়ের নামটা মানুষকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ, দুটোই করতে পারে। ডোনান্ড ট্রাম্পের চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারণে অনেকেই বিকর্ষণ বোধ করতে পারেন। শব্দটি আমি একটা রূপক অর্থে ব্যবহার করেছি। বিদূষকরা বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে সব দেশেই আছে, রাষ্ট্রনায়কের সাথে সুর মিলিয়ে শতগুণ বাড়িয়ে কথা বলা বিদূষকদের স্বভাব। স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাতিজি ড. মেরি ট্রাম্প যিনি একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের নার্সিসিজমের কথা। ডোনান্ড ট্রাম্প যে মিথ্যা বলেন একথা তার বিদূষকরা বুঝতে পারেন না। নির্বাচনে হেরে যাবার পরেও তার বিদূষকরা সেটা উল্টো করে প্রচার করছে। তারা সব জেনেও আসল সত্যিটা বলছে না ভবিষ্যতে কোন সুবিধা পাবার আশায়। ২০২০ সালের শেষের দিকে কোভিডের ভয়ানক আক্রমণের সাথে অর্থনৈতিক মন্দা ছিল। সেইসময় আমেরিকায় নির্বাচনে ছিল ধর্মান্ধতা, বর্ণবাদ। পরবর্তীতে এর প্রকোপ পড়েছিল ইউরোপের নির্বাচনেও। আমার কাছে মনে হয়েছিল যে, কয়েক হাজার ভয়ানক দৈত্য পৃথিবীকে গ্রাস করতে এসেছে। একজন সামান্য মানুষ হিসাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে এই সামান্য প্রতিবাদ করার ইচ্ছা আমার হয়েছিল।"

'ডোনাল্ড ট্রাম্প: উলঙ্গ সম্রাট'- এই বইটি পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর পর আলোচনা ও সমালোচনা প্রসঙ্গে ড. মোস্তফা সারোয়ার বলেন, "আমি যে স্টেটে থাকি সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প সবচাইতে বেশি ভোট পেয়েছেন। এখানে বসে ডোলান্ড ট্রাম্পকে নিয়ে লিখতে গিয়ে কিছুটা হলেও ভয় পেয়েছিলাম। ইতোমধ্যে আমি এটা ইংরেজি অনুবাদের জন্যে বেশ কয়েক জায়গা থেকে প্রস্তাব পেয়েছি। বাংলাদেশ থেকেও ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি। আমি আশা করবো মাননীয় পাঠকবৃন্দ ভালো ভাবে বইটা গ্রহণ করবেন।"

ড. মোস্তফা সারোয়ার শিল্প সাহিত্য জগতে দীর্ঘদিন যাবত জড়িত। বাংলা ইংরেজি দু'ভাষাতেই শিল্পকর্ম আছে তার। প্রকাশিত তিনটি কবিতার বই - প্রার্থিত নির্বাসনের উন্মাদ পদাবলী; বিনষ্ট রূপান্তরের বিকারতত্ত্ব; অনুলিপি: অন্তরঙ্গ মুহূর্তে । বইগুলো সম্পর্কে ধারণা দিয়ে তিনি জানান, "বর্তমানে কবিতার বৈশিষ্ট্য কোন বাঁধাধরা নিয়মে নেই। মানুষ জন্মের পর যেভাবে পরিবর্তিত হয়, রূপান্তর ঘটে, আমার কবিতায় সেই ব্যাপারগুলো উঠে এসেছে। আমি কবিতায় আধুনিকতা এনেছি, অনির্ধারিত গঠনবিন্যাস অনুকরণ করেছি। অনির্দিষ্ট বস্তু সম্ভার এবং অবাধ্য সংগীতময়তার মাধ্যমে কবিতার চিরায়ত সংজ্ঞাকে আমি অতিক্রান্ত করার চেষ্টা করেছি। আমি কাব্যের দেহে নবতর সংস্কৃতি ফোটাতে চেয়েছি।"

ড. মোস্তফা সারোয়ার ইংলিশ সাহিত্যের মূল ধারার সাথেও জড়িত আছেন। ইংরেজি মতামত- এডিটোরিয়াল ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ও সিঙ্গাপুরের পত্রিকায়। তিনি মনে করেন, মূল ধারায় যেতে হলে আমাদের ইংরেজি ভাষা বলায় ও লেখায় অবশ্যয়ই দক্ষতা থাকতে হবে। অনেক দক্ষরাও আবার একটা সীমানাতেই থাকছেন, মূল ধারায় যুক্ত হচ্ছেন না বা হতে চান না। আবার অনেকেই প্রথমার্ধের বাধাকে অতিক্রম করতে যেয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। মোস্তফা সারোয়ার জানান, "ভাষাগত সমস্যা আমাদের জন্য একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। সেটাকে অতিক্রম করার জন্য আমাদের লেখাগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ করতে হবে।"

সর্বত্রই পদচারণা রয়েছে ড. মোস্তফা সারোয়ারের। রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও সাহিত্য বিষয়ে কলাম ও প্রবন্ধ ছাপাচ্ছে ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পত্রিকাগুলো। তিনি রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসাবে 'নিউ-ইয়র্কের ক্যাবল-টিভি টিবিএন২৪' এ আছেন। টকশো প্যানেলিস্ট হিসাবে ঢাকার একাত্তর টিভি, নিউজ২৪, এবং টিবিএন২৪-তেও আছেন। এ কাজগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বলেন, "আমি পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। সব জায়গাতে ছন্দ আছে, আমার সব কাজেই ছন্দ খুঁজেছি। বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষ্যকার ছিলাম কারণ রাজনীতিতেও আমি ছন্দ খুঁজেছি। একসময় ইচ্ছা ছিল লেখক হবার, সেটাই এখন করছি।"

সাহিত্য দর্শন নিয়ে ড.মোস্তফা সারোয়ার বলেন, "কেউ যখন সাহিত্য রচনা করে তখন তার লেখায় অবচেতন ভাবে দর্শন চলে আসে। দার্শনিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি সে দার্শনিক নাও হয়ে থাকেন, তাহলেও তার লেখার ভিতর দর্শন চলে আসবে।"

ড. মোস্তফা সারোয়ার ছাত্র হিসাবে তুখোড় ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে যশোর বোর্ড উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান পান। ১৯৬৮ সালে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় টেলিভিশন সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান রানার্স আপ হয়েছিলেন। তিনি কিশোর বয়সেই পাঠ্যক্রমের বাইরে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন। ছাত্রজীবন সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই মনোযোগী ছিলাম। বেশিরভাগ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছি। ছোটবেলা থেকে বই পড়তাম, লেখা-লিখির ঝোঁক ছিল। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় প্রথম কবিতা লিখি, সেগুলো পত্রিকায় ছাপা হয়।"

আগামী জাতীয় নির্বাচনে কে ক্ষমতায় আসতে পারে, দর্শকের এমন প্রশ্নে তিনি জানান, "পরিস্থিতি ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না এখনও। তবে এটা পরিষ্কার যে, রিপাবলিকান দল থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প নমিনেশন পাবেন। ১৪তম সংশোধন অনুযায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কোথাও কোন ব্যালটে ডিস্কোয়ালিফাই করার প্রচেষ্টা টিকবে না। আমেরিকান সিস্টেমে একজন ক্রিমিনাল ভোট দেবার অধিকার না রাখলেও সে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবার অধিকার রাখে। অন্যদিকে গাজা'য় যুদ্ধ বাইডেনের জন্যে একটা অশনি সংকেত। আমেরিকার নবীন প্রজন্ম এবং মুসলিমদের একটা বিরাট অংশ এই যুদ্ধে বাইডেনের ভূমিকার কারণে কঠোর সমালোচনা করছে। কাজেই তারা রাগ বা অভিমান করে হয়তো ভোটকেন্দ্রে যাবে না। আমি আশা করবো নির্বাচনের আগে এই যুদ্ধের একটা বিহিত হলে বাইডেন উপকৃত হবে।"

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সেদিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা, এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক পেইজ লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

কোন গোলাপের কী মানে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আশা নিয়ে, কখনো আশ্রয় হয়ে, কখনো বিশ্বাসের জুড়িগাড়ি চড়ে, তো আবার কখনো আদি ও অকৃত্রিম প্রেম বিলাতে। ‘গোলাপের নীচে নিহত’ কবিহৃদয়ে নানা মাত্রায় ঠাঁই পেয়েছে গোলাপ। পারস্যরানিকে শুধু কবি কেন, সাদরে গ্রহণ করেছে সব শ্রেণির মানুষ। উপহার হোক, শুভেচ্ছা বিনিময় হোক, কি শ্রদ্ধা বা প্রেম নিবেদনে রক্তাভ লাল গোলাপ শুধু নয়, নানা রং, নানা আকারের গোলাপের কদর নিয়ে তাই প্রশ্ন তোলার জো নেই। কিন্তু ওই যে নানা রং—এটাই যত গণ্ডগোল। লাল গোলাপ না হয়, প্রেমের প্রতীক, তবে আর আর সব গোলাপের মানে কী?

লাল গোলাপ
প্রেমের কবিতা, গল্পে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে রক্ত গোলাপের কথা। সৌন্দর্য, ভালোবাসার প্রতীক এই লাল গোলাপ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের ধরন বদলে গেলেও প্রেম নিবেদনের ভাষা হিসেবে লাল গোলাপের আবেদন চিরন্তন।

গোলাপি গোলাপ
যে রঙের নামই গোলাপের নামে, সেই রঙের গোলাপ ইতিবাচকতা ছাড়া আর কী বোঝাতে পারে! শুধু লাল গোলাপ নয়, মনের ভাষা বোঝাতে পারে গোলাপি রঙের গোলাপও। ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, স্বীকৃতির প্রতীক গোলাপি গোলাপ। প্রিয় বন্ধু, নির্ভরযোগ্য সঙ্গীকে ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলতে পারেন একটি গোলাপি গোলাপ দিয়ে।

ল্যাভেন্ডার গোলাপ
ল্যাভেন্ডার গোলাপ কিছুটা বিরল। ফলে বিশেষ প্রেম বোঝাতে এটি একেবারে আদর্শ। যেহেতু এই ফুলটি বিরল, তাই সঙ্গীকে এই ফুল দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি উপহারদাতার হৃদয়ের পুরোটা দখল করে আছেন।

সাদা গোলাপ
সাদা ফুল আমরা সাধারণত শোকজ্ঞাপনে ব্যবহার করলেও সাদা গোলাপের গুরুত্ব অনেক গভীর। বিয়ের সময় কনের হাতে দেওয়া হয় একগুচ্ছ সাদা গোলাপ। কেন জানেন? এই ফুল নতুন জীবন শুরুর প্রতীক। আধ্যাত্মিকতারও প্রতীক সাদা গোলাপ। মৃতদেহ, কবরের ওপর সাদা গোলাপ রাখার অর্থ তাঁকে মিস করা। তবে শুধু মৃত ব্যক্তিকে নয়, কাউকে মিস করলে আপনি তাঁকেও সাদা গোলাপ পাঠিয়ে জানাতে পারেন মনের ভাষা।

কমলা গোলাপ
প্যাশন বোঝাতে আমরা লাল রং ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কমলা গোলাপ আসলে আবেগ, উৎসাহ, উদ্দীপনার প্রতীক। সহযোদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবহার করা হয় কমলা গোলাপ। কমলা গোলাপ উপহার দিয়ে বোঝাতে পারেন, আপনি পাশে আছেন।

হলুদ গোলাপ
জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পর্কের প্রতীক হলুদ গোলাপ। ঠিক ধরেছেন। হলুদ গোলাপ বন্ধুত্বের প্রতীক। আনন্দ, সুস্বাস্থ্য বোঝাতেও হলুদ গোলাপ ব্যবহার করা হয়। আপনার জীবনে তাঁর মূল্য বোঝাতে প্রিয়বন্ধুকে দিতে পারেন একগুচ্ছ হলুদ গোলাপ।

পার্পল গোলাপ
পার্পল রং রয়্যালিটির প্রতীক। পার্পল গোলাপের ভাষা তাই ম্যাজেস্টি। রানিকে সম্মান জানাতে দেওয়া হয় পার্পল গোলাপ।

নীল গোলাপ
প্রকৃতিতে নীল গোলাপের অস্তিত্ব নেই। এ কারণে নীল গোলাপ রহস্য ও অসম্ভবের প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি যদি কাউকে জানাতে চান যে তারা অনন্য, তাহলে এক গুচ্ছ নীল গোলাপ হতে পারে দারুণ উপহার।

কালো গোলাপ
কালো গোলাপের অর্থ সবচেয়ে জটিল। কল্পকাহিনিতে এ গোলাপের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায়। রহস্য, মৃত্যু, শোক—কালো গোলাপ এ সবকিছুরই প্রতীক।

সিআইপি

শেষ পৃষ্ঠার পর

অবদান রাখার জন্য প্রতি বছর কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তথা (সিআইপি) হিসেবে নির্বাচিত করে থাকেন। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য তাকে সিআইপি ঘোষণা করা হয়েছে।

মোঃ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া শিশির নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এর লাইসেন্সধারী হেলথ কেয়ার ব্যবসায়ী, অল কাউন্টি হেলথ কেয়ারের অন্যতম কর্ণধার এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তাঁর দাদার বাড়ী কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলায়। সেখানকার সম্ভ্রান্ত ভূঁইয়া পরিবারের মোঃ আব্দুল রশিদ ও শিরিন আক্তারের বড় ছেলে জনাব শিশির। তার নানার বাড়ী কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানায়। তিনি লাকসাম থানার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম আলী আক্কাসের নাতী এবং নিউ রাজা প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার শফিকুল ইসলামের ভাগিনা।

আব্দুল কাদের ভূঁইয়া শিশিরের পৈত্রিক ভিটা কুমিল্লায় হলেও তার জন্ম এবং শৈশব বেড়ে ওঠা পুরাণ ঢাকার লালবাগে। তিনি নিউইয়র্কস্থ গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স, এশিয়া সোসাইটি, মালয়েশিয়া ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স, আমেরিকান প্রাইভেট লেন্ডার এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশের ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির একজন সম্মানিত সদস্য।

হেলথ কেয়ার ব্যবসার পাশাপাশি শিশির বাংলাদেশের শিক্ষা খাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন। তিনি ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত ধানমন্ডি কলেজের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বর্তমানে তিনি দ্য ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লার একজন অন্যতম উপদেষ্টা।

আব্দুল কাদের শিশির একজন শিক্ষানুরাগী মানুষ হওয়ায় তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে গত ১৫ বছর যাবত বিশেষ অবদান রেখে চলছেন।

রাস্তা থেকে ট্র্যাশ খালি করতে যান্ত্রিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমাদের প্রশাসন এ নিয়ে কাজ করছে।আমরা আরও দক্ষতার সাথে আবর্জনা তোলার মাধ্যমে এবং শহর জুড়ে অবৈধ ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আমাদের রাস্তাগুলিকে পরিষ্কার করছি।"

গত সপ্তাহে, অ্যাডামস্ প্রশাসন একটি নতুন ধরণের আবর্জনা পরিস্কার ট্রাকের প্রোটোটাইপ উন্মোচন করেছে যেটি রাস্তা থেকে ট্র্যাশ খালি করতে একটি যান্ত্রিক হাত ব্যবহার করবে। এগুলি ইউরোপীয় বা এশিয়ান শহরগুলিতে দেখা যায়। এটি নিউ ইয়র্কবাসীকে ট্র্যাশ দ্রুত পরিষ্কার করতে এবং বুদ্ধির সাথে তুলতে সাহায্য করবে। মেয়র জানান,বিশেষজ্ঞরা যে পূর্বাভাস দিয়েছিল তার অর্ধেক সময়ে তারা এই ট্রাকটিও তৈরি করেছেন।

অ্যাডামস্ বলেন, "সেই সাথে, আমরা কন্টেইনারাইজেশনের পরবর্তী ধাপ প্রকাশ করেছি, যা আমাদের প্রাথমিক ১০-ব্লক পাইলটকে প্রসারিত করবে এবং হারলেমের কমিউনিটি বোর্ড ৯-এ একটি পূর্ণ-স্কেল পাইলট হবে। এই সম্প্রদায়টি শহরে প্রথম হবে যাদের ফুটপাত থেকে তোলার জন্য কোন কালো ব্যাগ অবশিষ্ট থাকবে না। এই দশটি ব্লকে আগের বছরের তুলনায় ইঁদুরের দেখা দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কমে গেছে। এটা অসাধারণ উন্নয়ন, সত্যিই দ্রুত। আমাদের কিছু বৃহত্তম এবং ঘন সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমরা হারলেমে যে কৌশলগুলি প্রয়োগ করছি তা কালো ব্যাগের পাহাড়ের সমস্যাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করবে।আমাদের প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তার সংগ্রামে আমরা ইতিহাস তৈরি করেছি। আমরা আবর্জনা তোলার সময়সূচী সরিয়ে নিয়েছি, এবং আমরা ২৩ হাজার ঝুড়ি সহ আমাদের শহরের ইতিহাসে সেরা রাস্তার লিটার ঝুড়ি পরিষেবা অফার করছি। এই পতনের মধ্যে, পাঁচটি বরোতে প্রত্যেক একক নিউইয়র্কবাসী বিনামূল্যে, ব্যথামুক্ত সাপ্তাহিক কার্বসাইড কম্পোস্ট সংগ্রহের অ্যাক্সেস পাবে।"

অ্যাডামস্ প্রশাসন এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন জোরদার করছে এবং বেআইনি ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছেন বলে জানান। সাম্প্রতিক অর্থবছরে তারা আগের বছরের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি ভায়োলেশন জারি করেছেন। বোডেগাস, রেস্তোরাঁ, মুদির দোকান, ডেলিস এবং বারগুলির জন্য, প্রশাসন কন্টেইনারাইজড বর্জ্য পরিষেবা অফার করেছে। ১ মার্চ, ২০২৪ থেকে শুরু করে, নিউইয়র্ক সিটির সমস্ত ব্যবসাকে তাদের বর্জ্য বাইরের পাত্রে রাখতে হবে৷ এই ফল সিজনের মধ্যে, এক থেকে নয়টি আবাসিক ইউনিট সহ সমস্ত বিল্ডিংকে তাদের আবর্জনাও কন্টেইনারাইজ করতে হবে।

অ্যাডামস্ বলেন, "নিউইয়র্ক সিটি আমেরিকান শহরগুলির জন্য মান নির্ধারণ করছে যা বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়ের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমাধানগুলি বাস্তবায়ন করে৷ আমরা ইতিমধ্যেই নিউইয়র্ক সিটির ৭০ শতাংশ কালো ব্যাগ আমাদের শহরের রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলেছি।এটি পরিষ্কার রাস্তার দিকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যা নিউ ইয়র্কবাসী প্রজন্মের মধ্যে দেখেছে।"

অ্যাডামস্ বলেন, "এটা সম্ভব হবে এমনটা কেউ ভাবেনি। কিন্তু আমরা করে দেখিয়েছি। এখন নিউইয়র্ক সিটি পরিষ্কার রাস্তার জন্য পরিচিত হবে। ইঁদুরের উপদ্রব চলে যাচ্ছে। দিন দিন আমাদের শহর নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য আগের চেয়ে আরও বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠছে।"

ইমিগ্রেশন আবেদনের ফি বাড়ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নেওয়া ইউএসসিআইএসের জন্য অনুচিত।’

মেহতা এবং অন্যান্য অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফি বাড়ানোর পর আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কতটা ত্বরান্বিত হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়। আপনি যদি আপনার প্রেমিক কিংবা প্রেমিকাকে যুক্তরাষ্ট্রে আনতে চান তাহলে ফর্ম আই-১২৯এফ-এর জন্য বর্ধিত ফি গুনতে হবে। যা এখন ২৬ শতাংশ বাড়িয়ে ৫৩৫ ডলার থেকে ৬৭৫ মার্কিন ডলার করা হয়েছে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) অবশ্য মনে করে না আই-১২৯ ফর্মের মাধ্যমে আবেদন ফি বাড়িয়ে দেশের বাইরে বিয়েকে উৎসাহিত করা যাবে। বরং কোনো যুগল যদি বাইরে বিয়ে করে তাহলে আই-১২৯ এর পরিবর্তে তারা আই-১৩০ আবেদনের মধ্য দিয়ে স্ত্রী কিংবা স্বামীকে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে আসতে চাইবে। চূড়ান্ত রীতিতে আই-১৩০'র ক্ষেত্রে ফি বেড়ে ৬২৫ ডলার হচ্ছে আর পেপার ফাইলিংয়ের ক্ষেত্র তা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৬৭৫ ডলার। সুতরাং দেশের বাইরে বিয়ে, এমন কোনো সাশ্রয় নিশ্চিত করবে না।

ন্যাচারালাইজেশনের সিদ্ধান্তের শুনানিসহ আমেরিকান নাগরিক হওয়ার আবেদনও এখন থেকে আরও ব্যয়বহুল হবে। তবে বায়োমেট্রিক সার্ভিসের মাধ্যমে ন্যাচারালাইজেশনের অনলাইন আবেদন ফি সামান্য কমিয়ে ৭২৫ ডলার থেকে ৭১০ ডলার করা হচ্ছে।

বিনিয়োগ-সম্পর্কিত গ্রিন কার্ড আবেদনের ফি পরিবর্তন:

ইমিগ্রেশনের ফি বাড়ানোর সবচেয়ে বড় অংকটি ধার্য করা হচ্ছে ইবি-৫ এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ভিসা আবেদনকারীদের জন্য। এটি একটি বিনিয়োগ-সম্পর্কিত গ্রিন কার্ড প্রোগ্রাম। এক্ষেত্রে আবেদনকারীদের আই-৫২৬ এ প্রাথমিক পিটিশনে ১১,১৬০ মার্কিন ডলার দিতে হবে। এক্ষেত্রে ফি বেড়েছে ২০৪ শতাংশ। পরে স্থায়ী অভিবাসনে যেতে আই-৮২৯ ভিসা আবেদনে তাদের গুনতে হবে ৯৫৩৫ ডলার। যা আগের তুলনায় বাড়ছে ১৫৪ শতাংশ।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফাইল করার জন্য অপেক্ষা না করে ১ এপ্রিল থেকে এই ফি বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ার আগেই আবেদন করা উচিত।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ফি পরিবর্তন:

এইচ-১বি ক্যাপ ভিসার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি বাড়ানো হচ্ছে ২০০০ শতাংশ। এইচ১-বি'র ই-রেজিস্ট্রেশনে ১০ ডলার জমা দিতে হয়, যা বাড়িয়ে ২১৫ ডলার কথা হচ্ছে। তবে, এই উচ্চ হার এই বছরের এইচ-১বি রেজিস্ট্রেশনের জন্য কার্যকর হবে না। এই ভিসা আবেদন আগামী ৬ মার্চ শুরু হয়ে ২২ মার্চ পর্যন্ত চলবে।

তবে এইচ১-বি আবেদনের ফি অবশ্যই বাড়বে। এই আবেদন শুরু হবে আগামী ১ এপ্রিল থেকে। যেখানে আবেদন ফি বর্তমান ৪৬০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৭৮০ ডলার করা হচ্ছে। আর এল ওয়ান আবেদন (আন্তঃ কোম্পানি ট্রান্সফার) ফি ৪৬০ ডলার থেকে বেড়ে ১৩৮৫ ডলার করা হচ্ছে। তবে বিশেষ কিছু ছোট কোম্পানি ও নন প্রফিটের ক্ষেত্রে এই ফি অপেক্ষাকৃত কম হবে।

চূড়ান্ত রীতিতে অ্যাসাইলাম প্রোগ্রামের আওতায় আবেদনে অতিরিক্ত ৬০০ ডলার গুনতে হবে। প্রতিটি আই-১২৯ ও আই-১৪০ ফর্মের ক্ষেত্রে এই ফি ধার্য করা হয়েছে। ননপ্রফিট আবেদনকারীরা নতুন এই ফি রেয়াদ পাবেন আর অপেক্ষাকৃত ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে এই ফি ধরা হবে ৩০০ ডলার।

ইউএসসিআইএস তার বিবৃতিতে বলেছে, ফি বাড়ানোর মধ্য দিয়ে সংস্থাটির বছরে ৭৩০ মিলিয়ন ডলার খরচ তুলে আনতে পারবে। আর সক্ষমতা বাড়াতে বাজেট বরাদ্দ করতে পারবে। এই বর্ধিত ফি কার্যকরের মধ্য দিয়ে নতুন রাজস্ব আয় হবে তা দিয়ে ইউএসসিআইএস উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগে গ্রাহক সেবার মান বাড়াবে এবং আটকে থাকা আবেদনগুলো দ্রুত ছেড়ে দিতে পারবে।

বাংলাদেশে বিরোধীপক্ষের সমর্থকদের ক্ষুব্ধতা বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি

কাকন রেজা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ।বিশেষ করে বিরোধীপক্ষের যারা, তাদের মধ্যে একধরণের আশাভঙ্গের ক্ষোভ ভর করছে। এতদিন তারা যুক্তরাষ্ট্রের উপর একধরণের ভরসা করে ছিলো এই ভেবে যে, নির্বাচনের আগে-পরে কিছু করবে যুক্তরাষ্ট। কিন্তু আশাভঙ্গের বেদনা তাদের ক্রমেই ক্ষুব্ধ করে তুলছে। নির্বাচনের আগে শাসকপক্ষের লোকজন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং সেসব কথার অনেকটাই পরিণত হয়েছিলো বিষোদগারে। কিন্তু বিরোধীপক্ষের লোকজন বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু পদক্ষেপ ও বক্তব্যে সন্তুষ্ট ছিলো। আর তার বড় প্রমাণ হলো, গাজায় ইসরায়েলের নৃশংসতার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বেও বড় কোনো প্রতিবাদ-বিক্ষোভ যা মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের স্বাভাবিক চিত্র, তা দেখা যায়নি এবার। বরং ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্বীকার করা শাসকদল জোর প্রতিবাদ জানিয়েছে গাজায় ইসরায়েলি হামলার। এই শাসকদলের বিরোধী যারা তাদেরকেই এতদিন পশ্চিমাদের কেউ কেউ ইসলামি এক্সট্রিমিস্ট হিসেবে গণ্য করে এসেছে। অবশ্য এবারের হিসেবটা মোটামুটিগোলমেলে। কারণ শাসকদলের মিত্রদেশ ভারত হলো ইসরায়েলের স্বীকৃত বন্ধু। শাসকদলের দায়িত্বশীলদের অনেকেই সদ্য হয়ে যাওয়া নির্বাচনে ভারতের সমর্থনের কথা প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করেছন। আবার একইসাথে তারা ইসরায়েলের সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে ইসলামিস্ট হিসেবে কথিত বড় বিরোধীপক্ষ বিএনপি ও জামায়াত এই ইস্যুতে বলতে গেলে অনেকটাই চুপ ছিলো। অন্যান্য ইসলামী দলগুলোকেও খুব বড় কোনো প্রতিবাদে যেতে দেখা যায়নি, এমনটা সাধারণত দেখা যায় না বাংলাদেশে।

আরেকটা বিষয় নজরে পড়ার মতন, দেখা গেছে বামদলগুলো যারা যুক্তরাষ্ট্রকেনিকট অতীতে সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে। মানবতার শত্রুবলেও যুক্তরাষ্ট্রকে আখ্যায়িত করেছে এসব দলের কোনটা। কিন্তু এবার বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই মেরুকরণ অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিলো। আর এ পাল্টানোর কারণ হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশেগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য তথা আগ্রহ। যার প্রমাণও তারা রেখেছিলো স্যাংশান ও ভিসা নীতির মাধ্যমে। নির্বাচনকে কেন্দ্র ভিসা নীতির ঘোষণায় খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সেক্রেটারি ব্লিনকেন বলেছেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়ার বিষয়ে। তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে, তাদের বিরুদ্ধে ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হবে। একই সাথে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া কী তাও উল্লেখ করে দিয়েছেন। তারমধ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের আগেই সেসব স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে দাবী করেছে বিরোধীরা। তাদের একটি বড় সমাবেশকে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগে ভন্ডুল করে দেয়ার কথা বলেছে তারা। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বিরোধীদেরএসব দাবীকে অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত করেছে। নির্বাচনের পরেও নির্বাচন বর্জনকারী বিরোধীপক্ষে সভা-সমাবেশ বাধা দেয়া ও ভণ্ডুল করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

এসবের পরেও যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনপূর্ব তাদের প্রতিশ্রুত ভিসা নীতি প্রয়োগ করেনি। শাসকগোষ্ঠী দাবী করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নির্বাচনকে মেনে নিয়েছে। তাদের এই দাবীও খুব একটা ভুল নয়। ভারত, চীন ও রাশিয়া তো শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পক্ষে সরাসরি অবস্থান নিয়েছিলো এবং তা নির্বাচনের আগে থেকেই। নির্বাচনের পরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র জাপানও অভিনন্দন জানিয়েছে নতুন সরকারকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও একই কাজ করেছে। আরো বেশ কিছু দেশও নবগঠিত সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে বলে প্রচার করেছে দেশীয় গণমাধ্যম। জাতিসংঘ মহাসচিবের অভিনন্দনের কথাও প্রচার হয়েছে কিছু গণমাধ্যমে। শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্বশীলদের কেউ কেউ বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের সাথে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দেশের মানুষও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস এর সরকারের দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগের মাত্রা দেখে অনেকটা সেরকমই ধারণা করে নিয়েছে। সঙ্গতই বিরোধীপক্ষের মানুষের মধ্যে একধরণের আশাভঙ্গের ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি। বিশেষ করে তৃণমূলের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।সামাজিকমাধ্যমে ইতোমধ্যে তার প্রতিফলন দেখা গেছে।

তবে এসব আলোচনার সাথে বাংলাদেশের সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ভোটের হার নিয়ে কিছুটা আলাপ করা যেতে পারে। এ নির্বাচনে সরকারি হিসেবে ভোটের হার বলা হয়েছে ৪০ শতাংশের উপরে। সরকারি এই হিসেবেও ভোটের হার বিগত সংসদ নির্বাচনগুলির তুলনায় অনেক কম। যেখানে ৮০ শতাংশের উপর ভোটের হার থাকে সেখানে এবার রয়েছে ৪০ শতাংশের উপরে এবং তা সরকারি হিসেবেই। তবে বিরোধীপক্ষ এই হারকে বলছে ৭ শতাংশ। বিরোধীপক্ষের এই দাবীকে খুব একটা মিথ্যা বলা যাবে না ভোটের দিন প্রচারিত দেশী ও বিদেশী গণমাধ্যমগুলোর খবরচিত্র দেখে। এসব চিত্রের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্রগুলি ফাঁকা দেখা গেছে। এছাড়াও সামাজিকমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিও তো রয়েছেই। এদিকে ভোটের দিন রাজধানী ঢাকা উৎসবমুখর থাকার কথা থাকলেও ছিলো অবিশ্বাস্যরকম নীরব। কোনো গণমাধ্যম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঢাকাকে এত নীরব দেখা যায়নি বলে মন্তব্য করেছে। রাজধানীতে সরকারি হিসেবেই ভোটের হার ছিলো অত্যন্ত কম। বেশির ভাগ কেন্দ্রেই ১৫ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে ছিলো এই হার। শুধু একটি আসনে এই হার ৩০ শতাংশের কিছু উপরে ছিলো। এসব থেকে এ কথাই বোঝা যায় মানুষের ভোটদানে আগ্রহ ছিলো অনেকটাই কম। যাকে বিরোধীরা তাদের সমর্থনে ভোট বর্জন বলে আখ্যায়িত করেছে। বিবিসি এ ব্যাপারে দেশের একটি গণমাধ্যমের শিরোনামকে উদ্ধৃত করে তাদের খবরের শিরোনাম করেছিলো 'নজিরবিহীন ভোট বিমুখতা' উল্লেখ করে।

মূলত এই ভোট বিমুখরাই যুক্তরাষ্ট্রের উপর ক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। তবে এখনো যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তারা এই নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু মনে করে না। গত ৩১ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তার নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখে বলেন, 'আমরাদেখতে পেয়েছি ওই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করেবিরোধী দলের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে আমরা উদ্বেগপ্রকাশ করেছি।' কিন্তু ম্যাথিউ মিলারের এই উদ্বেগ খুব একটা কাজে আসেনি বলেই মনে হচ্ছে। কারণ ব্রিফিংয়ের আগের দিনই বিরোধীদের একটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কজন বিরোধী নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসব কারণেই বিরোধীপক্ষের লোকজন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তথা সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং তারা ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। আগামীতে হয়তো এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে ইয়েমেন কিংবা ইসরায়েলেরমতন ঘটনার প্রশ্নে। বিরোধী নেতারা হয়তো তাদের তৃণমূল কর্মীদের নিবৃত্ত করতে পারবেন না ক্ষোভ প্রকাশ থেকে।

এদিকে এই নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাও প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েছে বিরোধীদের। বিরোধী নেতৃবৃন্দ রাখঢাক না করেই এই নির্বাচনে ভারতের হস্তক্ষেপের কথা বলছে। নির্বাচনে হস্তক্ষেপ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠেছে কানাডাতেও। সেখানের নির্বাচনেও ভারতের হস্তক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে। একদিকে নির্বাচন বর্জনকারী দেশের প্রধান বিরোধী দল ও পক্ষ সরাসরি এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ভারতকে দায়ী করছে, অন্যদিকে শাসকদলের লোকজন বলছে, নির্বাচন ভণ্ডুলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারত তাদের পাশে ছিলো। এটাকে একধরণের স্বীকৃতিও বলা যায়। এক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের অভিযোগ ও শাসকপক্ষের কথা একই বৃন্তে মিলে যায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আরেক জায়গায়। সরকারি হিসেবে ভোট দেয়নি প্রায় ৬০ শতাংশের কাছাকাছি মানুষ। বিরোধীপক্ষে দাবীতে ৯৭ শতাংশ মানুষ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর আলোচনা-সমালোচনায় উঠে আসছে ভারতের নাম। যা কখনো কখনো বিরুদ্ধে যাচ্ছে দেশটির। এই বিরুদ্ধতায় সামাজিকমাধ্যমগুলিতে কোনো কোনো একটিভিস্ট ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পণ্য বর্জনের কথা না বললেও অনেক মানুষ একটিভিস্টদের কথা গ্রহণ করেছে। এর ফলও ফলতে শুরু করছে। ক্রমেই কাটতি কমছে ভারতীয় পণ্যের। সামাজিকমাধ্যমেও নেটিজেনদের প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে ভারতকে। এমনকি নিউজপোর্টালগুলোর ভারত বিষয়ক কোনো খবরের নিচে মন্তব্যের জায়গাতেও ওঠে আসছে মানুষের উষ্মার কথা। তারা তাদের বক্তব্যে পণ্য বর্জনকে সমর্থন করছেন। ফলে এখন আর অস্বীকার করার জো নেই যে, বাংলাদেশের এক বিশাল অংশেরজনগোষ্ঠীর কাছে ভারত তাদের অবস্থান হারিয়েছে।

বিরোধীপক্ষের লোকজন এমন অভিযোগও করছে যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের কঠোর মনোভাব পরিবর্তনের জন্য। ভারতীয় গণমাধ্যম টেলিগ্রাফের এক রিপোর্টেও এ কথা উঠে এসেছে। এসব কারণেই ভারতের প্রতি ক্ষোভ ক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা ক্ষুব্ধতায় রূপ নিচ্ছে বাংলাদেশের বিরোধীপক্ষের মানুষের।

'জীবন থেকে নেয়া' এবং নেতৃত্বের স্বরূপ অন্বেষণ

শেখর ভট্টাচার্য

রাজধানী ঢাকা কিংবা দেশের যে কোন শহরের পথ দিয়ে হেঁটে চললে নানারকম পোস্টার চোখে পড়ে। পোস্টার গুলো দেয়ালে সাঁটানো কিংবা দড়ি দিয়ে ঝুলানো থাকে সাধারণত। বেশির ভাগ পোস্টারই রাজনৈতিক বার্তা বহন করে থাকে। একসময় নানা রাজনৈতিক আদর্শের বার্তা বহন করতো পোস্টার গুলো। সর্বক্ষেত্রের মতো পোস্টারেও এখন আদর্শ নির্বাসিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের অধিকাংশ পোস্টার অভিনন্দনের বার্তাবহন করছে। পোস্টারের ভেতর অনেক মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। ঝকঝকে মুদ্রন। তবে পোস্টারের বার্তা বুঝতে হলে আপনার ব্যস্তসূচি থেকে কিছু সময় বের করে নিয়ে পাঠ করতে হবে। তারপরেও সম্পূর্ণ বার্তা বুঝতে পারবেন কী না তার নিশ্চয়তা দেয়া যায়না। অধিকাংশ পোস্টারে যে অভিনন্দন বার্তা থাকে সে গুলোতে লেখা থাকে, অমুক নেতার তমুক পদ প্রাপ্তিতে অমুক, তমুক নেতার পক্ষ থেকে তাকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। মূল যে নেতাকে অভিনন্দন জানানো হয়, তার বিষয়ে এমন বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয় পোস্টার পাঠকের কাছে মনে হবে তিনি দেশ, মহাদেশে ছাপিয়ে, বিশ্বনেতৃত্ব গ্রহণ করার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। পোস্টারে অন্য যাদের ছবি থাকে তারা কে, কার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সেটি বুঝতে হলে আপনাকে রীতিমত গবেষণা করে যেতে হবে। প্রত্যেকেই বড় বড় নেতা। তাদের অবদানের কারণে দেশের অগ্নিঝরা বিপ্লব সৃষ্টির সুচনা ঘটেছে অথবা মরা গাঙে উন্নয়নের উত্তাল ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক দল, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক থেকে শুরু করে সকল পেশা, শ্রেণির মানুষের মধ্যে এখন নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন মানুষের অভাব নেই। সকল মানুষ নিজেকে নেতা মনে করেন। তার নেতৃত্ব গুণের সমাদর নেতৃত্ব না পেলে আরও কয়েকজন নেতৃত্ব প্রত্যাশীদের নিয়ে ভিন্ন একটি সংগঠন তৈরি করা তাদের প্রয়োজন পড়ে। নেতৃত্বকে দিনের পর দিন জমিদার গিন্নীর আঁচলের চাবির মতো বেধে রাখতে হয়। এর বহুমাত্রিক কারন রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে বাংলাদেশের সব চেয়ে উচ্চমানের রাজনৈতিক চলচ্চিত্র "জীবন থেকে নেয়া"তে শহীদ জহির রায়হান আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে অনেক গুলো কারণ দেখিয়েছিলেন। একটি যৌথ পরিবারের স্বৈরাচারী গৃহকর্তীর রূপক চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি নেতৃত্ব এবং ক্ষমতার এক অসাধারণ ছবি এঁকেছিলেন। চরিত্রটি পর্দায় রুপায়িত করেছিলেন অভিনেত্রী রওশন জামিল। নেতার কাছে ক্ষমতা অর্পন করা হয়, নির্দিষ্ট, অনর্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন কার জন্য। ক্ষমতাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, আবার নির্যাতন, নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ক্ষমতা ব্যবহৃত হতে পারে। পৃথিবী জুড়ে ইতিবাচক নেতৃত্ব এবং স্বৈরাচারী নেতৃত্বের হাজারো উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে "জীবন থেকে নেয়া" ছিলো একটি স্বার্থক রূপকধর্মী চলচ্চিত্র। যৌথ পরিবারের গিন্নী সংসারের চাবি করায়ত্ব রেখে পরিবারের সদস্যদের কী ভাবে নির্যাতন করতে পারেন "জীবন থেকে নেয়া" চলচ্চিত্রে তা' শিল্পীত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক দিকে গৃহকর্তীর নির্যাতন অন্যদিকে নিপীড়িত পরিবারের সদস্যদের নানা মূখী প্রতিরোধ। এক সময় একচ্ছত্র নেতৃত্ব, সম্মিলিত প্রতিরোধে সামনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ঐক্যবদ্ধ সদস্যের কাছে একসময় তাঁকে হার মানতে হয় প্রতীকী স্বৈরাচারকে। এই অসাধারণ চলচ্চিত্রে বায়ান্নের ভাষা আনদোলন থেকে শুরু করে বাঙালির নান আন্দোলন প্রতিকী ভাবে উঠে এসেছে। পতনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত গৃহকর্তী চাবির গোছা অর্থাৎ ক্ষমতা সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করতে চাননি। নেতার হাতে ক্ষমতা থাকে বলেই স্বৈরাচারী নেতা কোন অবস্থাতেই ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চায়না। বাংলাদেশের ইতিহাসে আইয়ুব, ইয়াহিয়া সহ কোন সামরিক স্বৈরাচার সেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেননি। গণঅভ্যুত্থান, গণরোষ থেকে বাঁচতে স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করে। তবে ক্ষমতায় থাকা-কালীন তারা নিজেদেরকে উন্নয়নের মহারূপকার হিসেবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। ক্ষমতার সাথে নেতৃত্বের গভীর সংযোগ থাকার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশেও বিপুল সংখ্যক মানুষ নেতার আসনে আসীন হতে চান। তা' ওয়ার্ড কিংবা জাতীয় পর্যায় যেখানেই হোক না কেনো।

নেতৃত্ব ও নেতা নিয়ে ভূমিকা ছাড়া কেনো এতো আলোচনা। সারা বিশ্বে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।স্কুল, কলেজ, রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন এমন কী খেলার মাঠেও প্রতিটি দলে যাতে যোগ্য নেতা সৃষ্টি হয় এ'জন্য নানা পরীক্ষা, নিরীক্ষা চালানো হয়। নেতৃত্বের যথাযথ বিকাশ যাতে ঘটে এজন্য শিক্ষা কারিকুলামে সৃজনশীল বিষয়কে যুক্ত করা হয়। একটি জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের সঠিক নেতৃত্ব গুণ না থাকলে, দেশটি যথাযথ ভাবে এগিয়ে যেতে পারেনা। সাম্প্রতিক কালে আমাদের চারদিকে তাকালে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংগঠন গুলোতে নেতৃত্বের বিভিন্ন পদ করায়ত্ব করার জন্য নানারকম বাদানুবাদ থেকে সংঘর্ষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। নেতৃত্ব সৃষ্টির সঠিক প্রক্রিয়া না থাকার কারণে সকলেই "রাজা" হতে চান। সকলেই নিজেকে নেতা হিসাবে যোগ্য মনে করেন। এর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয়ের জন্য খুব বেশী গবেষণার প্রয়োজন নেই। নেতার পদে আসীন হলে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া যায়। ক্ষমতাকে অনিয়ন্ত্রিত, অনৈতিক ভাবে ব্যবহার করে অবৈধ সম্পদ অর্জন করা সহজ হয়। কর্মী থেকে থেকে নেতা হওয়া, এটি একটি প্রক্রিয়ার বিষয় কিছুটা সময় সাপেক্ষও বটে। সময়ের অপচয় করে নেতৃত্বের স্বাদ থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায়না। সেটি ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা হোক কিংবা যে কোন সংগঠণের কেন্দ্রীয় কমিটির পদ হোক।পদবঞ্চিত হলে দল ত্যাগ করা এখন পোশাক পরিবর্তনের মত সহজ কাজ। নেতৃত্বের ভারে রাজনৈতিক দল গুলোর সকল স্তর ক্রমাগত যেনো ভেংগে পড়ছে। নেতৃত্বের ভার বেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো অবৈধ সম্পদ অর্জনের পরিমান স্ফীত হওয়া।নেতৃত্ব হচ্ছে ব্যবসার মূলধনের মতো। যত বড় নেতৃত্ব তত বড় মূলধন।অর্থ বিত্তের স্থিতিও তত বেশী।এরকম নেতৃত্বকে কোন ভাবেই ইতিবাচক নেতৃত্ব হিসেবে বিবেচনা করা যায়না। এরকম নেতার সংখ্যা যতই বাড়বে দেশে অপরাজনীতি বেড়ে যাবে দ্রুত।গণতন্ত্র এগিয়ে যাবে সমাধির পথে।

এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতন্ত্র চর্চা হলো উদ্ভট প্রকৃতির।শ্যাক্সপিয়রের "হ্যামলেট" নাটকে একটি অসাধারণ সংলাপ আমরা শুনতে পাই একজন দুর্গরক্ষীর মুখে।মহান নাট্যকার শ্যাক্সপিয়র মার্সেলাস নামক দুর্গ রক্ষীর কণ্ঠে বলেছিলেন 'সামথিং ইজ রোটেন ইন দ্য স্টেট অব ডেনমার্ক'। "কোন কিছু নষ্টের আলামত পাওয়া যাচ্ছে ডেনমার্কে"। আমাদের দেশে অপপ্রক্রিয়ায় নেতা হওয়ার চর্চা দ্যাখে আমরা বলতে পারি, 'সামথিং ইজ রোটেন ইন বাংলাদেশ'।

নেতাদের চাপে আক্ষরিক অর্থে আমাদের মঞ্চে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো কয়েকবার। ২০২৩ সালের ৬ জানুয়ারি বিকাল সোয়া ৪টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রলীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ-সম্পাদক বক্তৃতা দেওয়ার সময় মঞ্চ ভেঙে পড়ে যায়। অতিরিক্ত মানুষ মঞ্চে ওঠায় মঞ্চ ভেঙে পড়েছে বলে নেতাকর্মীদের ধারণা। এ ঘটনার পরে ওবায়দুল কাদের ক্ষোভের সুরে বলেছিলেন, "এতো নেতা কেনো? নেতা উৎপাদনের এতো বড় কারখানা আমাদের দরকার নাই।সব সময় দেখি স্টেজভর্তি নেতা থাকে। নেতা নয় আমাদের স্মার্ট কর্মী দরকার। তবে আমি বলবো, এইযে নেতাদের মঞ্চে ওঠা, এতো নেতা আমাদের দরকার নাই। যে কোনো মঞ্চে গেলে সামনের লোকের থেকে মঞ্চে লোক বেশি। কেন? এতো নেতা কেন?"

দেশকে সত্যিকার অর্থে এগিয়ে নিতে হলে প্রকৃত নেতৃত্ব গড়ার উদ্যোগ নিতে হবে। যারা আদর্শের রাজনীতি করেন, আদর্শের জন্য সারাজীবন ত্যাগ করে যান তাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। প্রক্রিয়াটা হবে এমন যাতে করে প্রক্রিয়াই তাদেরকে সামনে নিয়ে আসে। প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে সকল পর্যায়ে গণতন্ত্রের মৌলবাণীকে অনুসরন কতে হবে। মনে রাখতে হবে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যারা নেতৃত্বে আসার চেষ্টা করেন তাদের পথ রুদ্ধ না করলে, মঞ্চের উপরের মানুষেরাই থাকবেন, সামনে আর কোন মানুষ দেখা যাবেনা। মানুষ মহামতি শ্যাক্সপিয়রের নাটকের মতো রাজনীতিতে পচনের আলামত পেয়ে ঘৃনায় দূরে সরে যাবে। সেই পর্যায়ে আসার আগেই সাবধান হতে হবে ক্ষমতাসীন, ক্ষমতাহীন সকল পক্ষকে ।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

কাবা শরীফ তাওয়াফ”

ফজলুর রহমান চৌধুরী

পবিত্র হজ্ব শুরুর আগে প্রথম ওমরাহ আদায় করার জন্য আমরা ৫০/৬০ জনের কাফেলা বাদ এশা মোয়াল্লেম সাহেব , তাদের প্রতিনিধির নেতৃত্বে ইহরাম বাধা অবস্থায় কাবা ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। বিভিন্ন মাধ্যমে কাবা শরীফের অনেক ছবি দেখেছি। কাবা বায়তুল্লাহ মসজিদের ভিতরে যখন পবিত্র কাবা ঘর হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল তখন মন প্রাণ চমকে উঠে। আল্লাহ হুআকবার বলে আওয়াজ তুলি।আমরা কাবা ঘরের খুব কাছে সবুজ বাতি পয়েন্ট থেকে হাজরে আসওয়াদ পাথরের দিকে হাত ইশারায় আল্লাহুআকবার বলে তাওয়াফ শুরু করি।এবং তালবিয়া, দোয়া দুরুদ, তওবা(আস্তাগফার) পড়তে পড়তে তাওয়াফ সম্পন্ন করি। ঘরির কাটার উল্টো দিকে বাম থেকে ডান দিকে ঘুরতে হয়।এক তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদ(কালো পাথর) দুর থেকে ইশারায় হাত তুলে বিছমিল্লাহে আল্লাহুআকবার বলি। মোয়াল্লেম সাহেব আনোয়ার ভাই পূর্বেই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এ হজ্ব মৌসুমে কালো পাথর কাছে গিয়ে স্পর্শ করে চুম্বন দেয়ার চেষ্টা যেন না করি। মহাবিপদ হতে পারে।আল্লাহর রহমতে অন্য কোনো হালকা সময়ে চুম্বন করার চেষ্টা করা যাবে। স্ত্রীর হাত শক্ত করে ধরে তাওয়াফ করছি। অন্যরাও যার যার নারী বা পুরুষের হাত বা পিছনের ঝুলানো ব্যাগ ধরে ঘুরছেন।আমাদের সবার পিছনে একই কমলা কালারের ব্যাগ ঝুলানো। মাঝে মাঝে অন্য কাফেলার হাজ্বীগণের ধাক্কায় গ্রুপ থেকে সরে আসলেই আমাদের প্রতিনিধি ডানে, বামে বা সামনে দ্রুত সরে যেতে পরামর্শ দেন। সাহায্য করে গ্রুপের ভিতর ঢুকিয়ে দেন যাতে হারিয়ে না যাই।মাঝে মাঝে এমন ভিড়ে পড়তে হয় দম ফেলবার যায়গা নেই যেন। খুবই শক্তি সঞ্চয় করে বড় বড় শক্তিশালী মানুষের ধাক্কা, চিপা খেয়ে টিকে থাকতে হয়।এক সময় মোকামে ইব্রাহীম কাছে গিয়ে স্পর্শ করে দেখতে পেরেছি। কালো পাথরে আমরা স্পর্শ করে চুমো দিতে সুযোগ না পেলেও সর্বদা কোনো না কোন বড় শক্তিশালী কালো মানুষকে পুলিশের পাশে এ পাথর স্পর্শ করতে দেখা গিয়েছে।

সাতবার প্রদক্ষিণ/ তাওয়াফ শেষ করে আমরা একসাথে সেই সবুজ বাতি বরাবর মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করি। দু রাকআত নফল শোকরানা নামাজ আদায় করতঃ দোয়া করে জমজমের পানি পান করি।সেখান থেকেই উপরে উঠে সাফা -মারওয়া পাহাড় (সাঈ) সাত বার আসা যাওয়া করি । মাঝপথে সবুজবাতি এলাকায় পুরুষগণ দৌড় দিয়ে পার হতে হয়।

ওমরাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ জিয়ারত করা, পরিদর্শন করা ও সাক্ষাৎ করা। পবিত্র কাবাগৃহের জিয়ারতই মূলত ওমরাহ। ইসলামের ভাষায় পবিত্র হজের সময় ছাড়া অন্য যেকোনো সময় পবিত্র কাবাঘরের তাওয়াফসহ নির্দিষ্ট কিছু কাজ করা অর্থাৎ ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে বায়তুল্লাহ শরীফের জিয়ারত করাকে ওমরাহ বলা হয়। ওমরাহ পালনে প্রধানত চারটি কাজ। দুইটি কাজ ফরজ— (ক.) ইহরাম পরিধান করা। (খ.) পবিত্র কাবাগৃহ তাওয়াফ করা। আর দুইটি কাজ ওয়াজিব— (ক.) সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী (সবুজ বাতি) স্থানে সাতবার সাঈ করা। (খ.) মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা। ওমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ইবাদত। জানা যায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে চারবার ওমরা পালন করেছেন। তবে ওমরা করা আবশ্যক না হলেও তা পালন করা উত্তম।

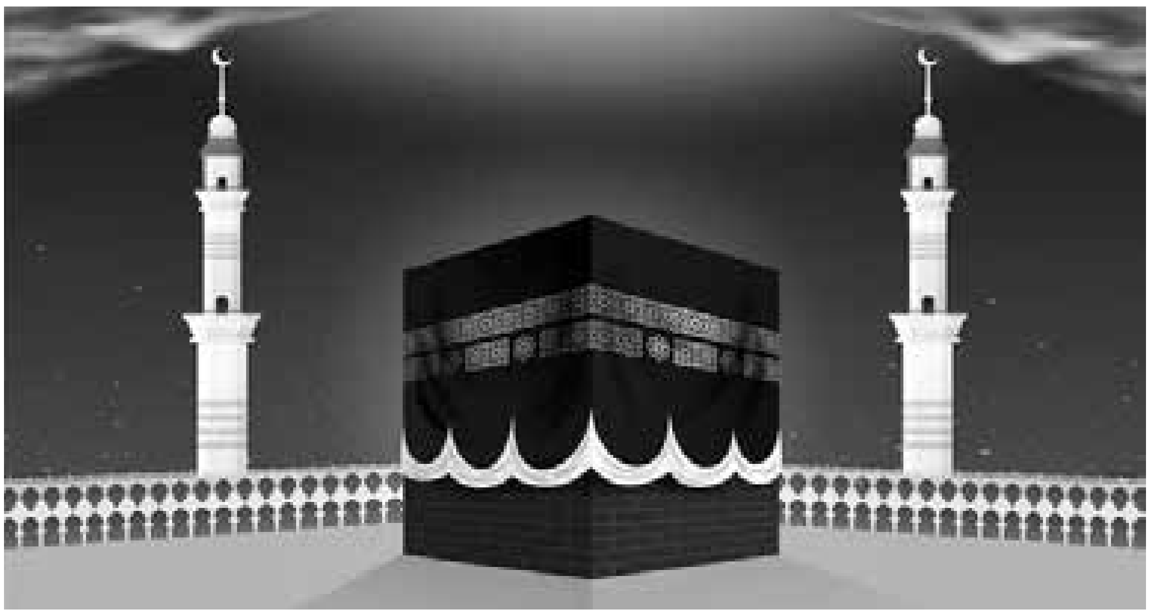

১. ইহরাম বাধা

ওমরার জন্য ইহরাম বাধা ফরজ। তাই নির্ধারিত মিকাত থেকে পুরুষরা সেলাইবিহীন দুটি কাপড় পরে ওমরার জন্য ইহরামের নিয়ত করবে।মহিলারা পর্দাসম্মত স্বাভাবিক কাপড় পড়ে এ নিয়ত করবেন। ইহরাম পরিধানের আগে বেশ কিছু করণীয় আছে। এগুলো হলো—ইহরাম পরিধানের আগে সব ধরনের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে। যেমন—হাত-পায়ের নখ কাটা, গোঁফ, চুল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা ইত্যাদি। ইহরাম পরিধানের আগে গোসল করা সুন্নত। অনেকে গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহারের পর ইহরামের কাপড় পরিধান করেন।মিকাত (ইহরামের জন্য নির্দিষ্ট স্থান) বা তার আগে ওমরাহর নিয়ত করতে হবে। মক্কায় আয়েশা(রাঃ)মসজিদ থেকে ইহরাম বাধা যায়।এরপর তালবিয়া পড়তে হবে।

ফরজ নামাজের ওয়াক্ত হলে ফরজ নামাজ আদায় করা। ফরজ নামাজের ওয়াক্ত না হলে অজুর সুন্নত হিসেবে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা।নামাজের পর কিবলামুখী হয়ে ইহরাম পরিধান করা। ইচ্ছা করলে বাহনে (গাড়িতে) উঠে যাত্রার প্রাক্কালে ইহরাম করতে পারেন। তবে মিকাত থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার আগে ইহরাম করতে হবে। ইহরামের নিয়তে এই দোয়া পড়া যায়।উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ফা-ইয়াসসিরহা লি ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নি।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি ওমরাহর ইচ্ছা করছি; আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন।এরপর বলবেন, ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা ওমরতান/ওমরাহ (অর্থ হে আল্লাহ, ওমরাহকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজির)।এরপর নবী (সা.) যেভাবে তালবিয়া পড়েছেন সেভাবে তালবিয়া পড়বেন। সেই তালবিয়া হচ্ছে, ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।’

পুরুষরা উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়বেন। ওমরাহর ক্ষেত্রে ইহরামের শুরু থেকে তাওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়ার বিধান আছে। তাওয়াফ শুরু করলে তালবিয়া পড়া ছেড়ে দেয়া যায়।ইহরাম পরিধানের পর কিছু কাজ নিষিদ্ধ। যেমন—সেলাইযুক্ত কাপড় বা জুতা ব্যবহার নিষিদ্ধ। অনুরূপ মস্তক ও মুখমণ্ডল ঢাকা। চুল কাটা বা ছিঁড়ে ফেলা। নখকাটা। ঘ্রাণযুক্ত তৈল বা আতর লাগানো। স্ত্রীর সঙ্গে সংগম করা। যৌন উত্তেজনামূলক কোনো আচরণ বা কোনো কথা বলা। শিকার করা। ঝগড়া-বিবাদ বা যুদ্ধ করা। চুল-দাড়িতে চিরুনি বা আঙুল চালনা করা, যাতে ছিঁড়ার আশঙ্কা থাকে। শরীরে সাবান লাগানো। উকুন, ছারপোকা, মশা ও মাছিসহ কোনো জীবজন্তু হত্যা করা বা মারা। যেকোনো ধরনের গুনাহের কাজ করা।

২. তাওয়াফ করা

ওমরার জন্য তাওয়াফ করা ফরজ। পবিত্র কাবাগৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়। ওমরাহর উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করে নির্ধারিত/বিভিন্ন দোয়া পড়া।

এরপর তাওয়াফ শুরু করার জন্য হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাওয়া।ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করাও চুমু খাওয়া।যদি হাজরে আসওয়াদে চুমু খেতে না পারা যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন ও হাতে চুমু খাবেন। যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে না পারেন তাহলে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে হাত দিয়ে ইশারা করে এবং তাকবির বলা। কিন্তু হাতে চুমু না খাওয়া । তাওয়াফে পুরুষরা ইজতিবা ও রমল করবেন। নারীদের ওমরায় ইজতিবা ও রমল নেই। পুরুষ তাওয়াফকারীদের জন্য ইজতিবা ও রমল সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর ইজতিবা হলো -তাওয়াফের সময় পুরুষরা গায়ের চাদরকে ডান বগলের নিচে দিয়ে চাদরের উভয় মাথাকে বাম কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এবং পেছনে ফেলে রাখা। ডান কাঁদ খালি রাখা।রমলঃ-ফরজ তাওয়াফের সময় পুরুষগণ প্রথম তিন চক্কর বীরদর্পে দুই কাঁধ ও শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে ঘন ঘন পায়ে দ্রুত চলা। তাওয়াফের সময় কাবা শরিফ ও হাজরে আসওয়াদকে বাম দিকে রেখে রোকনে শামি ও রোকনে ইরাকি অতিক্রম করে যখন রুকনে ইয়ামেনিতে (হাজরে আসওয়াদের পর তৃতীয় কর্নার) পৌঁছবেন তখন সে কর্নার চুমু ও তাকবির ছাড়া শুধু স্পর্শ করা।যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তাহলে তাওয়াফ চালিয়ে যাওয়া, ভিড় করতে নেই।এ স্থানে তালবিয়া, তাকবির তাসবিহ ইত্যাদি পড়বেন।এবং কোরআনে শেখানো এ দোয়া পড়বেন—উচ্চারণ : ‘রাব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আজাবান নার।’

যখনই হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখন হাজরে আসওয়াদ অভিমুখী হয়ে তাকবির বলবেন। তাওয়াফের অন্য অংশে যা কিছু খুশি জিকির, দোয়া ও কোরআন তিলাওয়াত করবেন। তাওয়াফ শেষ করার পর চাদর/কাপড় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া কারণ ইজতেবা শুধু তাওয়াফের মধ্যে করতে হয়।সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করার পর ডান কাঁধ ঢেকে নিয়ে মাকামে ইবরাহিমে আসবেন এবং পড়বেন: ‘ওয়াত্তাখিজু মিম মাকামি ইবরাহিমা মুসল্লা।’অতঃপর মাকামে ইবরাহিমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন।প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা কাফিরুন পড়বেন। দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা ইখলাস পড়বেন।

দুই রাকাত সালাত আদায় করার পর জমজমের পানি পান করবেন।মাতাফের (তাওয়াফ করার স্থান) চতুর্দিকে জমজমের গরম ও ঠাণ্ডা পানির ঝার/ড্রাম আছে। জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা এবং পান করার সময় দোয়া—‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফি’আ, ওয়ারিজক্বাও ওয়াসি’আ, ওয়াশিফাআম মিন কুল্লি দা’ঈ।’ (হে আল্লাহ, আমাকে উপকারী জ্ঞান দান করুন! পর্যাপ্ত রিজিক দান করুন! সব রোগের শিফা দান করুন)।

৩. সাফা-মারওয়া সাঈ করাঃ-তাওয়াফের পর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে ৭ বার সাঈ করা ওয়াজিব। সাঈ করার মাধ্যমে ওমরার কাজ সম্পন্ন হবে। সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু হবে আর মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে সাঈ শেষ হবে।সাঈ সমাপ্ত করে আমরা নিকটবর্তী সেলুন লাইন ধরে মাথা মুণ্ডু করে হোটেলে চলে আসি। এখানে গোসল করে স্বাভাবিক কাপড় পড়ে হালাল হয়ে যাই।ওমরার হুকুমঃ হানাফি ও মালেকি মাজহাবে ওমরা করা সুন্নত। আর শাফেঈ ও হাম্বলি মাজহাবে ওমরা করা ফরজ। অর্থাৎ যার উপর হজ ফরজ তার ওপর ওমরা করাও ফরজ।

SE
CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সুব্রত কুমার দাস: সক্রিয় সত্তার ষাট পূর্তির লগ্নে

আহমাদ মাযহার

সরাসরি নিয়মিত আমার অন্তর্জাল-দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করার সুযোগ আসে ২০০৪ সালে আমার বেক্সিমকো গ্রুপের দূরান্বয়ী অঙ্গ প্রতিষ্ঠান শুকতারা প্রিন্টার্স লিমিটেডে কর্মরত থাকা কালে। সেসময় আকস্মিকভাবে আমি তাঁর ওয়েবসাইট বাংলাদেশি নোভেলসের খোঁজ পাই। বাংলাদেশের লেখকদের বেশ কিছু পরিচিত উপন্যাসের আলোচনার খোঁজ পাই সেই ওয়েব সাইটে। তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে ওয়েব সাইট যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। ইংরেজি ভাষার এই ওয়েব সাইটটি আমাকে চমকিত করেছিল। মনে হয়েছিল বাংলাদেশের সাহিত্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুসন্ধেয় হলেও সূত্রবিহীন থাকবে না!

বাংলাদেশি নোভেলসের স্রষ্টা সুব্রত কুমার দাসের সঙ্গেও একদিন পরিচয় হলো শাহবাগের আজিজ মার্কেটের বইয়ের দোকানে। এর পর মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় আজিজ মার্কেটের বইয়ের দোকানে চা খেতে খেতে। জানতে পারি এই সাইটের শুরু ২০০৩ সালে। এ ধরনের কাজের অর্থ বিষয়ক প্রতিকূলতা তো থাকাই স্বাভাবিক বাংলাদেশে, তার অতিরিক্ত প্রতিকূলতা ছিল প্রধানত সামাজিক। তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠামুখী লেখকবর্গের অনেকেরই সঙ্গে তাঁকে সংকটপূর্ণ সম্বন্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে যতটা দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদশি নোভেলসের বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা ছিল ততটা দ্রুত তা ঘটেনি! কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি! বাংলাদেশি উপন্যাস সম্পর্কে একাই ইংরেজি ভাষায় লিখে চলছিলেন একের পর এক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। এখন বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষার লেখাই থাকছে। বাংলাদেশি ঔপন্যাসিকেরা আলোচিত হয়ে চলেছেন অন্য অনেকের লেখার মাধ্যমেও।

২০০৯ সালে আমি বইয়ের জগৎ নামে বই-সমালোচনার পত্রিকা বের করার উদ্যোগ নিই। বই নিয়ে বাংলাদেশে এর আগেও পত্রিকা বের হলেও, কিংবা বই সংক্রান্ত নানা দিক নিয়ে পত্রিকা হলেও শুধু বই-সমালোচনার পত্রিকার কথা এর আগে বাংলাদেশে কখনো ভাবা হয়নি। বইয়ের জগৎ বিশেষ করে বই-সমালোচনার সার্বিকতাকে ধারণ করতে চেয়েছে। ফলে সমালোচনামূলক রচনা লেখা পাওয়ার সীমাবদ্ধতা সম্পাদক হিসেবে আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি। তখন আমি সুব্রতর স্মরণাপন্ন হই। আমার ধারণা ছিল এমন কয়েকজন নির্ভরযোগ্য লেখককে আমার পেতে হবে যাঁরা নিয়মিত বই-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখবেন। সুব্রত কুমার দাস হতে পারেন তেমনই একজন! সেই ভাবনা থেকেই তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয় এবং নিয়মিত লিখতে তিনিও সম্মত হন!

প্রথম সংকলনেই তিনি লিখেছিলেন 'আধুনিক শৈলীর দর্শনস্নাত উপন্যাস' শিরোনামে শেখ আল মামুনের ভিন্নধর্মী উপন্যাস নুহূলের মনচিত্র নিয়ে [পৃ. ৪৯, প্রথম সংকলন, নভেম্বর ২০০৯]; দ্বিতীয় সংকলনে 'জাপান নিয়ে বাঙালি গবেষক' শিরোনামে লেখেন প্রবীর বিকাশ সরকারের জানা অজানা জাপান বই নিয়ে [পৃ. ৮২, ফেব্রুয়ারি ২০১০], তৃতীয় সংকলনে 'সংস্কৃত ও

তাঁর সাংগঠনিক সত্তা এই সব সক্রিয়তাকে যেমন উস্কে দিয়েছে তেমনই তাঁর অভিজ্ঞতায় যুগিয়েছে সৃষ্টিশীলতার রসদ। যে ব্যক্তির মননসত্তা ও সংগঠ-কসত্তা একত্রে সক্রিয় তাঁর কাছ থেকে তাঁর সমাজ অনেক কিছু পেতে পারে।

বাংলাচর্চায় বিদেশীদের অবদান' শিরোনামে লেখেন মোহাম্মদ আবদুল হাইয়ের বিদেশীদের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাচর্চা বই নিয়ে [পৃ. ১২৯, মে ২০১০], চতুর্থ সংকলনে 'মানুষ পাচারের গল্প' শিরোনামে লেখেন ইমদাদুল হক মিলনের জীবনপুর উপন্যাস নিয়ে, আলোচনা। [পৃ. ৪০, আগস্ট ২০১০], এর পরে কিছুটা বিরতি পড়ে। কিন্তু অষ্টম সংকলনে লেখেন 'নিরবধি রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের ১৫০ তম বার্ষিকীর ক্রোড়পত্র-দুইয়ের জন্য আনিসুজ্জামানের রবীন্দ্রনাথ : এ কালের চোখে [পৃ. ১৮১,অষ্টম সংকলন, নভেম্বর ২০১১] বই নিয়ে। পরের সংকলনেই [নবম] আবার হাজির হন 'কান্নাপর্ব পাঠের অভিজ্ঞতা' শিরোনামে আহমাদ মোস্তফা কামালের কান্নাপর্ব বই নিয়ে [পৃ. ৪৯, মে ২০১২]। একই সংকলনে তাঁর নিজের লেখা বই রবীন্দ্রনাথ : কম জানা, অজানা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ১৫০ তম বার্ষিকীর ক্রোড়পত্র-তিনের জন্য 'কম-জানার অতৃপ্তি মেটে না কখনো' শিরোনামে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন লেখেন একটি সমালোচনামূলক রচনা [পৃ. ১৬৮, মে ২০১২]। এরপরে বইয়ের জগৎও অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং তিনিও কানাডায় অভিবাসী হওয়ার প্রক্রিয়াগত ব্যস্ততায় আর লিখে উঠতে পারেন নি। কিন্তু নিয়মিত বিস্তৃতভাবে বই-সমালোচনা লিখবার যে অঙ্গীকার তিনি দেখিয়েছিলেন তা বইয়ের জগৎ প্রকাশে ছিল আমার নির্ভরতা। রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য লেখা পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বারংবার পরিমার্জনা ও পরিশীলন করেছেন। খুঁটিনাটি বিষয়কে নিখুঁত করার জন্য সম্পাদককে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন! ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, আমাদের সমাজে সম বা নিকটবয়সী অন্য একজনের বই মনোযোগ সহকারে পাঠ করে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য যে মনের উদারতা দেখাতে হয়, যে পরিশ্রম করতে হয় তাতে খুব কম মানুষই এতে সম্মতি দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে যাঁরা লেখালিখি করেন তাঁরা মনে করেন সৃষ্টিশীল লেখকদের ওপর কেবল অন্যেরাই লিখবেন। অন্যের সৃজনশীল লেখা নিয়ে আরেকজন সৃজনশীল ব্যক্তি কিছু লিখে দাম বাড়িয়ে দিতে চান না! সুব্রত সেখানে যে ব্যতিক্রম তা আমাকে মানতেই হবে!

২০১৩ সালে সুব্রত কানাডায় অভিবাসী হওয়ার পরেও বাংলাদেশে গেছেন। আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে বাংলা একাডেমির বইমেলায়! পরে নিউ ইয়র্কেও বাংলা বইমেলায় তিনি এলে আমার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়! কিন্তু ভিনদেশবাসী হয়ে যাওয়ায় এবং এরই মধ্যে আমারও অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সংকটে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ খানিকটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল! সেটা আবার পুনঃস্থাপিত হয় কানাডীয় সাহিত্য সম্পর্কে তিনি ক্রমাগত লিখতে শুরু করলে। ২০১৭ সালে আমি অভিবাসী হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের শুরু ২০১৮ সালে। ২০১৯ সালে প্রকাশিত কানাডীয় সাহিত্য: বিচ্ছিন্ন ভাবনা বইয়ে বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদ আমার সম্পাদকীয় আহ্বানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকায় তিনি লিখতে থাকেন। আমি যখন জানতে পারি বাংলায় কানাডীয় সাহিত্য নিয়ে তিনি একটি সামগ্রিকতাধর্মী বই লিখছেন তখন আমিও উৎসাহিত বোধ করি। ঐ বইটি কানাডীয় সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন তিনি যে এটি কেবল তথ্য গুঁজে রাখা একটি বই হয়ে থাকেনি। সামগ্রিক কানাডীয় সাহিত্য যে সাংস্কৃতিক পটভূমির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যে সংকটকে অতিক্রম করে বিকশিত হতে চেয়েছে, অর্থনীতিকতাকে যেভাবে সম্পর্কিত করেছে তাকেও বাংলাদেশের অবহিতির ধারণাপ্রবাহের অবস্থান থেকে আবিস্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা যেতে পারে কানাডীয় সাহিত্য প্রবাহকে তিনি যেন সম্পর্কিত করে দিয়েছেন বাংলাদেশের সাহিত্যের সঙ্গে। সুব্রত কুমার দাসের এই কৃতিত্বকে আমাদের অনুধাবন করায় গুরুত্ব রয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর নিজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লেখালিখি তো আছেই। সেসব কথা নিশ্চয় অন্যেরাও বলেছেন। আমি গুরুত্ব দিতে চাই তাঁর সাংগঠনিক সামর্থ্যের ওপরও। কানাডার বাঙালি লেখকদের সঙ্গে মূলধারার কানাডীয় লেখকদের সেতুবন্ধ তৈরিরও চেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন।

সুব্রত কুমার দাস বয়সে আমার প্রায় সমবয়সী। পেশায় শিক্ষকতা করেছেন বাংলাদেশে। তখনও গবেষণাধর্মী লেখালিখিতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। অভিবাসী হওয়ার পরও তিনি সাহিত্য চর্চা থেকে একটুও বিরত হননি। এমনকি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তিনি পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিকতাকেই অনুসরণ করে চলেছেন। আমি নিজে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে এখানকার অভিবাসীদের চর্চার সংকটের বাস্তবতা দেখে অনুমান করি আমাদের দেশ থেকে আসা মানুষের জন্য কতটা কঠিন এখানকার জীবন যাপন!

টরন্টোভিত্তিক বাংলাদেশি জনসমাজের নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কাজে তাঁর লগ্নতা আমাদের চোখে পড়ে। তাঁর সাংগঠনিক সত্তা এই সব সক্রিয়তাকে যেমন উস্কে দিয়েছে তেমনই তাঁর অভিজ্ঞতায় যুগিয়েছে সৃষ্টিশীলতার রসদ। যে ব্যক্তির মননসত্তা ও সংগঠকসত্তা একত্রে সক্রিয় তাঁর কাছ থেকে তাঁর সমাজ অনেক কিছু পেতে পারে।

ষাট বছর পূর্তির লগ্নে আমি সপ্রাণ সত্তার সুব্রত কুমার দাসের সৃষ্টিশীল ও সক্রিয় দীর্ঘজীবন কামনা করি!

আহমাদ মাযহার, নিউ ইয়র্ক অভিবাসী বাংলাদেশি গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

কল্পকথা

মীরা মেহেরুন

একদা সৌরজগতে পৃথিবী নামের একটি গ্রহ ছিল। সেখানে আনুমানিক সাত শ একাত্তর কোটি ছেচল্লিশ লাখের কমবেশি জনসংখ্যার বসতি ছিল। তারা এই গ্রহে কীভাবে এসেছিল, কেন এসেছিল (সৃষ্টিরহস্য), তা নিয়ে মতভেদের কোনো শেষ ছিল না এবং এই মতভেদকে কেন্দ্র করে গ্রুপভিত্তিক মারামারি-কাটাকাটি হতো। যখন তারা অসভ্য ছিল, তখন বর্শা-তির-ধনুক-বল্লম-পাথর-তরবারি এসব ব্যবহার করে একে অপরকে হত্যা করত। পরবর্তী সময়ে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে ধ্বংসলীলায় মত্ত ছিল। তারা মূলত অযথাই কলহপ্রবণ, লোভী, দাম্ভিক, স্বার্থপরতাসহ বহু দোষে দুষ্ট ছিল।

মানব জাতির পাশাপাশি সেখানে নানা অনুষঙ্গও ছিল, যা পশুপাখি ও প্রকৃতি নামে পরিচিত। একটি অসভ্য প্রাণী হিসেবে পৃথিবীতে তারা আবির্ভূত হয় এবং প্রকৃতি থেকে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ও সভ্য হলেও শেষ পর্যন্ত তারা অসভ্যই থেকে গেছে। প্রাথমিকভাবে সেখানে একদল উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ, যারা মানবজাতির কল্যাণে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ক্রমান্বয়ে সভ্যতার বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে।

এখানে দুই ধরনের দুষ্ট গ্রুপ ছিল—১. যুদ্ধবাজ (জ্ঞান-বিজ্ঞানকে স্বজাতি ধ্বংসে ব্যবহারকারী), ২. কল্পনাবাজ (যাদের জ্ঞানের স্তর পশুপাখির তুলনায় নিম্নস্তরের)।

তারা অস্থির ও অসহনশীল জাতি। তাদের মধ্যে কল্পনাবাজেরা সৃষ্টির রহস্য নিয়ে নানা রকমের কাল্পনিক চিন্তা প্রকাশ করে কলহ করত এবং অসংলগ্ন কল্পনাকে পুঁজি করে পৃথিবীর সম্পদ আহরণে মরণপণ মরিয়া হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে যুদ্ধবাজেরা যুদ্ধ করে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরা লড়াইয়ে মত্ত ছিল। এই দুটো গ্রুপ এতটাই নির্বোধ যে তারা এখানে চিরস্থায়ী নয়, তা ভুলে গিয়েছিল। ক্ষমতা এবং সম্পদের লালসায় এভাবে লড়াই করতে করতে একসময় তারা বিলুপ্ত হয়।

আগ্রাসী এই জাতি একে অপরকে ধ্বংস করতে করতে যখন প্রায় নিঃশেষ; তবু তাদের রক্ষা করতে আসে না সৌরজগতের কোনো শক্তি। না কল্পনা শক্তি, না বৈজ্ঞানিক শক্তি। তারা বিলুপ্ত হলো পারমাণবিক যুদ্ধে, জীবাণু যুদ্ধে আর সঙ্গে যোগ হলো জীবন রক্ষাকারী খাদ্য এবং ওষুধে ভেজাল।

পৃথিবী নামের গ্রহে যেভাবে, যে উদ্দেশ্যে তারা আসুক না কেন,

পৃথিবী নামের গ্রহে যেভাবে, যে উদ্দেশ্যে তারা আসুক না কেন, সম্পূর্ণ আয়োজনটাই ছিল নিরর্থক; তা প্রমাণিত হয়েছে তাদের কর্ম এবং কর্মফল দ্বারা।

সম্পূর্ণ আয়োজনটাই ছিল নিরর্থক; তা প্রমাণিত হয়েছে তাদের কর্ম এবং কর্মফল দ্বারা।

হয়তো আগামী কোনো একসময়ে অন্য কোনো গ্রহের অতি বুদ্ধিমান প্রাণীরা পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় নিয়ে এ রকম গবেষণা করবে—পৃথিবীতে মানুষের তৈরি এই অবকাঠামো, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, মানুষের কল্যাণে-অকল্যাণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহার, তাদের ফসিল ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে এ ধরনের গবেষণাভিত্তিক নতুন কোনো উন্নত প্রাণী সৃষ্টি করবে, যারা তাদের মস্তিষ্কের অপব্যবহার করে আত্মবিধ্বংসী প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকবে।

বই পরিচিতি

গল্পগুলো নানা রঙের

সম্পাদনা: ফারজানা নাজ শম্পা
প্রচ্ছদ: চারু পিন্টু
প্রকাশক: অভ্র প্রকাশন

মোস্তফা তানিম

আমি সচরাচর বই হাতে পাওয়ার পড়ে অনেক দিন ফেলে রাখি। সিরিয়াল আসার আগে আবার ভুলে যাই। যেমন এখন একটা দুর্দান্ত মোটা বই পড়ছি, ইংরেজি বই। আমরা বাংলা পড়ার গতি খুবই ধীর, ঘন্টায় আড়াই থেকে তিন মাইল। ইংরেজি ভাষায় পড়ার গতি আরও ধীর। বাংলার অর্ধেক। কিছু কিছু কঠিন ইংরেজি বইয়ের পঠন গতি তো প্রায় শূন্যের কোঠায়। তবে "থ্রী বডি প্রব্লেম" নামের এই বইটার তিন শ' পৃষ্ঠা পড়ে ফেলেছি, আর মাত্র এক শ' পৃষ্ঠা বাকি। সেটুকু পড়ে ফেলতে পারলেই আমার প্রথম দীর্ঘতম ইংরেজি বই হবে এটা, যার প্রতিটা লাইন বুঝে বুঝে পড়েছি। অথচ সেই শেষ এক শ' পৃষ্ঠা পড়ার সময় পাচ্ছি না, ইচ্ছা থাকা সত্যও। তারপর তাকের মধ্যে নিজের পছন্দের আরও সাতটা বই অপেক্ষা করছে। তাকের বাইরে সহ-লেখকদের এগারটা বই যত্ন সহকারে রাখা, পড়া হয় নি। এদিকে নিজের লেখা-লেখি, চাকরি-বাকরি, রান্না-বান্না, গুল-তানি, বন্ধু-বান্ধব, দাওয়াত-তাওয়াত, নতুন একটা ভাষা ও একটা বাদ্যযন্ত্র শেখার অসফল প্রচেষ্টা, স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে বিশেষ প্রজেক্টে অসফল অংশগ্রহন, চব্বিশ ঘন্টার দিনে এতসব কিভাবে কুলায়? আর আছে বেজায় ঘুম। ঘুম যে কি উত্তম একটা আনন্দ, সেটা আমার মতো বোঝে কয়জনে?

এই বইটিতে ৭৭ টি বিভিন্ন স্বাদের ছোট গল্প রয়েছে। দুই বাংলার লেখক এবং যাঁরা প্রবাসেও থাকেন, এমন নামকরা এবং উঠতি লেখকদের গল্পের একটি চমৎকার সঙ্কলন।

ধুর, কোত্থেকে কোথায় চলে এলাম। এই জন্যেই তো পড়ার গতি এতো কম।

তো আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে এই বইটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উল্টে পাল্টে পড়া শুরু করলাম। তার কারণ হলো, বইটি একসাথে বহুঘন্টা দাবি করে বসে না। এখানে ছোট ছোট গল্প। একটা পড়লাম, ভালো লাগলো, পড়লাম আরেকটা, তারপর ভাবলাম আরও একটা পড়ি। প্রথমে পড়লাম তাজুল ইমামের গল্প। ছোট্ট গল্প কিন্তু সেখানে ফুলের সৌরভ পাওয়া যায়। শেষে একটা চমক। তারপর ফারজানা নাজ শম্পার গল্প পড়লাম। সেখানেও এক প্রেমের সৌরভ আছে, আছে মুক্তিযুদ্ধে আত্ম -ত্যাগের গল্প। হাসান মাহমুদের গল্পটা পড়ে একেবারে থ' হয়ে গেলাম। "ভ্যালেন্টাইন টোনাটুনি"। সেটা আবার গল্প নয়, সত্যি ঘটনা! তারপর নাহার মনিকার গল্প পড়লাম। প্রান্তিক দুই কিশোর কিশোরীর গল্প, একেবারে যেন সেই ভাষা, সেইসব জীবন যাত্রায় নিয়ে যায়। গল্প গুলো যে আমি বেছে বেছে পড়েছি তা নয়, আঙ্গুল আন্দাজ মতো জায়গায় এনে পৃষ্ঠা উল্টালে যা সামনে এসেছে তাই। তবে তার পরের গল্পটাও ভাবলাম পরে ফেলি। কারণ হলো, নাহার মনিকার গল্পের একটা চরিত্রের নাম "ভুলু", এবং চরিত্রের নামগুলো সেই গল্পের বিষয়বস্তুও বটে। পরের গল্পের নাম হলো "ভূতের নাম ভুলো" । কৌতূহলী হয়ে সেটাও শুরু করলাম। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, এতো মজার গল্প আমি বহুদিন পড়িনি। এই গল্পেও নাম একটা বিশেষ ব্যাপার, চরিত্রগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নামকরণ করা আছে। তো ভুলু আর ভুলোর গল্প পাশাপাশি এলো কি করে? সম্পাদক এভাবে বসিয়েছেন? না, গল্পগুলো লেখকের নামের ক্রম অনুযায়ী সাজানো। অ থেকে শুরু করে হ পর্যন্ত। ড-য় শূন্য 'ড়', ঢ-য় শূন্য 'ঢ়' এবং অন্তঃস্থ য় দিয়ে কোনও লেখক নেই। নাকি এই অক্ষরগুলো দিয়ে শুরু হয় এমন কোনও নামই বাংলা ভাষায় নেই? আবার কথা থেকে কোথায় চলে এলাম। ভুলো মন কাকে বলে। কাজেই ইচ্ছাকৃত নয়, প্রকৃতিই এভাবে ভুলু আর ভুলোর গল্প পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়েছে। তো সেই "ভূতের নাম ভুলো" গল্প থেকে একটা লাইন দিয়ে দিলেই মজাটা কিছুটা বুঝতে পারবেন। "রাগে গা জ্বলে যায়! পিটিয়ে ভূত করে দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভূতকে আর ভূত করবো কী করে? সে তো আগেই ভূত হয়ে বসে আছে।" লিখেছেন পার্থ বন্দোপাধ্যায়।

এই বইটিতে ৭৭ টি বিভিন্ন স্বাদের ছোট গল্প রয়েছে। দুই বাংলার লেখক এবং যাঁরা প্রবাসেও থাকেন, এমন নামকরা এবং উঠতি লেখকদের গল্পের একটি চমৎকার সঙ্কলন। প্রকাশ হয়েছে এবারের একুশে বই মেলায়। ৪২৯ পৃষ্ঠার স্বাস্থ্যবান এই বইটি অবশ্যই সংগ্রহে রাখার মতো। লিটমাস টেস্ট করে দেখলাম, গল্পগুলো চমৎকার। আপনাদের খুব ভালো লাগবে। অনেক সময় এবং শ্রম ব্যয় করে এই সঙ্কলনটি তৈরী করেছেন ক্যানাডা প্রবাসী লেখক ফারজানা নাজ শম্পা। তাঁকে অভিনন্দন!

ওহ, একটা কথা না বললে সত্যের অপলাপ হয়। আমি প্রথমে আসলে আমার নিজের গল্পটিই পড়েছি। এক পৃষ্ঠার গল্প, তো বেশি সময় তাতে খরচ হয় নি। এটা সব লেখকই করে থাকনে বলে আমার ধারণা :) ওহ, আরও একটি কথা। সঙ্কলনটির নামকরণ একেবারে স্বার্থক, গল্পগুলো আসলেই নানা রঙের।

বইটি একুশে বই মেলায় মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক ফাউন্ডেশানের স্টলে পাওয়া যাবে। এছাড়া অনলাইন রকমারি ডট কমে বইটি পাওয়া যাচ্ছে।

একুশের বইমেলায় ড. মোস্তফা সারওয়ারের বই 'ডোনাল্ড ট্রাম্প : উলঙ্গ সম্রাট' প্রকাশিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

কবি, বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. মোস্তফা সারওয়ারের রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধের বই ডোনাল্ড ট্রাম্প: উলঙ্গ সম্রাট। বইটি নিন্দিত রাষ্ট্রনায়ক, আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিথ্যা, চাতুরতা, জালিয়াতি, যৌন হয়রানিসহ নানারকম অপরাধ বিষয়ক কিচ্ছায় ঠাসা। লেখক তাঁর নিবিড় অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপরাধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিচারব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, যা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে কৌতূহলীদের জন্য প্রামাণিক দলিল।

ড. সারওয়ার বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিয়েন্সের এমেরিটাস অধ্যাপক। অতীতে তিনি আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিলেন ডিন, ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রভোস্ট। তাঁর প্রকাশিত জনপ্রিয় বইয়ের মধ্যে কবিতার বই "বিনষ্ট রূপান্তরের বিকার তত্ত্ব", "অনুলিপি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে", ও "প্রার্থিত নির্বাসনের উন্মাদ পদাবলি" উল্লেখযোগ্য। জার্মানির স্প্রিংগার ভিউয়েগ প্রকাশিত সারওয়ারের বই "দ্য থিওরি এ্যান্ড প্রাকটিস অব জিওফিজিক্যাল ডেটা ইনভারশন" পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স বই হিসেবে পিএইচডি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও সাহিত্য বিষয়ে কলাম ও প্রবন্ধ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া রাজনীতি ও বর্তমান ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সারওয়ার নিয়মিত অংশগ্রহন করে থাকেন নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত ক্যাবেল টেলিভিশন টিবিএন২৪ এ।

ছাপাচ্ছে ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বিডিনিউজ২৪, এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পত্রিকা। ইংরেজি অপিনিয়ন-এডিটোরিয়াল ছাপা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ও সিঙ্গাপুরের পত্রিকায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া রাজনীতি ও বর্তমান ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সারওয়ার নিয়মিত অংশগ্রহন করে থাকেন নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত ক্যাবেল টেলিভিশন টিবিএন২৪ এ। টক-শো প্যানেলিস্ট হিসেবে তিনি মাঝে মাঝে অংশগ্রহন করেন ঢাকার চ্যানেল আই, ডিবিসি, ইন্ডিপেনডেন্ট, ও নিউজ২৪ টেলিভিশন এ। এছাড়াও তিনি আলোচনায় যোগদান করে থাকেন ওয়াশিংটন ডিসির 'এন আর বি' টেলিভিশনে। মেধাবী ছাত্র সারওয়ার যশোর বোর্ডে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান লাভ করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প: উলঙ্গ সম্রাট বইটিতে সূচিভুক্ত হয়েছে 'জার্মান-নাপিত ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ড পাওয়ার গল্প', 'ইতিহাসের অন্যতম সফল ঠাকুরদাদা আমেরিকায় যৌন-কারবারি কোটিপতি জার্মান-নাপিত', 'নিউ ইয়র্কের অবিশ্বাস্য ম্যাজিক: আমেরিকার স্বর্গরাষ্ট্রে শ্রমিক থেকে বিলিয়নিয়ার', 'ডোনাল্ড ট্রাম্প: ভেলকিবাজির জবরদস্ত খেলোয়াড়', 'ডোনাল্ড ট্রাম্প: উলঙ্গ সম্রাট', 'ট্রাম্পের কূটচাল: রাজনৈতিক গিলোটিনে রিপাবলিকান নেতারা', 'ইবলিশের চামচা ট্রাম্পের জন্য অশনি সংকেত', 'যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতির আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন', 'যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদী ভুজঙ্গের দ্বিতীয় ব্যর্থ ছোবল', 'কিউআনন নামক উন্মাদদের পয়গম্বর ট্রাম্প', 'সিনেট বিচারের নামে প্রহসন', 'বারে বারে ট্রাম্প তুমি খেয়ে যাও ধান', 'গৃহযুদ্ধে আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি', 'আমেরিকায় ট্রাম্পের ষড়যন্ত্রতত্ত্বের কবর রচনা?', 'যুক্তরাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতার দাবি স্পষ্ট', 'ডোনাল্ড ট্রাম্প কি উন্মাদ?', 'ডুবন্ত টাইটানিকে রিপাবলিকান দল', 'মিয়ানমার স্টাইল সামরিক অভ্যুত্থানে ট্রাম্পের ক্ষমতা দখল পাগলের প্রলাপ', 'পর্নতারকাকে ঘুষ দেয়াকে কেন্দ্র করে ফৌজদারি মামলায় ট্রাম্প গ্রেফতার', 'যৌন-কেলেঙ্কারির অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ট্রাম্প'-সহ আরও বেশকিছু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়।

বইটি প্রকাশ করেছে অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি, অর্থবহ প্রচ্ছদ এঁকেছেন রাহুল বিশ্বাস। বইটি পাওয়া যাবে অমর একুশে বইমেলা ২০২৪-এ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ৩৩১ নম্বর 'স্বরে-অ'-এর স্টলে। এছাড়া হোম ডেলিভারির সুবিধাসহ রকমারি ডট কম ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অনলাইন বুকশপগুলোতে পাওয়া যাবে। বইটির মুদ্রিত মূল্য চারশত টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২।

বৃষ্টির দিন খোলে দেয় পিছনের জানালা

রোকেয়া দীপা

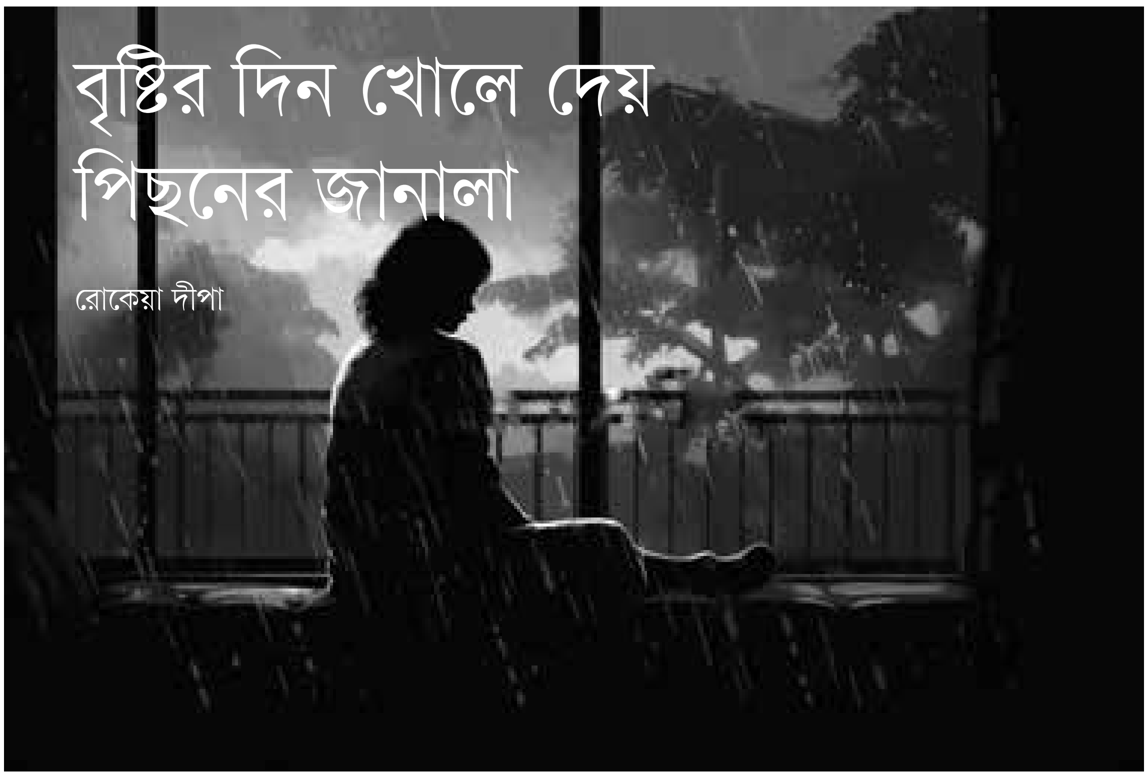

রাতের আঁধার আর বৃষ্টির মাঝে কোথায় যেন একটা মিল। মন খারাপের মিল। এমন দিনে বাইরের জগতটি রূপালির হৃদয়কে ভার করে দেয়। কেমন করে যেন গুটিগুটি পায়ে সে পিছনে হাঁটতে শুরু করে। তারপর কোথায় যেন আকটে যায়, আর বের হতে পারে না। আজ সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। সারাদিন ঘরেই থাকতে হয়েছে রূপালিকে। শিমুল এখনো কাজ থেকে ফিরেনি। আজ শিমুলের প্রিয় খাবার সব রান্না করেছে রূপালি। ঘরদোর সব চকচকা পরিস্কার। কোথাও কোনো ময়লা আবর্জনা নেই।

জানালার পাশে বসে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দেখছে রূপালি। কাঁচের জানালা গড়িয়ে প্রতিটি ফোঁটা যেন তার নিজের চোখের জলের প্রতিচ্ছবি। এমন দিনে প্রায়শই রূপালির

মন দুঃখে আচ্ছন্ন হয়। তার মন জীবনের বোঝা দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়। তারপর বৃষ্টিই হয়ে উঠে তার একমাত্র সান্ত্বনা, বৃষ্টির মৃদু ছন্দ তার আহত মনের জন্য একটি মলমের মতো কাজ করে। কেননা, বাইরে ঝড় উঠার সাথে সাথে সে তার বিষণ্ণ মনে ফিরে যায় শৈশব কৈশোরে যেখানে একসময় সাজানো ছিল তার প্রিয় দিন, মুহূর্ত আর ভালোবাসা-ভালোলাগার সিম্ফনিতে আরামের দিনগুলি।

কোনো তরুণ পুরুষের প্রেমে পড়া হয়নি তার কখনো। তবে প্রকৃতির হিমেল হাওয়ায় দূর্বা ঘাসে, গাছের কচি পাতায় মুক্তার মতো আলো ছড়ানো ভোরের শিশিরকে স্পর্শ করেছে বহুবার। শহরের পিচঢালা পথে বন্ধুদের সাথে হেসে কুটিকুটি হয়েছে। বাবার গা ঘেঁষে গল্প শুনতে শুনতে বাবারকন্যা হয়েছে

আজীবনের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় আর ক্যাম্পাসের লেকগুলোতে পাখি আর লাল শাপলার দোল দেখেছে কতবার! পাতার ফাঁকে বসা কুকিলের কু-হু-কু-হু গান শুনেছে। কাজী নজরুলের বসন্তের গান, 'বসন্ত আজ আসলো ধরায়, ফুল ফুটেছে বনে বনে, শীতের হাওয়া পালিয়ে বেড়ায় ফাল্গুনী মোর মন বনে'-কতবার যে শুনেছে রূপালি তার হিসাব নেই।

গ্রীস্ম আর শীতের মাঝামাঝি বসন্তকাল রূপালির খুব প্রিয়।গাছের ঝরাপাতা আর আগুনরাঙা পলাশের ঘ্রাণে মাতাল হতো রূপালি। বসন্ত উপলক্ষে হাতে সুতার কাজ করা বাসন্তি, গোল্ডেন, সবুজ বলাকা সিল্ক শাড়ি ছিল তার ভীষণ প্রিয়। পয়লা ফাল্গুন এলেই চারুকলার বকুলতলায় এবং ধানমণ্ডির রবীন্দ্র সরোবর উন্মুক্ত মঞ্চের বসন্ত উৎসবটি মিস করত না রূপালি। মনে পড়ে একদিন নতুন শাড়ি কেনার জন্য মা বলেছিল, "এত এত শাড়ি জমা করে রেখেছো, একবার পরে আর তো পরো না। আবার কিনবে?"

রূপালির ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল। তারপর তার বাবা রূপালির মুকভার কমাতে নিয়ে গিয়েছিল আড়ং ফ্যাশনে। ফাল্গুন এলেই আড়ং এর কালেকশনে থাকে আরামদায়ক সুতি কিংবা সিল্কের তৈরি সালোয়ার কামিজ, কুর্তা, শাড়ি, পাঞ্জাবি সহ বাচ্চাদের পোশাক এর দারুণ সমাহার। সেই সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাখা হয় ডিজাইন করা রুপা, মুক্তা, ফ্যাশন অলংকারের নেকলেস সেট, কানের দুল, আঙুলের আংটি। থাকে কারুকাজ করা হাতব্যাগ। সেদিন রূপালির বাবা শুধু একটি শাড়িই কিনে দেননি, সাথে ম্যাচ করা ব্যাগ আর ফ্যাশন অলংকারও কিনে দিয়েছিলেন। রূপালি তার বাবার সাথে একটু বেশিই যেন ঘনিষ্ঠ ছিল। মা'কে ভয় পেলেও বাবার সাথে তার সম্পর্কটা ছিল অনেকটা বন্ধুর মতো।

আজ এই বৃষ্টির রাতে কত কী ফিরে ফিরে আসছে রূপালির মনে। মন এক অদ্ভুত জিনিস। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে থেকেও ফিরে যাচ্ছে মা-মাটির ঘ্রাণে, সবুজ শ্যামল সেই ধান কাটা সোনালি ফসলের জমিনে যেখানে একটি নীল আকাশ, সাদা মেঘ ভেসে বেড়ালেও কখনো কখনো সে আকাশে বৃষ্টির দেখা মিলে না, সোনা ধানের গন্ধে উল্লাসে মাতে কৃষক-কৃষাণী আর মধ্যরাতে পেঁচার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যেত রূপালির।

রূপালির মা বলত, "গভীর রাতে পেঁচা ডাকলে ঘরের বা আত্বীয়দের কেউ মারা যায় বা, ওই ঘরে কোনো বিপদ আসে!" রুপালি কখনোই এমন কথা বিশ্বাস করত না। বলত, "পেঁচার অনিষ্ট করার কোনো ক্ষমতা নেই মা। লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তুমি না আল্লাহ্ বিশ্বাস করো, তারপরও পেঁচাকে নিয়ে এমন ভাবো?"

রূপালির মা তখন মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে প্রসঙ্গ টানতেম। ঝাঁজালো গলায় বলতেন, "এতো রাত জেগে আছো কেন? ঘুমাতে যাও।"

কতো সুন্দর, কখনো ভয়ংকর রহস্যে ভরা এই পৃথিবী। কতো বৈচিত্রতা নিয়েই না পৃথিবী জেগে আছে, মানুষেরা বেঁচে আছে। মন উথাল-পাতাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বহমান। এতকিছু জানতে গিয়ে, উপলব্ধি করতে গিয়ে কখন যে রূপালি হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে, কোথায় যে হারিয়ে ফেলেছে, নাকি এখনো ধরে রেখেছে ডাল-তাও বুঝতে পারে না। আজ আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো স্মৃতি তার মনকে প্লাবিত করেছে। সুখী সময়গুলি স্মরণ করছে - বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নেওয়া হাসি, খুনসুটি, ফিসফিস করা স্বপ্নগুলি জেগে উঠছে দ্রুত। কিন্তু সেই দিন-মুহূর্তগুলি আজ দূরের প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, যা আজ বর্তমানের ধূসর কুয়াশায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

-হ্যালো..!

-রূপ!

-হ্যাঁ বলো।

-তৈরি হও। আমি আসছি। বাইরে নাস্তা করতে যাবো।

-কিন্তু আমি যে তোমার পছন্দের খাবার রান্না করেছি!

-ওগুলো দুপুরে খাবো। সকালের নাস্তাটা আজ বাইরে খাই, চলো।

-আচ্ছা।

শিমুল রাতের শিফ্‌টে কাজ করে। তাই দিনের অনেকটা সময় তার ঘুমেই কাটে। শিমুল আজ বাইরে নিয়ে যাবে রূপালিকে নাস্তা করাতে।

ভোর হয়ে গেছে। আকাশের কান্নারা এখন মুখ লুকিয়েছে ঝাপসা ভোরের আলোয়। পৃথিবী যেন রাত আর আঁধারকে পিছনে রেখে স্বস্তি পেতে শুরু করেছে। রূপালি তার দুঃখিত উদ্বেগ থেকে বের হতে শুরু করেছে। যদিও স্মৃতিগাঁথা রাতটি ব্যথায় দীর্ঘ এক যাত্রা ছিল, কিন্তু সে জানত, সূর্য উদিত হবার সাথে সাথেই তাকে অন্ধকারতম সময়কে পিছনে ফেলে আগামীকালের প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করতে হবে। এই যে সংসার, সংসারের হাঁড়িপাতিল, থালা বাসন, মশলার কৌটা এমনকি ঝাড়ুটি-এসবের সাথেই তার রোজকার প্রতিশ্রুতি। তাদের নিয়েই ঘড়ির কাঁটায় বিদায় নেয় জীবনের এক একটা মুহূর্ত, দিন, মাস, বছর কি যুগ।

রূপালি উঠে দাঁড়ায়। বাইরে পা রাখে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি এখনো জাপটে ধরে আছে তার উঠোনের মাটিকে। রূপালি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়। আকাশ তার ক্ষত সেরে সাদা হতে শুরু করেছে। আরো একটি দিনের শুরুতে মুহূর্তের সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করে রূপালি।

প্রফেসরদা

খায়রুল আনাম

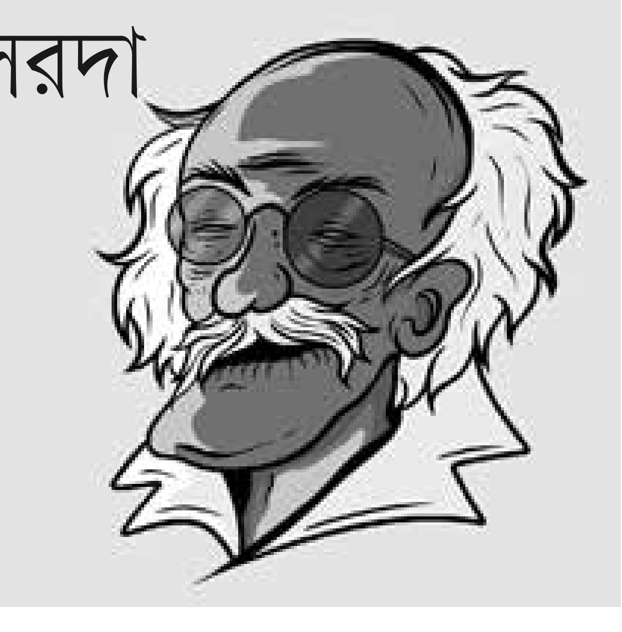

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমরা এক প্রফেসরকে পেয়েছিলাম, নাম কে, সি, আর, সি। অ্যাব্রিভিয়েশানের এই আচ্ছাদনের তলায় আসল জিনিষটা কোন ভাবে যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ ওনার আসল নামটা যে কি, সে ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী, কোন সমাজেই ব্যপক ভাবে কোন কৌতুহল লক্ষ্য করা যায় নি। তাও মনে হয় কোথাও হয়তো লেখা দেখেছিলাম বা কারো কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, ওনার নামটা আসলে ক্ষীতিশ চন্দ্র রায় চৌধুরী। কিন্তু সেটা আদৌ ঠিক কি না, সে ব্যাপারে আমি সিয়োর না। যাই হোক, নামটা নেহাত শুনতে সরল বা মনে রাখার মতো তরল না হলেও, মানুষটা ছিলেন কিন্তু বেশ সহজ সরল। চেহারার দিক থেকে দৈর্ঘ্যের তুলনায় তাঁর প্রস্থের অনুপাতে কিছু খেমতি ছিল। কিন্তু তা যাকে বলে হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার পর্য্যায়ে পড়ে না। বরঞ্চ সেদিনের অ্যাভারেজ বাঙ্গালীর তুলনায় তাঁকে বেশ ফিটই বলা যেতে পারে।

পোশাক আশাকেও তিনি যে একজন সাধারণ মানুষ, তা তাঁর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যেত। কিন্তু চেহারা বা পোশাকে সাধারণ দেখালে কি হবে? যেখানেই থাকুন, তাঁকে ঘিরে যেন কেমন একটা আভিজাত্যের পরিমন্ডল আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে যেত, এবং তিনি চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত সেটি সেখানে বজায় থাকতো। যেমন, আমাদের মতো বা আমাদের উপরের গ্রুপের বেবাক সাধারণ মনিষ্যিরা যখন হয় ‘চারমিনার’ বা “কাঁচি” মার্কা নয় ‘পানামা’ সিগারেট খেয়ে চলেছি, তিনি তখন ‘উইলস্’ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ক্লাসে আসতেন। আর কখনও টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ফেলার মত সাধারণ মানুষদের অনুকরণ করতেন না। দু’আঙ্গুলে ধরা সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে প্রায় গোড়ার দিকে চলে আসলে এক সময় আপনা থেকেই তিনি ছাইটাকে যেন দয়া করে ঝরে যেতে দিতেন। তাঁর চোখের নিচের দিকটা প্রায়ই ফোলা থাকতো। দেখে মনে হতো যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। বেশির ভাগ সময় চোখ দু’টো ভিজে থাকতো, যার মধ্যে অনেক সময় আবার পিচুটিও দেখতে পাওয়া যেত।

স্যার আমাদের মেটালার্জি নামক একটা বিটকেল বিষয় পড়াতেন। উচ্চশিক্ষার্থে জার্মাণীতে গিয়েছিলেন। সেজন্য কিনা জানিনা, তবে তাঁর ইংরেজী উচ্চারণ কিছুটা অন্য রকমের ছিল। মানে না বাঙ্গালী, না জার্মাণ, না ভারতীয়। আর তা বিলেতী উচ্চারণের ধারে বাড়েও যেত না। প্রতিবার ক্লাসরুমে ঢুকেই নাক সিটকাতে সিটকাতে বলতেন, “উঁহ্, কিসের যেন একটা বেড অডার আসছে। কোথা থেকে আসছে তোমরা কেউ জানো?” যখন বিভিন্ন ধাতু (metal) তৈরীর বর্ণনা দিতেন, তখন বলতেন, “মেট্যালের ওরগুলোকে (ore) একটা বিরাট আয়রন ক্যাটেল-এর মধ্যে দিয়ে অনেক উচ্চ তাপে গলানো হয়। ঐ তিনটে জিনিষ – বেড, অডার ও ক্যাটল বলতে যে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চাইতেন, তা ঠাহর করতে আমাদের বেশ সময় লেগে গিয়েছিল। অবশ্য পরে বুঝেছিলাম যে, কথাগুলো যথাক্রমে ব্যাড (bad), ওডার (odor) এবং কেট্‌ল (kettle)। (মজার ব্যাপার হলো বিলেতি odour আমেরিকান বানানে odor হয়ে যায়, যেমন colour হয়ে যায় color)।

এছাড়া তাঁর আরো দুটো বিশেষত্ব ছিল। ওনাকে কখনও কেউ হাসতে দেখেনি। আর হাওয়াইয়ান শার্ট ছাড়া তাঁর প্যান্টের উপর কখনও অন্য ধরনের কোন শার্ট পরতেও কেউ দেখেনি। তিনি অন্য বিদেশি ডিগ্রীধারী অধ্যাপকদের মতো ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসতেন না। শীত হোক বা গ্রীষ্ম, ওনার ঐ একই পোষাক। তাই দূর থেকে ওনাকে চিনতে পারাটা কোন ব্যাপারই ছিল না।

পড়াশুনায় সিরিয়াস হবার জন্য অনেক উপদেশ দিতেন। বলতেন, “দ্যাখো, আমি যখন জার্মাণীতে পি, এইচ, ডি, করতে গেলাম, তখন অনেক পড়াশুনা করতে হয়েছিল। প্রতিদিন সময় করে লাইব্রেরীতে যেতাম পড়তে। সেখানে যখনই গিয়েছি, দেখি একটা জার্মাণ ছেলে সেই একই জায়গায় বসে একমনে পড়ে যাচ্ছে। একদিন কাছে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি এতটা সময় ধরে কি করে পড়? সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা - যখনই আসি দেখি তুমি পড়েই যাচ্ছ। ঘুমাও কতক্ষণ?” সে বলেছিল, “দেখো, উই ডু নট হ্যাভ এনি কলোনি। সো উই নিড টু ওয়ার্ক হার্ড। আর চার ঘন্টা ঘুমালেই তো যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশি ঘুমের দরকারই বা কি?” তারপর একটু থেমে বলতেন, “তাহলে এখন বোঝ, তোমাদের কতটা খাটতে হবে”।

তা সেই কে সি আর সি স্যার, কি মনে করে ক্লাসে একদিন আমাকে বললেন, “ক্লাসের পরে আমার রুমে একবার এসো তো, কথা আছে”। শুনে আমার তো হাত পা কাঁপতে শুরু করেছে। আকাশ পাতাল ভেবে মরছি যে, কি করলাম আমি? এখনও তো আমাদের ফার্ষ্ট সেমিস্টারই পরীক্ষা হয়নি যে ভাল নম্বর পাইনি বা ফেল মেরেছি বলে প্রাইভেটলি ওয়ার্নিং দেবেন। তাহলে কি কেউ স্যারের কাছে আমার নামে কোন কমপ্লেন করেছে? নাকি আরো কোন খারাপ খবর আছে যার জন্য আমাকে কলেজ থেকে বের করে দেবে? মানে ইংরেজীতে ঐ রাসটিকেট না কি যেন একটা কথা আছে না? তাই আমার জানা বড় বড় পীর, দরবেশদের নাম ভাঁজতে ভাঁজতে দুরু দুরু বুকে এক সময় ওনার অফিস রুমের সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

ভেতর থেকে উনি অভয় দিয়ে বললেন, “আরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে এসে ব’সো”। তার পর আমাদের বাড়ী কোথায়, সংসারের কি অবস্থা, বাবা কি করেন, এসব কথা জিজ্ঞেস করলেন। আবহাওয়াটা একটু সহজ হয়ে এলে উনি বললেন, “শোন, যে জন্য তোমাকে ডাকা। আমার শ্বশুর বাড়ী হলো পূর্ববঙ্গে, কুমিল্লার ব্রাম্ভণবাড়িয়ায়। ওনারা ওখানকার জমিদার ছিলেন। সেখানে নদীর পাড়ে ওনাদের প্রাসাদের মত বাড়ী আছে, যেটা থেকে সিড়িওয়ালা ঘাট গিয়ে পড়েছে সোজা নদীতে, স্নান ও অন্যান্য কাজের জন্য। তোমাদের বাড়ি কোলকাতা থেকে কতদুরে? বাড়ি কি পাকা? বিষয় সম্পত্তি কেমন, মানে কতটা?” এসব বিয়ে আমার শ্বশুরমশাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। পরের সপ্তায় ক্লাশ শেষে আবার বললেন ওনার অফিসে গিয়ে দেখা করতে। অফিসে যেতে বললেন, “আজ তোমার সব ক্লাশ শেষ হলে তুমি আমার সঙ্গে আমার শ্বশুর বাড়ীতে যাবে। ওটা বেলেঘাটায়। আমার শ্বশুর মশাই তোমাকে দেখতে চান”।

সর্বনাশ, আবার কি হলো? ঘটনা তো দেখি আরো সিরিয়াসের দিকে যাচ্ছে। আমি তো ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছি। ভয়ে অস্থির। অবশ্য যেতে হলোই, স্যার বলে কথা। বেলেঘাটা পৌঁছানোর পর আমাকে ড্রয়িং রুমে বসতে বলে উনি ভেতরে চলে গেলেন। মনে হয় জামা কাপড় বদল করতে। চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ সেইরুমে সৌম্যকান্তি দারুণ এক সুপুরুষ ঘরে ঢুকলেন। লম্বা, পরনে প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু করে পরা ধুতি, খালি গা, কনকচাঁপার মতো গায়ের রং। তার উপরে কাঁধ থেকে ঝোলানো একটা পৈতে বিরাজ করছে। এ যে জমিদারের চেহারা, সেটা কেউ না বলে দিলেও সহজেই বোঝা যায়।

একে আমার স্যার, তার উপর তাঁর শ্বশুর, তারও উপর আবার জমিদার। মানে গুরুজনের উপর গুরুজন, তার উপর ধনী। একেবারে ট্রিপল ক্রাউন। আর কি দেরি করা যায়? তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওনাকে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। কেমন হলো জানি না। প্রণাম তো কাউকে জীবনে করি নি! তাই একবারে আনাড়ী হয়ে গেল হয়তো। অভ্যেস তো নেই। ভুলচুক হয়ে গিয়েছে তো অবশ্যই। উনি আবার কিছু মনে করে না বসলেই বাঁচি। উনি অবশ্য কোন কথা না বলে ভিতরে চলে গেলেন। যাক বাবা, বাঁচা গেল। মনে হলো প্রণামের কাজটা হয়তো কিছুটা ঠিকমতো সারতে পেরেছি। তাহলে উনি বোধ হয় একটু পরেই আবার স্যারের সঙ্গে ঢুকবেন।

ঠিকই, একটু পরে স্যার ঢুকলেন। সঙ্গে কালো, বেঁটে, খুবই সাদামাটা, প্রায় রুক্ষ চেহারার একজন মানুষ। স্যার বললেন, “ইনি আমার শ্বশুর মশাই”। আমি তো একেবারে হতবাক। মিনিট খানেক ধরে কি বলা যায় আর কি করা যায় কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। ভাগ্যিস অল্পক্ষণের মধ্যেই ধাতস্থ হতে পেরেছিলাম! তাই উঠে আবার ঐ ভদ্রলোককে প্রণাম করলাম। আসল শ্বশুর বলে কথা। তবে আগের মতো শ্রদ্ধাটা কি এসেছিল? কি জানি। কোন রকমে টেবিলে দেওয়া মিষ্টি, জল খেয়ে, অল্প কিছু কথাবার্তার পর চলে এসেছিলাম। উনি কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। কেন, তা বলতে পারব না।

পরের দিন ক্লাসের পর কিছুটা উৎসাহ, কিছুটা কৌতুহলবশে সোজা স্যারের রুমে চলে গেলাম। গিয়ে বললাম, “স্যার, আপনার শ্বশুরদের বাড়িটা খুব সুন্দর। আমার খুব ভাল লেগেছে। তারপর দু’এক কথার পর এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “স্যার, আপনারা ঢোকার আগে যিনি রুমে ঢুকেছিলেন, উনি কে?”

স্যার বললেন, “আমাদের আগে কেউ আবার ড্রয়িং রুমে ঢুকেছিল নাকি?” বললাম, “হ্যাঁ তো”। উনি যেন একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন মনে হলো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “কেমন চেহারা বলতো?”

বললাম, “বেশ লম্বা, খুব ফর্সা, খালি গা, উপরে পৈতে”।

উনি হেসে উঠে বললেন, “তাই? আমাদের আগে ও আবার ঢুকেছিল নাকি? ও তো আমাদের রাধুনী ব্রাম্ভণ”।

'সাইকো সিরাজ' এখন বইমেলায়!

ঢাকা অফিস

কথাসাহিত্যি ঔপন্যাসিক শিব্বীর আহমেদ এর সুপারন্যাচারার সাইকো স্পাই থ্রিলার ‘সাইকো সিরাজ’ এখন বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে। বইটি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশের বইমেলা ২০২৪ এর দ্বিতীয় দিন মেলায় এনেছে নালন্দা প্রকাশ। বইমেলায় নালন্দা প্যাভিলিয়ন নাম্বার ১৭। এটি শিব্বীর আহমেদ দশম থ্রিলার বই, যা ২০২৪ একুশের বইমেলায় প্রকাশ করেছে নালন্দা।

বইটির দৃষ্টিনন্দন কভার করেছেন সজল চৌধুরী। ১৪২ পৃষ্ঠার এই বইটির বিক্রয় মূল্য ৩৭৫ টাকা। তবে বইমেলায় বিশেষ ছাড়ে বইটি পাওয়া যাচ্ছে। সাইকো সিরাজ, সুপারস্পাই নয়ন বন্ড এবং এক রহস্যময় চরিত্র হিরো, এই তিন চরিত্রকে ঘিরেই সাইকো সিরাজ উপন্যাস। ধর্ষণ খুন সাইকো সিরাজের নেশা। সিরাজকে নিয়ে সরকার বিব্রত। বাংলাদেশের একজন শীর্ষ এজেন্ট সুপারস্পাই নয়ন বন্ড। দেশের বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক ষড়যন্ত্র রুখে দিতে কাজ করছেন গোপন অ্যাসাইন্টমেন্ট নিয়ে। কিন্তু এর পাশাপাশি তাকে যেতে হয়েছে সাইকো সিরাজের পিছনে।

সাইকো সিরাজকে অনুসরণ করতে গিয়েই অদ্ভুত এক রহস্যমানব হিরোর সাথে পরিচয় হয় নয়ন বন্ডের। শুরু হয় বিভ্রান্তি। নয়ন বন্ড বুঝতে পারে, ওর মতই সাইকো সিরাজকে অনুসরণ করছে হিরো। কিন্তু কেন? আর কেনইবা তাকে সবখানে দেখা যাচ্ছে! সাদা জিন্সের প্যান্ট, আকাশি রঙের হালকা নীল পাঞ্জাবী, বাবড়ি চুল, হাতে লাঠি! কে এই হিরো? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে পড়তে হবে সুপারন্যাচারার সাইকো স্পাই থ্রিলার ‘সাইকো সিরাজ’।

‘সাইকো সিরাজ’ শিব্বীর আহমেদ এর ৩৭তম বই। এর আগে বইমেলা ২০২৪ এ অনন্যা প্রকাশ করেছে থ্রিলার ‘হিরোসমগ্র, সম্পাদিত বই ‘সজীব ওয়াজেদ জয়বার্তা এবং শিশু-কিশোর গল্পের বই ‘ধামী করবে বিয়ে’। এছাড়াও খুব শিঘ্রই সময় প্রকাশন মেলায় নিয়ে আসবে শিব্বীর আহমেদ এর ৩৮তম বই সম্পূর্ণ প্রেমের উপন্যাস ‘বালিকার বুকের ঘ্রাণ’। এখানে উল্লেখ্য শিব্বীর আহমেদ এর ৩৬টি বই বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ২টি বই নিউইয়র্ক আর্ন্তজাতিক বাংলা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে।

শিব্বীর আহমেদ কুমিল্লা-৯ আসনের (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের সংবিধান স্বাক্ষরকারী মরহুম আলহাজ¦ জালাল আহমেদ’র সন্তান। তিনি বাংলাদেশ থেকে ম্যানেজম্যান্টে মাষ্টার্স অব কমার্স (এমকম) এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাষ্টার্স অব সফটওয়ার সিষ্টেম (এমএসএস) ডিগ্রী অর্জন করেন।

সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, কমিউনিটি সেবা এবং কর্মক্ষেত্রে বিশেষ আবদানের জন্য শিব্বীর আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে ক্লোজআপ ওয়ান অ্যাওয়ার্ড, ফোবানা অ্যাওয়ার্ড, গুড সিটিজেন অ্যাওয়ার্ড, একতারা অ্যাওয়ার্ড, বাংলা নববর্ষ সম্মাননা সহ নানা অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

অহঙ্কার নেই বলে

কাকন রেজা

অহঙ্কার নেই বলে করি না তা নয়
মাঝেমধ্যে করতে ইচ্ছে করে
কিন্তু চেপে রাখি
যেমন চেপে রাখি বুকের মধ্যে তাকে

অহঙ্কার নেই বলে করি না তা নয়
করতে ইচ্ছে তো করেই
যখন দেখি নিজের তৈরি পুতুল ভেংচায়
খোলস কাটে তার সুতীক্ষ্ণ দাঁত

অহঙ্কার নেই বলে করি না তা নয়
আলস্যের কারণে করা হয়ে ওঠে না
আলস্য পরম ধন, নইলে কী আর
পুঁচকেরা
হ্যাঁ, পুঁচকেই বটে ধুলোর মতন

অহঙ্কার নেই বলে করি না তা নয়
আমি নিজেই বিমূর্ত অহঙ্কার এক
প্রকট হবার ইচ্ছে নেই বলেই চুপচাপ
তোমাদের সামনে নত হয়ে থাকি

আমার সব মগ্নতা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

আমার সব মগ্নতাকে তুমি,
ছাইচাপা দিয়ে কেড়ে নিয়েছ
সাথে, সবটুকু সময় যা ছিল আমার জমা।
কিছুতেই আমি তা ফিরিয়ে আনতে পারিনি।
না আমার মগ্নতা। না আমার সময়।
আর এখন কী সব অনাবশ্যক
মনস্তাপ নিয়েই কাটাই বিনিদ্র নিশিকাল।
বাইরে কী সুনসান চাঁদরাত একা পড়ে থাকে
বাঁশঝাড়ের আবডালে।
এ সময় কেউ ওখানে পা মাড়িয়েছে
আমার বিশ্বাস হয় না।
আমার বিশ্বাস হয় না তুমিও
এগিয়ে গিয়েছ ওদিকে।

বোধ করি এক্ষণে তুমি বাতি নিবিয়ে
মাথার নিচে অবসন্ন হাত রেখে
ঘুমের আড়ালেই চলে যেতে চাইছ।
আমার তো এখানেই কষ্ট।
বিনিদ্র প্রহর গুণে গুণে আমি যখন
একেবারেই নাজেহাল,
তুমি কী নিরাপদে রাতের আঁধারে
নিজেকে কর সমর্পণ! একান্ত সন্তর্পণে!
একবারও কি ভেবেছ এই আমার কথা?
ভেবেছ কি তোমার আমার স্বপ্নময়
সেই চাঁদরাতের কথা?

এমন সময় কবিতার পঙক্তি ছাড়া
রবীন্দ্রসংগীতের মূর্ছনা ছাড়া
কীভাবে কালের গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে!
তুমি ভেবেছ? ভেবেছ কি
এই আমি কীভাবে অনর্থক সময়ের করতলে
নিজেকে সঁপে দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি?

সত্যানুসন্ধান

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

আয়নার ভিতরে প্রতিচ্ছবি
আমার ভিতরে আমি,
অংহকারের ছন্দ-মাত্রা
তুচ্ছ না-কি দামি?

পরকে আমি ভাবি না পর
ঘরকে ভাবি ঘর,
নরের ভিতর নারীর আভা
নারীর ভিতর নর।

জয়ের ভিতর কষ্ট থাকে
নষ্টের ভিতর ভ্রষ্ট ,
দোষের ভিতর দোষী থাকে
সবই মানব সৃষ্ট।

জীবের ভিতর মরণ থাকে
ধরণ ভিন্ন ভিন্ন,
লক্ষ্য হীনা তুমি-আমি
যোগ ফলাফল শূন্য।

দিনের মাঝেই রাত্রি থাকে
কালোর ভিতর আলো,
দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেখো
জগৎ সবই ভালো।

ধর্মের ভিতর বাড়ছে ভেজাল
কর্মের ভিতর দ্বন্দ্ব,
কবির কাব্যে সত্য ভাষণ
বলুক লোকে মন্দ!

কালের ঘড়ি

আলম মাহবুব

মেঘরাঙা রোদে কুয়াশার বিনয়ী ফুল ফোটে
লাম্পপোস্টের আলোয় জাগে রাত
ধূসরের চোখ স্বপ্ন দেখে।

নদী মরে তৃষ্ণায়
অন্ধ ছায়ার গানে ব্যস্ত কাপালিক দিন
পরন্ত প্রহরে বালক দেখে সময়ের ঘড়ি,পথের
ডাকে উড়ে আগুন চোখ
তীব্র ভিজে বৃষ্টির কুহকে শ্যাওলার ঘাম
গহীনে নিশ্চুপ দুঃসহ বিষাদ।

লাল ঘোড়া দাবড়ায় রাজ্যের সেতুর সেতারে
ক্ষুধার্ত ঈগলের চোখে জুঁইফুল
কামরাঙা রঙে লেখে ভোরের কারফিউ।

ডানা ঝাপটানো মানুষের তীব্র ডাক আসে
সাগর সঙ্গমে ভেসে ওঠে কবিতার লাল বারুদ।

অনুভবের অনুধ্যান

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

জীবনের প্রতিটি আঘাতই যেন
শিক্ষকের মতো পথ দেখায়,
যে বুকে আঘাত নেই সে বুকে ইতিহাস নেই।
ঐ যে সূর্য কী দারুণ শিল্পকর্ম তার
কখনো নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা হয়ে
অগ্নিচোখে ফিরে আসে এই জনপদে,
কখনো দ্যুতি ছড়ায় শরতের কাশফুলে
কখনো বা স্বপ্ন আঁকে হেমন্তের পাকা ধানে।
কখনো আসে শীতের ঘনকুয়াশায়
জীবনানন্দের কবিতা হয়ে
অথবা এক লহমায় বসন্তের কচিপাতায়
হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্য।
কতটা আগুন বুকে চেপে হয়ে ওঠে সূর্য
সে কথা সবাই যদি ঠিক জানতো,
তাহলে আঘাতের কাছে হাঁটু গেড়ে না বসে
সূর্যের মতো লিখে যেত জীবনের পাণ্ডুলিপি।

যুথীকে মিস করি

সৈয়দ নূরুল আলম

আজকাল লিখতে গেলে কথারা আসে না, দু-এক লাইন
লিখার পরে থেমে যায়,
মনে পড়ে না কি জন্যে—হয়তো তুমি নেই তাই।
এক সময় গভীর বনে হাঁটার কথা ছিল দু'জনের- ঘুঘুর ডাক
শুনবো নির্জন দুপুরে
লক্ষ্মীপ্যাঁচা যদি আসে, তাড়াবো না—আদরে আদরে ভরে দেব,
প্রয়োজনে কাছে টেনে নেব।
হিংসে যদি হয়, অভিমানী মুখ টেনে তোমাকেও না হয়,
আরো দুটো দেব।
যদি তাতেও না হয়, লক্ষ্মীপ্যাঁচার কান দুটো মলে
ছেড়ে দেব ঝোপের আড়ালে।
খুব মিস করি তোমাকে।

বহাল বিবাদ

আরজাত হোসেন

একদল শকুনের কলহ - বহাল বিবাদ
নাই কোনো শুভাশুভ নিষ্পত্তি।
সারি গাছের পাহাড়ে বন কার্যালয়,
এতক্ষণ যে জবুথবু আছিল সে হঠাৎ কইরা দৌড়ি আহে –
তারপরে বেবাক ঝগড়া!
পেটে ক্ষুধা তো জিহ্বায় স্বাদ থাকবেই।
কাড়াকাড়ি পইড়া যায়, কে কারে মারে!
বোঝানো মুশকিল - তোমরা দেহনাই মিথ্যার নাচানাচি!
এমন দুর্বোধ্য সময়ে কী করা যায় কও তো?
বিকল্পে ফেলে আইছি সে শকুনের দল।
এহন তুরা কাড়াকাড়ি কইরা খা।

আহ্বান

পিংকী দাস

কিসের এতো ত্রাস! কিসের এতো ভয়!
বেরিয়ে আসো দাসত্বের বাঁধন খুলে
জীবনের উল্লাসে নাম লিখতে চাইলে বেরিয়ে আসো
পথিক;
ত্রাসের রাজ্যে সত্যের ফুলকি হয়ে।
বাড়িয়ে দাও দু'পা, প্রসারিত করো বাহু
সদা সত্যকে আলিঙ্গনে।
জীবন কাউকে নিজে থেকে কিছু দেয়না
অর্জন করে নিতে হয়, নতুবা মৃতের মতো
প্রাণহীন দেহ কংক্রিটের জঞ্জাল হয়ে
দু'পা আর বাহুকেই জড়িয়ে রয়।
কিসের এতো ভয়!
বেড়িয়ে আসো পথিক ত্রাসের রাজ্যে দামাল বেশে
সদা সত্যকে আলিঙ্গনে।
আসো পথিক, আসো দিকভ্রান্তের আলোর দিশারী হয়ে।
আসো পথিক অন্ধকার ঘুচিয়ে
মশাল মিছিলের অগ্নিশিখা হয়ে।

জীবনের অর্থ

পারভীন আকতার

নির্দিষ্ট একটি বহমান সময়ের ধরাবাঁধা শৃঙ্খলই জীবন। এর বাইরে মানুষ চাইলেও কখনোই যেতে পারার সাধ্যটি তার নেই। মানুষ যখন শিশু বেশে সদ্য পৃথিবীতে আগমন করে তখন সে থাকে খুবই দুর্বল,অবুঝ আর অক্ষম। অন্যের সাহায্য ছাড়া তখন শিশুটি একফোঁটা মায়ের দুধও চেয়ে পান করতে পারে না। এমনই অসহায় থাকে মানুষ শিশুকালে। ধীরে ধীরে মা বাবা স্বজনের সহায়তায় শিশুর মুখে বুলি ফোটে। হাঁটতে শেখে অন্যের হাত ধরে। জীবন চলার পথ এমনই কঠিন।

আমরা যখন জীবনকে বুঝতে শিখি, তখন কতই না আমাদের অহমিকা দাম্ভিকতা জ্ঞানের বাহাদুরি হৃদয়ে জন্মে। চলাফেরায় বেশভূষণে অপার অহমিকা আভিজাত্য প্রকাশ পায়। মানুষ তখন সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তার পায়ের তলায় মনে করে। ধরাকে মনে করে এ তাদের কাছে কিছুই না। মানুষ এতটাই বেঈমান আর অকৃতজ্ঞ যা পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ বারবার বলেছেন। তাঁর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ থেকে তিনি প্রতিনিয়তই ভালোবাসার বদলে আঘাত পান। তবুও তিনি ক্ষমা করে দেন মানুষ কাঁদলে স্বীয় কৃতকর্মের অনুশোচনায়।

শৈশব,কৈশোর আর যৌবন পেরিয়ে মানুষ একসময় ফের বার্ধক্যে পৌঁছে। মুখাবয়ব হয়ে পড়ে কদাকার আর বলি রেখায় ভরপুর। বার্ধক্য রূপটার বাহ্যিক সৌন্দর্যটা খুবই ভিন্ন হয়। একটা মেশিন চালাতে চালাতে একসময় পুরোনো হয়ে নাট বল্টু যেমনি পড়ে গিয়ে নড়বড়ে হয়ে যায় ঠিক তেমন হয়ে পড়ে মানুষের শরীর মন। এরপরও অহংকার করার মত কিছু থাকে কি? বয়সের ভারে নুইয়ে পড়ে ধন সম্পদের পেছনে মরিয়া হয়ে ছুটে চলা মানুষগুলো, তখন প্রিয়জন থেকে সহস্র মাইল দূরে থাকে। কারণ সুখের সময়ে তারা ছিল উচ্চ বিলাসী, দাম্ভিক আর ধরা ছোঁয়ার বাইরে। গরীব আত্মীয়স্বজন থাকে ধনীদের চোখের বালি। রমরমা ব্যবসায় তখন মা বাবা ভাই বোন হয়ে পড়ে অচ্ছুৎ। আর বাইরের লোক হয় লাভের মনোহরী উপাদান।

মানুষ জন্মের সময় যেমন একা আসে অসহায়ের বেশে তেমনি মৃত্যুর সময়ও খুব একা হয়ে পৃথিবী ছাড়ে। তখন তার ধন সম্পদের পাহাড় থাকলেও তা কোন কাজে আসে না। মানুষ বিবস্ত্র হয়ে পৃথিবীতে আসে আর বিবস্ত্র হয়েই যেত যদি না সাদা কাফনটা না দেয়া হত। মানুষের জন্মের পর গোসল যেমন অন্যের হাতে হয় তেমনি মৃত্যুর পরও তার শেষ গোসলটাও অন্যরা দেয়। তাহলে কীসের এত বাহাদুরী, অহংকার, মারামারি, হানাহানি আর বেঈমানী করার প্রয়োজন পড়ে মানুষের? অথচ ক্ষণস্থায়ী এ জীবনটা হতে পারে কতই না সুন্দর অর্থবহ!

মানুষের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জীব আরেকটি নেই।পুরো পৃথিবী শাসন করার ক্ষমতা এজন্য মানুষের হাতেই ন্যস্ত। কিন্তু ক্ষমতার লোভ, অর্থের লিপ্সা, কামাতুর বাসনা আজ মানুষকে চির অধ:পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ চাইলেই জীবনকে অর্থবহ সুন্দর ব্যাখ্যায় চালাতে পারে। কেবল নিয়মিত নিজেকে অনুশাসনে রাখা,অন্যের দুষ্ট বুদ্ধি বোঝার ক্ষমতা প্রজ্জ্বলিত হলে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর ভুল করলে তার অনুতপ্তের নিরেট স্বীকারোক্তি নিজের কাছে হওয়া চাই। বাইরের লোক কে, কী বলল তা কোন বিষয় নয়। কারণ মানুষ তার কর্মফল নিজেই ভোগ করে আর পাপ পূণ্যের ভাগিদার হয় তার পরিবার। কষ্ট বা সুখ অনুভব করে একান্তই তার পরিবার পরিজন। বাকীরা হাততালি দেয়। অসহায় হয়ে পড়লে করুণা দেখায়। কখনোই সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহায্যের হাত বাড়ায় না। তাহলে জীবনে অর্থ কী দাঁড়াল? আসছি একা আর যাব একাই। কেউ কারো স্মৃতিতেও একসময় না-ই হয়ে যাব, তাহলে কী দরকার এতই দুনিয়ার প্রতি লোভ করে?

জীবনের অর্থ হবে যেহেতু নির্দিষ্ট একটি সময়সীমায় আমরা বেঁচে থাকব আর কখন তা শেষ হবে হুট করে জানিও না। তখন জীবনকে ভালো কাজেকর্মে, ন্যায়ের পথে পরিবার পরিজন নিয়ে আনন্দে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া,অসহায়ের পাশে প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়ানোর নামই হলো জীবন। আমরা মানুষ বিবেক দিয়ে চললে ধীরে ধীরে পাপ মোচন হবেই হবে। স্রষ্টাও ক্ষমা করবেন তার সৃষ্টির অনুতাপ সত্যিকার দেখলে। তিনি তো সবার মনের ভিতরের বাইরের সব খবর জানেন এবং রাখেন সর্বদা। তাহলে ভয় কি, আমরাতো তাঁর কাছেই ফিরব ফের। তাই পবিত্র হয়ে ফিরতে হবে তাঁর কাছে আত্মার বিশুদ্ধতায়।

শেষদিনটি জীবনের যেন প্রিয়জনের সান্নিধ্য নিয়ে মরা যায় তা-ই হওয়া উচিত জীবনের চরম উপজীব্য। অর্থ বিত্ত, সুনাম আর গাড়ি বাড়ি মৃত্যুর সময় অহেতুক মনে হবে কেবল রক্ত মাংসের মানুষের ভালোবাসার ভালোলাগার অনুভূতির স্পর্শ তখন পরম শান্তি দেবে। তাই, না হয় সকলের মাঝে নিঃস্বার্থ, নির্লোভ আর মোহহীন ভালোবাসা ছড়িয়ে যাই।

নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ড এ বারী ম্যানসনে গত ৩ ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জনাব এরিক এডামস এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো বারী গ্রুপের বার্ষিক ডিনার এবং এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান। কমিউনিটিতে স্মল বিজনেসে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান বারী গ্রুপের কর্ণধার আসেফ বারী টুটুল এবং মুনমুন হাসিনা বারীর ডিক্সহিলের বাসভবন বারী এস্টেটে অনুষ্ঠিত জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারী হোম কেয়ার সহ বারী গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ অফিসারবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, বারী হোম কেয়ার তথা বারী গ্রুপের বিজনেস এর সাথে সম্পৃক্ত এমএলটিসি, ইন্স্যুরেন্স, মার্কেটর, ব্যাংকারসহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বারী গ্রুপের বার্ষিক ডিনার এবং এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে বারী গ্রুপের চেয়্যারম্যান মিসেস মুনমুন হাসিনা বারী, অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জনাব এরিক এডামস এর মূল্যবান উপস্থিতিকে গোল্ডেন মোমেন্ট বলে উল্ল্যেখ করে মেয়রকে সাদর সম্ভাষন জানান। এরপরে মুনমুন হাসিনা বারী বলেন, "আমাদের নিরলস পরিশ্রম এবং একাগ্রতায় বারী গ্রুপ আজ অজস্র মেধাবী নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর সমন্বয়ে কমিউনিটিতে স্মল বিজনেসে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিন্হিত হয়েছে।এই কৃতিত্ব বারী পরিবারের একার নয়। এই অর্জন বারী গ্রুপের প্রতিটি কর্মীর। আমাদের সকল কর্মীদের নিয়েই আমাদের বৃহত্তর বারী পরিবার। তাই বারী গ্রুপের প্রতি আপনাদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মূল্যায়ন করতেই আমাদের বাসভবনে আজকের এই বর্ণিল আয়োজন। আপনারাই আমাদের শক্তি এবং সম্পদ।"

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জনাব এরিক এডামস তার বক্তৃতায় বারী ফ্যামিলি এবং বারী গ্রুপের সাফল্যে তার মুগ্ধতার কথা প্রকাশ করেন। কমিউনিটিতে স্মল বিজনেসে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অজস্র মানুষের কাজের সংস্থান করার জন্য এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে কয়েক হাজার মানুষকে হোম কেয়ার সেবা প্রদানের জন্য বারী গ্রুপের সিইও আসেফ বারী টুটুল এবং চেয়্যারম্যান মুনমুন হাসিনা বারীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। মেয়র তার বক্তৃতায় বলেন, "বারী দম্পতি অনুষ্ঠানটি কোন একটি হোটেলে আয়োজন না করে নিজেদের বাসভবনে করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় বারী পরিবার তাদের কর্মীদের কতটা ভালোবাসেন। আপনি যখন আপনার বাসার দরোজা কারো জন্য উন্মুক্ত করলেন, তখন আসলে আপনি আপনার হৃদয়ের নি:স্বার্থ ভালোবাসাকেই উন্মোচন করলেন।" বারী গ্রুপ তাদের সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আগামীতে আরো নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন বলে, বারী ফ্যামিলির প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন সম্মানিত মেয়র। এরপরে মেয়র এরিক এডামস বারী গ্রুপের সম্মানিত কর্মীদের হাতে "স্পেশাল এপ্রিশিয়েশন এওয়ার্ড" তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বারী হোম কেয়ার তথা বারী গ্রুপের বিজনেস এর সাথে সম্পৃক্ত এমএলটিসি, ইন্স্যুরেন্স, মার্কেটর, ব্যাংকার দের হাতেও বিশেষ সম্মাননা এওয়ার্ড তুলে দেন মেয়র এরিক এডামস।

বারী গ্রুপের সিইও জনাব আসেফ বারী টুটুল তার ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তৃতায় প্রথমেই মেয়র এরিক এডামস এর মূল্যবান সময়ের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আসেফ বারী টুটুল বলেন, "সম্মানিত মেয়র এর এই গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি বারী গ্রুপের জন্য অমূল্য অনুপ্রেরণার। এই অনুপ্রেরণা বারী গ্রুপ কে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আরো উৎসাহিত করবে"। তিনি অনুষ্ঠানের সকল অতিথি এবং এওয়ার্ড প্রাপ্তদের ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। আসেফ বারী টুটুল বলেন, "আমরা একদিনে সাফল্যের এই স্বর্ণশিখরে উত্তীর্ণ হইনি। সমস্ত অভিবাসীদের মত আমাদের শুরুটাও ছিলো অনেক ত্যাগ এবং সংগ্রামের। মহান আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আমাদের প্রায় তিন দশকের নিরলস পরিশ্রম এর ফলে আজ আমরা বারী গ্রুপের সবগুলি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অজস্র মানুষের কর্ম সংস্থান করতে পেরেছি। বিগত বছর গুলিতে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে কয়েক হাজার বৃদ্ধ, শারীরিক ভাবে চলাফেরায় অক্ষম মানুষকে আমরা হোম কেয়ার সেবা প্রদান করতে পেরেছি। বারী হোম কেয়ার এর সুনাম আজ সর্বত্র। এই অর্জন আমাদের কর্মী দের। আমাদের কর্মীরাই আমাদের সম্পদ এবং শক্তি। তাই তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে, তাদেরকে হৃদয় নিংড়ানো ধন্যবাদ জানাতেই বারী ম্যানসনে আজকের এই বর্ণিল আয়োজন।" আসেফ বারী টুটুল সকল অতিথি এবং এওয়ার্ড প্রাপ্তদের ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বারী গ্রুপের সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির এক্স সভাপতি মিসেস নার্গিস আহমেদ এবং নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি জনাব আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখরোচক এপেটাইজার, শেষে আকর্ষণীয় নৈশভোজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বারী ফ্যামিলি। আমন্ত্রিত সকলেই এমন ঐতিহাসিক একটি সন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য বারী পরিবারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উল্ল্যেখ্য আসেফ বারী টুটল এবং মুনমুন হাসিনা বারীর যোগ্য তিন সন্তান আদিব বারী, সাবাহ বারী এবং মাহি বারীও পিতামাতার সাথে তাদের শ্রম এবং মেধা দিয়ে বারী গ্রুপের ধারাবাহিক সাফল্যের সাথে একাত্ম।

এটাব'র নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্‌ক (আটাব)'র অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এই অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম (হারুন) এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটের ভাইস কনসাল আসিফ আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকলকে স্বাগত জানিয়ে মঞ্চে ডেকে আনেন উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক মো: শামসুদ্দিন বসির ও সদস্য সচিব শ্যামন তালুকদার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মোশারফ হোসেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা এমকে মাহামুদ। বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর অভিষেকের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেবিবিএ'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ পিয়ার, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়ামান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো: এম রহমান, নির্বাচন কমিশনার জাফর ফেরদৌস, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে সংগঠনের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বলেন, সংগঠনকে গতিশীল করতে আমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাবো। সভাপতি তার বক্তব্যে সংগঠনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, ট্রাভেল্‌স ব্যবসার মাধ্যমে কমিউনিটিকে আরো বেশী উন্নত সেবা প্রদান করতেই আমরা একত্রিত হয়েছি। ২০১৭ সাল থেকে আমাদের অগ্রযাত্রার সুভ সূচনা। সভাপতি জোর দিয়ে বলেন, আটাবই একমাত্র সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে টিকেন কিনলে কোন প্রকার হয়রানির শিকার হবার সম্ভাবনা নেই। তাই সকলকে বলবো, আটাব সদস্যদের কাছ থেকে টিকেট কিনুন এবং নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন। গ্রাহকদের কোন ধরণের অভিযোগ থাকলে, আটাব'র কাছে জানানোর অনুরোধ জানাচ্ছি, আমরা সমস্যা সমাধানে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, মো: আবুল কালাম আজাদ, মো: আব্দুল খালেন, নজরুল ইসলাম, আলী আকবর বাপ্পী, এম এম মাইনউদ্দিন পিন্টু, এমডি ফরহাদ উদ্দিন, জাকির হোসাইন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুল, সামসুল আলম চৌধুরী, এনাম চৌধুরীসহ কমিউনিটির নানা শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহাবুব ও সজিব।

Friends Communication
FIRDAUSUL HASAN & PRABAL HALDER PRESENT
A FRIENDS COMMUNICATION PRODUCTION
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
RISE OF A GANGSTER
ফেব্রুয়ারী ৮
JAMAAICA MULTIPLEX
হুব্বা
A FILM BY BRATYA BASU
গৌরবের ২য় সপ্তাহ
NEW YORK
Jamaica Multiplex Cinemas, Queens
February 8th - February 16th (7 Days 23 Shows)
2.2.24 Friday @ 1.05pm, 4.00pm, 7.05pm & 10.00pm
2.3.24 Saturday @ 1.05pm, 4.00pm, 7.05pm & 10.00pm
2.4.24 Sunday @ 1.05pm, 4.00pm & 7.05pm
2.5.24 Monday @ 1.05pm, 4.00pm & 7.05pm
2.6.24 Tuesday @ 1.05pm, 4.00pm & 7.05pm
2.7.24 Wednesday @ 1.05pm, 4.00pm & 7.05pm
2.8.24 Thursday @ 1.05pm, 4.00pm & 7.05pm
Advance Tickets on sale @
https://www.showcasecinemas.com/showtimes/
and at theater box office

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
8 February 2024, Thursday, Issue 360
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ২৫ মাঘ ১৪৩০, ২৭ রজব ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

ইমিগ্রেশন আবেদনের ফি বাড়ছে

মার্কিন ইমিগ্রেশন

২০১৬ সালের পর এবারই সবচেয়ে বড় অংকের ফি বাড়ানো হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ২০০ শতাংশ বেড়েছে।

- আই-১৩০ ফর্মের মাধ্যমে যারা পারিবারিক পুনর্মিলন বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে যেতে চান তাদের ক্ষেত্রে ফি ২৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।
- ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।

ডেস্ক রিপোর্ট

মার্কিন ইমিগ্রেশন বিভাগ বিভিন্ন ধরেনর ইমিগ্রেশন আবেদনের ফি বাড়িয়েছে। ২০১৬ সালের পর এবারই সবচেয়ে বড় অংকের ফি বাড়ানো হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ২০০ শতাংশ ফি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ানো মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত ব্যয় সামাল দেয়াসহ নতুন আবেদনগুলো যথাসময়ে প্রক্রিয়াকরণে সহায়ক হবে, এমন যুক্তিতে ইমিগ্রেশন বিভাগ এ ফি বৃদ্ধি করেছে।

ভিসা ফি বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন কেউ তার স্ত্রী কিংবা স্বামীকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসতে চাইলে তা ব্যয়বহুল হবে। পাশাপাশি এদেশে অবস্থানকালে দ্বিতীয় ধাপে কেউ স্থায়ী বাসিন্দার (গ্রিন কার্ড) মর্যাদায় যেতে চাইলে উল্লেখযোগ্য হারে ফি গুনতে হবে।

মার্কিন নাগরিকত্ব অর্জনের আবেদনের ক্ষেত্রেও ফি বাড়ানো হয়েছে। অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য এইচ-১বি ভিসা বা এল ভিসাও (আন্তঃ কোম্পানি ট্রান্সফার) ব্যয়বহুল হতে চলেছে। সবচেয়ে বড় চাপ আসবে যারা বিনিয়োগভিত্তিক গ্রিন কার্ড বা ইবি-৫ ভিসার আবেদন করতে চান তাদের ওপর। ৩১ জানুয়ারি এই ভিসা ফি বাড়ানোর নোটিশ ফেডারেল রেজিস্ট্রিতে প্রকাশ করা হয়। যা আগামী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হবে।

আই-১৩০ ফর্মের মাধ্যমে যারা পারিবারিক পুনর্মিলন বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে যেতে চান তাদের ক্ষেত্রে ফি ২৬ শতাংশ বাড়িয়ে ৬৭৫ মার্কিন ডলার করা হয়েছে। কোনো মার্কিন নাগরিক কিংবা গ্রিন কার্ডধারীই তার আত্মীয়কে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসতে ও গ্রিন কার্ড পাইয়ে দিতে এই আবেদন করেন। পরবর্তীতে যদি ওই আত্মীয় স্ট্যাটাস সামঞ্জস্য করতে অর্থাৎ গ্রিন কার্ড পেতে আবেদন করেন তখন তাকে গুনতে হবে ১৪৪০ মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে ভিসা ফি বাড়ানো হয়েছে ১৮ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্কভিত্তিক অভিবাসন অ্যাটর্নি সাইরাস ডি মেহতাকে উদ্ধৃত করেছে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম। তিনি বলেছেন, 'যদি ইউএসসিআইএস মামলাগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত না করে, তাহলে ফি বাড়ানো অন্যায়। কোনো ব্যক্তি তার দেশে থাকা পিতা-মাতা, স্ত্রী কিংবা নাবালক সন্তানকে যুক্তরাষ্ট্রে নিতে আবেদন করলে তার প্রক্রিয়াকরণে গড়ে ১৪ মাস সময়

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

কমিউনিটি অপ-এড

রাস্তা থেকে ট্র্যাশ খালি করতে যান্ত্রিক ব্যবহার: এরিক

এইচবি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক শহরের রাস্তা থেকে প্রতিটি ট্র্যাশ ব্যাগ সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্‌। জননিরাপত্তা রক্ষা করা, অর্থনীতির পুনরুদ্ধার এবং কঠোর পরিশ্রমী নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য শহরটিকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে তিনি মনে করেন, এই শহরের রাস্তাগুলো দুর্গন্ধযুক্ত ট্র্যাশ ব্যাগ এবং ইঁদুর মুক্ত হওয়া দরকার। ৫ জানুয়ারি সোমবার কমিউনিটি অপ:এড-এ তিনি এ বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলেন।

মেয়র বলেন, "আমাদের ট্র্যাশ বিপ্লব এবং শহরবাসীকে বিশ্বমানের স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদান করা, আমাদের মিশনের একটি মূল অংশ। শহরের লোকদের বাড়ির পথে হাঁটার সময় নাক চেপে রাখা বা ট্র্যাশের পাহাড়কে ডিঙ্গিয়ে হাঁটা উচিত নয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

ফুল

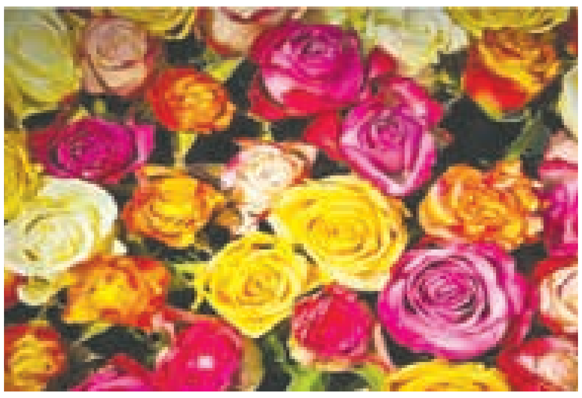

কোন গোলাপের কী মানে

জুলেখা পারভীন

'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে,/ ফুলের মুধু লুটিতে গিয়ে, কাঁটার ঘা খাসনে'—রবীন্দ্রনাথ গোলাপের রূপের সাথে সাথে কাঁটা নিয়েও সতর্ক। তবু গোলাপের কাছে যায় মানুষ। ভালোবাসে গোলাপকে। ভালোবেসে প্রিয়জনকে উপহার দেয়।

এই গোলাপ ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল কবি রফিক আজাদকে। নশ্বর পৃথিবীতে তিনি অবিনশ্বর হিসেবে কল্পনা করেছেন শুধু গোলাপকে—'গোলাপের কোনো মৃত্যু হয় না, যেমন হয় না প্রেমিকের।' কবির ভাবনায় এই গোলাপকে শত অবহেলা করলেও তা ফিরে আসে। শুধু ফিরেই আসে না, সাথে নিয়ে আসে 'নতুন এক আশাবাদের মিছিল'।

এই গোলাপ এসেছে কখনো

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

টক অব দ্য উইক

লেখক, কবি, সাহিত্যিক লেখায় থাকে অভিজ্ঞতা জীবনযাত্রার প্রতিফলন

ড. মোস্তফা সারোয়ার

সোহানা নাজনীন

"সফল কবিরা কবিতা লেখার সময় কোনো ছকবাঁধা রীতিনীতি মেনে চলেন না। তিনি যখন লিখবেন তখন তার লেখায় আধুনিকতা এবং উত্তর আধুনিকতার সংঘর্ষ অথবা মিলন প্রকাশ পাবে। লেখকদের সীমাবদ্ধতা তার লেখার মধ্যে সমঝোতা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ফোবানার কিক অব গালা ১০ ফেব্রুয়ারি

ভার্জিনিয়া

কিক অব গালায় ৩৮ ফোবানার তিন দিনের একটি প্লান তুলে ধরা হবে ও ফান্ড রাইজিংয়ের ঘোষনা থাকবে।

জুয়েল সাদত

৩৮ তম ওয়াশিংটন ফোবানার কিক অব গালা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় স্প্রিংফিল্ড ভার্জিনিয়ার হলিডে ইন হোটেলে সন্ধ্যায়।

ফোবানার কিক অব গালা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট। হোস্ট কমিটি, ফোবানার নির্বাহী কমিটি, ফোবানার সদস্য সংগঠনগুলোর সাথে নিয়ে মতবিনিময় করে। কিক অব গালায় ৩৮ ফোবানার তিন দিনের একটি প্লান তুলে ধরা হবে এবং ফান্ড রাইজিং এর ঘোষনা থাকবে। ৩৭ বছর আগে ওয়াশিংটন থেকে ফোবানা যাত্রা শুরু করেছিল। তাই ৩৮ তম ফোবানা ওয়াশিংটন এর জন্য মর্যাদার।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য ৩৮তম ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) সম্মেলন পরিচালনা কমিটি পুন:গঠন করা হয়েছে । সংশোধিত কমিটিতে নুরুল আমিন নুরু প্রেসিডেন্ট, রোকসানা পারভীন কনভেনার ও আবু রুমিকে মেম্বার সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়েছে।

এছাড়াও কমিটিতে অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন-চিফ কোঅর্ডিনেটর করিম সালাউদ্দিন, চীফ কনসালটেন্ট এ টি এম আলম, কালচারাল কমিটির চেয়ারম্যান তাসকিন বিনতে সিদ্দিক, ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম স্বপন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কচি খান ও চিফ প্যাট্রন পারভীন পাটোয়ারী নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত এ কমিটি ওয়াশিংটন ডিসির

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

আব্দুল কাদের ভূঁইয়া

সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল কাদের ভুঁইয়া

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বিশিষ্ট হেলথ কেয়ার ব্যবসায়ী মোঃ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া শিশির বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচিত হয়েছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

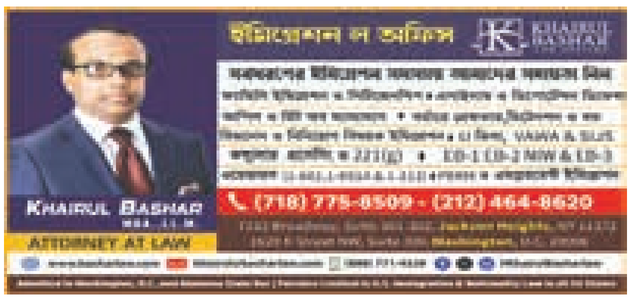

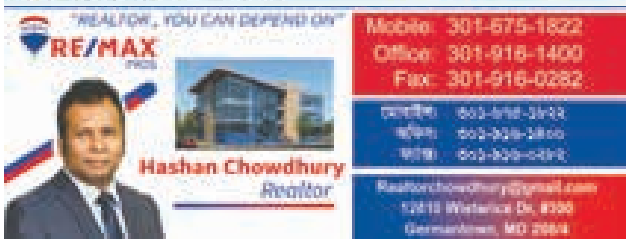

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com